পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 221 Sunday, 12 july, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২২১ সংখ্যা ❋ ২৭ আষাঢ় ১৪৩২, রবিবার, ১২ জুলাই ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

## বাজেটের এক-চতুর্থাংশ যাচ্ছে ঋণ শোধে,বিস্ফোরক দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডানকুনি, ১১ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিবর্তনের পর উন্নয়ন, শিল্পায়ন এবং আর্থিক পুনর্গঠনকে সামনে রেখে এগোচ্ছে নতুন প্রশাসন। রাজ্যে বিনিয়োগ টানা, শিল্পের প্রসার এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে বিপুল ঋণের বোঝা সামাল দেওয়া। এই প্রেক্ষাপটে হুগলির ডানকুনিতে লাক্স কোজি ইন্ডাস্ট্রিজের দ্বিতীয় ইউনিটের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি করেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে বামফ্রন্ট ও তৃণমূল সরকারের আমলের ঋণের হিসাব, বর্তমান সরকারের আর্থিক দায় এবং সেই ঋণ পরিশোধে বিপুল ব্যয়ের প্রসঙ্গ। শনিবার ডানকুনিতে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রায় ৬০০ কোটি টাকার বিনিয়োগে লাক্স কোজি ইন্ডাস্ট্রিজের নতুন উপাদন ইউনিটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রায় ১২ লক্ষ বর্গফুট এলাকা জুড়ে গড়ে উঠতে চলা এই প্রকল্পকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের নতুন অধ্যায় হিসেবে তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, পরিবহনমন্ত্রী অর্জুন সিং এবং শিল্পগোষ্ঠীর কর্ণধাররা। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গকে আবারও দেশের অন্যতম শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্যে পরিণত করাই সরকারের লক্ষ্য। তাঁর দাবি, নতুন বিনিয়োগের মাধ্যমে রাজ্যে কর্মসংস্থান যেমন বা।বে, তেমনই রাজস্ব আয়ও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেন, বাংলা আবার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেশের সেরা রাজ্য হবে। শিল্পের স্থবিরতা কাটিয়ে নতুন উন্নয়নের পথ খুলে দেওয়া হবে। ডবল ইঞ্জিন সরকারের সুফল সাধারণ মানুষ আগামী দিনে আরও স্পষ্টভাবে অনুভব করবেন। তবে শিল্প বিনিয়োগের প্রসঙ্গের পাশাপাশি তিনি রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়েও সরব হন। শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, একসময় পশ্চিমবঙ্গ দেশের অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতির রাজ্য ছিল। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, রাজ্যের রাজস্ব আয় একসময় ইতিবাচক অবস্থায় ছিল এবং অর্থনৈতিক সূচকের নিরিখে তামিলনাড়ু ও গুজরাটের মতো রাজ্যের থেকেও এগিয়ে ছিল পশ্চিমবঙ্গ। তিনি অভিযোগ করেন, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা ছাড়ার সময় রাজ্যের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা। পরবর্তী সময়ে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের দীর্ঘ শাসনকালে সেই ঋণের পরিমাণ বেড়ে বর্তমানে ৮ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে বলে তাঁর দাবি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাম সরকার যখন ক্ষমতা ছাড়ে, তখন রাজ্যের ঋণের বোঝা ছিল প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা। বর্তমানে সেই ঋণ বেড়ে প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য অনুযায়ী, এই বিপুল ঋণের সুদ এবং মূলধন পরিশোধ করাই বর্তমান সরকারের সবচেয়ে ব। আর্থিক চ্যালেঞ্জ। তিনি জানান, রাজ্যের চলতি বাজেটের একটি বড় অংশ শুধুমাত্র পুরনো ঋণ শোধের জন্য ব্যয় করতে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার কোটি টাকার বাজেটের মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা শুধু ঋণ এবং তার সুদ পরিশোধে ব্যয় হচ্ছে। অর্থাৎ উন্নয়নমূলক প্রকল্প, সামাজিক পরিষেবা বা নতুন অবকাঠামো তৈরির আগে বিপুল অঙ্কের অর্থ পুরনো দায় মেটাতেই চলে যাচ্ছে। তাঁর মতে, এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র পথ হলো রাজ্যের নিজস্ব আয় বৃদ্ধি করা। আর সেই লক্ষ্যেই শিল্পায়ন, নতুন বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, ডানকুনিতে লাক্স কোজির নতুন প্রকল্প চালু হলে শুধু কর্মসংস্থানই তৈরি হবে না, বরং রাজ্যের কোষাগারেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব আসবে।তিনি জানান, এই প্রকল্প থেকে বছরে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব রাজ্যের কোষাগারে যোগ হতে পারে। পাশাপাশি কয়েক হাজার মানুষের সরাসরি এবং পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

# ডানকুনিতে ৬০০ কোটির মেগা লগ্নি!

# লাক্স কোজির কারখানা সম্প্রসারণে কর্মসংস্থানের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডানকুনি, ১১ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন এবং বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনাকে সামনে রেখে ডানকুনিতে বড় ঘোষণা করল লাক্স কোজি ইন্ডাস্ট্রিজ। প্রায় ৬০০ কোটি টাকার বিনিয়োগে সংস্থাটি তাদের উপাদন পরিকাঠামো আরও সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হুগলির ডানকুনিতে প্রায় ১২ লক্ষ বর্গফুট এলাকা জুড়ে গড়ে উঠতে চলেছে কারখানার দ্বিতীয় ইউনিট। এই প্রকল্পকে কেন্দ্র করে রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে। শনিবার আয়োজিত শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, পরিবহনমন্ত্রী অর্জুন সিং, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং লাক্স কোজি ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান অশোক টোডি। অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী গোমাতার সেবা করে শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। পরে লাক্স কোজি ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান অশোক টোডি প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। উপস্থিত অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানানো হয়। এরপর একে একে শিল্প, কর্মসংস্থান এবং বিনিয়োগ নিয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা। শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় বলেন, পশ্চিমবঙ্গে আবারও শিল্পের পরিবেশ ফিরিয়ে আনাই বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। তাঁর দাবি, অতীতে নানা কারণে বহু শিল্পপতি বাংলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু এখন সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটছে। তিনি বলেন, প্রয়োজনে শিল্পপতিদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলে, তাঁদের আস্থা ফিরিয়ে এনে রাজ্যে নতুন করে বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি করা হবে। তাঁর কথায়, বাংলায় শিল্পের খরা কাটাতে আমরা বদ্ধপরিকর। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ঘাম-

রক্ত এক করে কাজ করব। আমাদের লক্ষ্য, যাতে আর কোনও শ্রমিককে কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে যেতে না হয়। লাক্স কোজি ইন্ডাস্ট্রিজের এই নতুন প্রকল্পকে রাজ্যের শিল্পনীতির ইতিবাচক ফল হিসেবেও তুলে ধরেন শিল্পমন্ত্রী। তাঁর মতে, বড় শিল্প সংস্থার এই ধরনের বিনিয়োগ অন্য বিনিয়োগকারীদের কাছেও ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দেবে এবং ভবিষ্যতে আরও শিল্প গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত করবে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও অনুষ্ঠানে শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি বলেন, আমরা চাই পশ্চিমবঙ্গে আরও বেশি বিনিয়োগ আসুক, নতুন শিল্প গা।উঠুক এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পেরও বিকাশ হোক। শিল্প বাড়লে কর্মসংস্থান বা।বে, রাজ্যের অর্থনীতিও শক্তি¦শালী হবে। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, দীর্ঘদিনের শিল্পহীনতার পরিস্থিতি বদলাতে বর্তমান সরকার উদ্যোগী হয়েছে এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকেও পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা চলছে। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে লাক্স কোজি ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান অশোক টোডি বলেন, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসার পরিবেশ অনেকটাই ইতিবাচক। তাঁর মতে, রাজ্যে নতুন বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে, যার ফলে অনেক শিল্পপতি আবার বাংলার দিকে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। তিনি বলেন, আমাদের পরিবারের তিন প্রজন্মের স্বপ্ন আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্প শুধু আমাদের সংস্থার সম্প্রসারণ নয়, পশ্চিমবঙ্গের শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ভবিষ্যতে বাংলার বিনিয়োগ সম্ভাবনা নিয়ে আমরা শতভাগ আশাবাদী। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁর বক্তব্যে এই প্রকল্পকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নের একটি বড় মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি দাবি করেন, লাক্স কোজির এই ৬০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের ফলে রাজ্যের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। তাঁর কথায়, এই প্রকল্প চালু হলে বছরে প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা রাজস্ব রাজ্যের কোষাগারে আসতে পারে। পাশাপাশি সরাসরি ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৯,০০০ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গের বহু মানুষ বর্তমানে কাজের সন্ধানে অন্য রাজ্যে যেতে বাধ্য হন। তাঁর মতে, রাজ্যে যদি ধারাবাহিকভাবে নতুন শিল্প গড়ে ওঠে, তাহলে সেই পরিযায়ী শ্রমিকদের ব। অংশ আবার নিজেদের রাজ্যে ফিরে এসে কাজ করার সুযোগ পাবেন। তিনি দাবি করেন, শিল্পের বিকাশই কর্মসংস্থান বা।ানোর সবচেয়ে বড় উপায়। নতুন বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাকে আবার দেশের অন্যতম শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্যে পরিণত করাই আমাদের লক্ষ্য। শিল্পায়নের পাশাপাশি তিনি আইনশৃঙ্খলার বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে, কোনও রাজ্যে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে প্রথম শর্ত হলো সুষ্ঠু আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা। একই সঙ্গে তিনি রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়েও মন্তব্য করেন। তাঁর দাবি, অতীতের সরকারের আমলে রাজ্যের ঋণের বোঝা ক্রমশ বেড়েছে। সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে হলে বিনিয়োগ বা।ানো এবং নিজস্ব রাজস্ব বৃদ্ধি করাই একমাত্র পথ। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গ আবারও দেশের অন্যতম শিল্পকেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। তিনি শিল্প, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামো-সব ক্ষেত্রেই উন্নয়নের আশ্বাস দেন এবং বলেন, নতুন শিল্পায়নের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। সব মিলিয়ে ডানকুনিতে লাক্স কোজি ইন্ডাস্ট্রিজের ৬০০ কোটি টাকার এই বিনিয়োগকে শুধু একটি নতুন কারখানা সম্প্রসারণ প্রকল্প হিসেবে নয়, বরং পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। আগামী দিনে এই প্রকল্প কতটা সফলভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং প্রতিশ্রুত কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সুবিধা কতটা বাস্তবে রূপ পায়, সেদিকেই এখন নজর থাকবে শিল্পমহল, বিনিয়োগকারী এবং সাধারণ মানুষের।

## সিঙ্গুরে নতুন শিল্পাঞ্চল গড়ার আবেদন শমীকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডানকুনি, ১১ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের পর শিল্প ও বিনিয়োগকে সামনে রেখেই নতুন বার্তা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্যে উঠে এল ভাষা, পরিচয় ও আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে উঠে শিল্পোন্নয়নের ডাক। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং শিল্পায়ন। আর সেই পথে ভাষা বা জাতিগত পরিচয় কোনও বাধা হতে পারে না। ডানকুনিতে লাক্স কোজি ইন্ডাস্ট্রিজের দ্বিতীয় ইউনিটের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তিনি শিল্পপতিদের পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের আহ্বান জানান এবং একই সঙ্গে সিঙ্গুরকে নতুন শিল্পাঞ্চল হিসেবে গা।তোলার প্রস্তাবও রাখেন। শনিবার হুগলির ডানকুনিতে লাক্স কোজির নতুন উপাদন ইউনিটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, শিল্পমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী এবং শিল্পপতিরা। সেই মঞ্চ থেকেই শমীক ভট্টাচার্য শিল্পায়নকে কেন্দ্র করে রাজ্যের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্যের মূল সুর ছিল-পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের জন্য একটি ইতিবাচক, নিরাপদ এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা। তিনি বলেন, এই মুহূর্তে বাংলা এবং বাঙালির সবচেয়ে বড় প্রয়োজন শিল্প ও বিনিয়োগ। যারা শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় কথা বলেন, তাঁরাই শুধু বাঙালি নন। যাঁরা বহু প্রজন্ম ধরে এই রাজ্যে ব্যবসা করছেন, শিল্প গা।তুলেছেন এবং হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন, তাঁরাও এই বাংলারই মানুষ। কেউ বাড়িতে হিন্দি বলেন, কেউ রাজস্থানি ভাষায় কথা বলেন, তাতে কোনও পার্থক্য হয় না। প্রথমে আমরা ভারতীয়, তারপর বাঙালি। এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন যে, শিল্প ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিভাজনের রাজনীতি নয়, বরং সকলকে সঙ্গে নিয়েই এগোতে হবে। তাঁর মতে, পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ বাড়াতে হলে শিল্পপতিদের আস্থা অর্জন করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ব্যবসা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ভাষা, ধর্ম বা অঞ্চল নয়, দক্ষতা ও উন্নয়নই হওয়া উচিত প্রধান বিষয়। শমীক ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যে পূর্ববর্তী সরকারের শিল্পনীতি নিয়েও সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, গত দে। দশকে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়নের দৌড়ে অনেকটাই পিছিয়ে প।ছে। তাঁর দাবি, অনেক বড় শিল্পগোষ্ঠী একসময় পশ্চিমবঙ্গকে বিনিয়োগের অন্যতম গন্তব্য হিসেবে দেখলেও পরে বিভিন্ন কারণে তারা অন্য রাজ্যে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। তিনি বলেন, যে সমস্ত শিল্পপতিরা একসময় 'ওয়েস্ট বেঙ্গল'-এর কথা বলতেন, তাঁদের অনেকেই পরবর্তীকালে অন্য রাজ্যে বিনিয়োগ করেছেন। কারণ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা তাঁরা পাননি। শিল্পের পরিবর্তে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছিল। সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন করাই এখন সরকারের লক্ষ্য। এরপর তিনি শিল্পপতিদের উদ্দেশে সরাসরি আবেদন জানিয়ে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এসে নতুন করে বিনিয়োগ করুন। তাঁর মতে, বর্তমান সরকার এমন পরিবেশ তৈরি করতে চায় যেখানে কোনও ব্যবসায়ীকে ভয় বা অনিশ্চয়তার মধ্যে কাজ করতে হবে না। তিনি বলেন, এখন আর কারও রক্তচক্ষুর ভয় থাকবে না। শিল্প গড়তে চাইলে সরকার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে।

## ফের অশান্ত মণিপুর! ৬০০ জনের হামলায় জ্বলল একাধিক বাড়ি

ইম্ফল, ১১ জুলাই ঃ মণিপুরে ফের নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল। পশ্চিম ইম্ফল জেলার কান্তো সাবাল এলাকায় ৬০০ জনেরও বেশি মানুষের একটি বিশাল দল হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। মেতেই সম্প্রদায়ের বসতিপূর্ণ এলাকায় ঢুকে একের পর এক বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ বাধে। এলাকায় অশান্তি ছড়িয়ে পড়ায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। মণিপুর পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ঘটনার দিন সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ কয়েকশো মানুষের একটি দল কান্তো সাবালের দিকে এগিয়ে যায়। ওই এলাকা মেতেই এবং নাগা সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাসের জন্য পরিচিত। বড় ধরনের হিংসার আশঙ্কায় নিরাপত্তাবাহিনী প্রথম থেকেই ওই দলকে আটকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং পুলিশের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ শুরু হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তেজিত জনতার একাংশ এলাকায় ঢুকে অন্তত ছয়টি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তবে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কোনও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং হামলার সঙ্গে জ।তিদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। ভিড় ছত্রভঙ্গ করতে নিরাপত্তাবাহিনীকে কাঁদানে গ্যাসের শেল এবং স্মোক বোমা ব্যবহার করতে হয়। সংঘর্ষের সময় কয়েকজন আহত হয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে। যদিও আহতদের সংখ্যা বা তাঁদের পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনও প্রকাশ করা হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ঘটনার আগে থেকেই এলাকায় উত্তেজনা ছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন, অন্য একটি সম্প্রদায়ের লোকজন ওই পথে এসে হামলা চালাতে পারে। এক স্থানীয় বাসিন্দা জানান, দুপুরের দিকে তাঁরা এলাকায় ধোঁয়া দেখতে পান। প্রথমে মনে হয়েছিল হয়তো বিক্ষোভকারীরা টায়ার পোড়াচ্ছে। পরে বুঝতে পারেন, কয়েকটি বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, কান্তো সাবাল এলাকায় এর আগেও একই ধরনের অশান্তির ঘটনা ঘটেছে।

## আর জি কর মামলায় নতুন মোড়! ভিসেরা নমুনা ও রিপোর্ট বিকৃতির অভিযোগের তদন্তে সিবিআই

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তদন্তে এবার নতুন অধ্যায়। মূল মামলার পাশাপাশি এবার ভিসেরা নমুনা এবং ফরেন্সিক রিপোর্টে কারচুপির অভিযোগের তদন্তও করবে সিবিআই। নির্যাতিতার পরিবারের আবেদনের ভিত্তিতে এই নির্দেশ দিয়েছে শিয়ালদহ অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালত। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা যাচাই করে আগামী ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে তদন্তকারী আধিকারিককে রিপোর্ট জমা দিতে হবে।
আর জি কর কাণ্ডের তদন্তে শুরু থেকেই ফরেন্সিক প্রমাণের গুরুত্ব ছিল অত্যন্ত বেশি। মৃত চিকিসকের শরীরে কোনও বিষক্রিয়া হয়েছিল কি না, তাঁকে কোনও ধরনের ওষুধ খাইয়ে অচেতন বা দুর্বল করে দেওয়া হয়েছিল কি না, সেই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতে শরীরের বিভিন্ন অংশের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল লিভার, কিডনি এবং পাকস্থলীর অংশ। কিন্তু সেই ভিসেরা নমুনা নিয়েই এখন উঠেছে গুরুতর অভিযোগ। কয়েকদিন আগে বেলগাছিয়ার ফরেন্সিক ল্যাবরেটরির এক প্রাক্তন কর্মীর পাঠানো একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়। ওই চিঠিতে দাবি করা হয়েছিল, আর জি করের নির্যাতিতার ভিসেরা নমুনা পরিবর্তন করা হয়েছিল এবং ফরেন্সিক প্রক্রিয়ায় গরমিল করা হয়েছে। অভিযোগ, রাজ্য ফরেন্সিক ল্যাবরেটরিতে থাকা আসল নমুনা নষ্ট করে অন্য নমুনা পাঠানো হয়েছিল পরীক্ষার জন্য। ওই চিঠিতে আরও দাবি করা হয়, ফরেন্সিক বিভাগের কয়েকজন আধিকারিক এই নমুনা সংক্রান্ত অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এমনকি অন্য কয়েকটি ঘটনার ক্ষেত্রেও ভিসেরা নমুনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। তবে এই সমস্ত অভিযোগের সত্যতা এখনও তদন্তের বিষয়। আদালতের নির্দেশের পর এবার সেই বিষয়গুলিই খতিয়ে দেখবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। চিঠিটি হাতে পাওয়ার পর নির্যাতিতার পরিবার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আদালতের দ্বারস্থ হয়। তাঁদের অভিযোগ, যদি সত্যিই ফরেন্সিক প্রমাণে কোনও পরিবর্তন বা বিকৃতি ঘটে থাকে, তাহলে তা তদন্তের গতিপথকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই তাঁরা মূল ঘটনার তদন্তের পাশাপাশি ভিসেরা সংক্রান্ত অভিযোগেরও পৃথক তদন্তের দাবি জানান। পরিবারের সেই আবেদন গ্রহণ করে আদালত সিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি আদালত নথি সংরক্ষণ নিয়েও বিশেষ নির্দেশ দিয়েছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র গোপনীয়ভাবে সিল করা খামে মামলার তদন্তকারী আধিকারিকের কাছে পাঠাতে হবে। একই সঙ্গে ওই নথিগুলির প্রতিলিপিও সিল করা অবস্থায় মামলার রেকর্ডের সঙ্গে সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট রাতে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত এক তরুণী চিকিৎসকের জীবনে ঘটে ভয়াবহ ঘটনা। নাইট শিফটে থাকা অবস্থায় সেমিনার হলে তাঁকে ধর্ষণ ও খুন করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পর ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যজুড়ে। তদন্তে নেমে কলকাতা পুলিশ সঞ্জয় রায় নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে তদন্তভার যায় সিবিআইয়ের হাতে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দীর্ঘ তদন্ত চালালেও ঘটনায় নতুন করে আর কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। শেষ পর্যন্ত শিয়ালদহ আদালত সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়। তবে এই রায়ে সন্তুষ্ট নন নির্যাতিতার বাবা-মা। তাঁদের দাবি, এই ঘটনায় আরও অনেকে জড়িত থাকতে পারেন এবং প্রকৃত সত্য এখনও পুরোপুরি সামনে আসেনি। তাঁরা বারবার দাবি করেছেন, তদন্ত আরও গভীরে গিয়ে করা প্রয়োজন। ভিসেরা নমুনা সংক্রান্ত নতুন অভিযোগ সামনে আসার পর ফের একবার প্রশ্ন উঠেছে, তদন্তে সংগৃহীত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ কতটা সুরক্ষিত ছিল। ফরেন্সিক রিপোর্ট কোনও অপরাধ তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। তাই সেখানে কোনও ধরনের অনিয়ম হয়ে থাকলে তার প্রভাব বিচারপ্রক্রিয়ার ওপরও প।তে পারে বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা। এখন সিবিআইয়ের তদন্তেই স্পষ্ট হবে, ভিসেরা নমুনা সংক্রান্ত অভিযোগের মধ্যে কতটা সত্যতা রয়েছে। নমুনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরীক্ষাগারে পাঠানো এবং রিপোর্ট তৈরির পুরো প্রক্রিয়ায় কোনও গাফিলতি বা অনিয়ম হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে। আর জি কর কাণ্ডে ন্যায়বিচারের দাবি এখনও জোরালো।

## ই২০ পেট্রলে কমতে পারে মাইলেজ, দামও নাও হতে পারে কম! সওয়াল কেন্দ্রের?

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ দেশজুড়ে ধীরে ধীরে চালু হচ্ছে ই২০ বা ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রিত পেট্রল। পরিবেশবান্ধব জ্বালানির দিকে এগোনোর পাশাপাশি বিদেশ থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানির ওপর নির্ভরতা কমানোই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য বলে জানিয়ে এসেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তবে নতুন এই জ্বালানিকে ঘিরে সাধারণ গাড়ির মালিকদের মধ্যে শুরু থেকেই একাধিক প্রশ্ন এবং আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে দুটি বিষয় নিয়ে-ই২০ ব্যবহারে গাড়ির মাইলেজ কমবে কি না এবং এই জ্বালানির দাম সাধারণ পেট্রলের তুলনায় কম হবে কি না। এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে এবার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক। সরকারের বক্তব্যে একটি বিষয় স্পষ্ট-ই২০ ব্যবহারে কিছু ক্ষেত্রে মাইলেজ কমতে পারে এবং এর দামও সবসময় সাধারণ পেট্রলের চেয়ে কম হবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। তবে একই সঙ্গে কেন্দ্রের দাবি, দীর্ঘমেয়াদে এই জ্বালানির সুবিধা অসুবিধার তুলনায় অনেক বেশি। সরকার স্বীকার করেছে, ক্ব২০ পেট্রল ব্যবহারের ফলে কিছু যানবাহনের মাইলেজ প্রায় ৩ থেকে ৫ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। এর কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ইথানলের শক্তিঘনত্ব সাধারণ পেট্রলের তুলনায় কিছুটা কম। ফলে একই পরিমাণ জ্বালানি ব্যবহার করলেও গা।ি সামান্য কম দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। এই বিষয়টি নিয়েই এতদিন বিভিন্ন মহলে জল্পনা চলছিল। এবার কেন্দ্রীয় সরকারও আনুষ্ঠানিকভাবে সেই সম্ভাবনার কথা মেনে নিয়েছে। তবে শুধু মাইলেজ নয়, ই২০ পেট্রলের দাম নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে এনেছে সরকার। অনেকের ধারণা ছিল, যেহেতু এই জ্বালানিতে দেশীয়ভাবে উপাদিত ইথানল ব্যবহার করা হচ্ছে, তাই এর দাম সাধারণ পেট্রলের তুলনায় কম হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক জানিয়েছে, বাস্তবে এমনটা সবসময় নাও হতে পারে। সরকারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ই২০ পেট্রলের দাম শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ওপর নির্ভর করে না। এর সঙ্গে যুক্ত থাকে ইথানলের উৎপাদন ও সংগ্রহমূল্যও। সরকার কৃষকদের কাছ থেকে এমন মূল্যে ইথানল সংগ্রহ করে, যাতে তাঁদের উৎপাদনের যথাযথ মূল্য নিশ্চিত করা যায়। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমলেও, যদি ইথানলের দাম অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে ক্ব২০ পেট্রলের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমার সম্ভাবনা কম। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্র স্পষ্ট করে জানিয়েছে, সাধারণ মানুষের জন্য পেট্রলের খুচরো দাম কমানো ক্ব২০ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য নয়। বরং এর প্রধান লক্ষ্য হলো ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা এবং বিদেশি তেলের ওপর নির্ভরতা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা। ভারত বর্তমানে বিপুল পরিমাণ

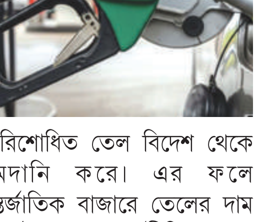


অপরিশোধিত তেল বিদেশ থেকে আমদানি করে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লেই দেশের অর্থনীতির ওপর চাপ তৈরি হয়। কেন্দ্রের মতে, যদি দেশীয়ভাবে উৎপাদিত ইথানলের ব্যবহার বাড়ানো যায়, তাহলে আমদানি নির্ভরতা কমবে এবং দীর্ঘমেয়াদে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। পাশাপাশি জ্বালানির বাজারেও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সহজ হবে। তবে শুধু অর্থনৈতিক কারণ নয়, পরিবেশগত দিক থেকেও ই২০-কে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে সরকার। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের দাবি, ইথানল মিশ্রিত জ্বালানি ব্যবহারে কার্বন নিঃসরণ কম হয়, ফলে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। ক্রমবর্ধমান দূষণের পরিস্থিতিতে এটি পরিবেশবান্ধব বিকল্প হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকার আরও জানিয়েছে, ই২০ পেট্রলের অকটেন রেটিং সাধারণ পেট্রলের তুলনায় বেশি। এর ফলে ইঞ্জিনে জ্বালানির দহন আরও কার্যকরভাবে সম্পন্ন হয়। উচ্চ অকটেনের কারণে ইঞ্জিনে নকিং বা অনিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের প্রবণতা কমে, যা ইঞ্জিনের কর্মক্ষমতা বা।াতে সাহায্য করে। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের দাবি অনুযায়ী, ই২০ ব্যবহারের ফলে চালকেরা আরও কয়েকটি সুবিধা পেতে পারেন। যেমন-
ইঞ্জিনের পারফরম্যান্স আরও উন্নত হতে পারে। দ্রুত ও মসৃণ অ্যাক্সেলারেশন পাওয়া যেতে পারে। গাড়ির পিক-আপ ভালো হতে পারে। ইঞ্জিনের ভেতরে কার্বন জমার প্রবণতা কমে, ফলে ইঞ্জিন দীর্ঘদিন পরিষ্কার থাকে। দীর্ঘমেয়াদে ইঞ্জিনের আয়ু বৃদ্ধি পেতে পারে। অবশ্য এই সুবিধাগুলি পুরোপুরি নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট গাড়িটি ই২০-সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, তার ওপরও। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি গা।ি নির্মাতা সংস্থা ই২০-সমর্থিত ইঞ্জিন বাজারে এনেছে এবং ভবিষ্যতে অধিকাংশ নতুন গাড়িই এই জ্বালানির উপযোগী করে তৈরি করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ই২০ জ্বালানিতে প্রথম দিকে কিছু ব্যবহারকারী মাইলেজের সামান্য পরিবর্তন অনুভব করতে পারেন। তবে যদি ইঞ্জিন এই জ্বালানির জন্য উপযুক্তভাবে তৈরি হয়, তাহলে পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে খুব বেশি নেতিবাচক প্রভাব প।ার সম্ভাবনা নেই। সব মিলিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান স্পষ্ট-ক্ব২০ চালুর উদ্দেশ্য তাক্ষণিকভাবে সস্তা পেট্রল দেওয়া নয়। বরং এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি নীতি, যার লক্ষ্য দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার করা, কৃষকদের আয়ের নতুন উৎস তৈরি করা, পরিবেশ দূষণ কমানো এবং আমদানি নির্ভরতা হ্রাস করা। যদিও মাইলেজ কিছুটা কমতে পারে এবং দামও সবসময় কম হবে না, তবুও সরকার মনে করছে, অর্থনীতি, পরিবেশ এবং জ্বালানি ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের দিক থেকে ই২০ ভবিষ্যতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এখন নজর থাকবে, সাধারণ গ্রাহকরা এই নতুন জ্বালানিকে কত দ্রুত গ্রহণ করেন এবং বাস্তব ব্যবহারে এর সুবিধা-অসুবিধার ভারসাম্য কতটা কার্যকরভাবে প্রমাণিত হয়।

## রবিবার বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা,১১ জুলাইঃ রবিবার ফের বন্ধ রাখা হচ্ছে দ্বিতীয় হুগলি সেতু। সংস্কার কাজের জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই সেতু দিয়ে কোনও গাড়ি যাতায়াত করতে পারবে না। কলকাতা পুলিশের তরফে বিকল্প রাস্তা বলে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় হুগলি সেতুকে দীর্ঘ দিন ধরেই সংস্কার ও মেরামতির কাজ চলছে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ একটি নির্দেশিকা জারি করে দ্বিতীয় হুগলি সেতু বন্ধ থাকার বিষয়টি জানিয়েছেন। তার বিকল্প রাস্তাগুলির তালিকাও দিয়েছেন।

## লালকেল্লায় বোমা হামলার হুমকি, তল্লাশিতে মিলল না কিছুই

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ লালকেল্লা, দিল্লির সচিবালয় এবং দু'টি স্কুলে 'বোমা রাখা আছে' বলে হুমকি দিল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী। শনিবার ভোরে মুম্বই পুলিশের কন্ট্রোল রুমে এমন ফোন কল ঘিরে হইচই পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টা জানানো হয় দিল্লি পুলিশকে। এর পরেই শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। তবে তল্লাশিতে বোমা বা অন্য কোনও বিপজ্জনক বস্তুর হদিশ মেলেনি।দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি ভুয়ো।দিল্লি পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শনিবার ভোরে মুম্বই পুলিশের কন্ট্রোল রুমে একটি ফোন আসে। অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি জানায়, লাল কেল্লা এবং দিল্লির সচিবালয়ে বোমা রাখা আছে। তার পরেই লালকেল্লা ঘিরে ফেলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। স্নিফার ডগ নিয়ে শুরু হয় তল্লাশি। তল্লাশিতে কিছুই সন্দেহজনক পাওয়া যায়নি।

### উইম্বলডন ২০২৬ঃ জোকোভিচকে সহজেই হারিয়ে ফাইনালে উঠলেন সিনার

লন্ডন, ১১ জুলাই ঃগত শুক্রবার সাতবারের চ্যাম্পিয়ন নোভাক জোকোভিচকে ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪ গেমে উড়িয়ে দিয়ে উইম্বলডন ফাইনালে পৌঁছেছেন সিনার - প্যারিসে দ্বিতীয় রাউন্ডের সেই হারের আগে তিনি যে ধরনের আধিপত্য দেখিয়েছিলেন, এবারও তারই পুনরাবৃত্তি করলেন।এ বছরের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে জোকোভিচ পাঁচ সেটে তাদের শেষ সাক্ষাতে জয়ী হওয়ায় সিনারের জন্য এটি ছিল এক ধরনের প্রতিশোধ।৩৯ বছর বয়সী জোকোভিচের জন্য এটি ছিল তার রেকর্ড ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপার সংখ্যা আরও বাড়ানোর আরেকটি হাতছাড়া হওয়া সুযোগ।ঘাসের কোর্টের গ্র্যান্ড স্ল্যামে নিজের শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে, র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ তারকা সিনার রবিবারের ফাইনালে দ্বিতীয় বাছাই আলেকজান্ডার জাভেরেভের মুখোমুখি হবেন।এর আগে সেন্টার কোর্টে ব্রিটিশ ওয়াইল্ড কার্ড আর্থার ফেরির ফেরিটেল দৌড়ের অবসান ঘটান জভেরেভ, ৭-৬(০),৬-২,৬-৪ এর অপ্রতিরোধ্য জয়ের মাধ্যমে।রোলাঁ গারোসে নিজের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপা জেতার এক মাস পর জাভারেভ আরেকটি বড় শিরোপার জন্য খেলবেন।

### ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

# গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই ভারত ও নিউজিল্যান্ডকে স্বাভাবিক অংশীদার করে তোলেঃপ্রধানমন্ত্রী

অকল্যান্ড, ১১ জুলাই ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুক্সনের সঙ্গে প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠক করেন। দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতি সহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়। প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের স্বাভাবিক অংশীদার করে তুলেছে। দুটি সামুদ্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলকে নতুন শক্তি জোগায় এবং আমাদের এই অংশীদারিত্ব শান্তির লক্ষ্য অর্জনে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চার করতে পারে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি নিশ্চিত, আমার এই সফর আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ়। করবে এবং আমরা যৌথভাবে বিশ্বশান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তায় আমাদের অবদান বৃদ্ধি করব। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ভারতে আপনার সফর এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি-র প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকে, এত অল্প সময়ের মধ্যে এই চুক্তিটিকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমগ্র নিউজিল্যান্ড ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। বিশ্বজুড়ে সম্ভবত এটিই প্রথম ঘটনা, যেখানে এমন একটি প্রক্রিয়া এত দ্রুত সম্পন্ন হয়েছে।অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্মানে অকল্যান্ডে গালা লাঞ্চের আয়োজন করেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুক্সান। সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, বিশ্বমঞ্চেও ভারত ও নিউজিল্যান্ড একে অপরের বিশ্বস্ত সহযোগী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমরা বিশ্বাস করি, বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলায় রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে সংস্কার অত্যন্ত জরুরি। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার লক্ষ্যে আমরা একটি যৌথ কর্মদল গঠন করেছি। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয়. অঞ্চলে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার জন্য ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ স্বাক্ষরিত সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বিষয়ক সমঝোতা চুক্তিটি শিল্প, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সৃজনশীল শিল্পের ক্ষেত্রে আদান-প্রদানকে আরও ত্বরান্বিত করবে। ভারতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য নিউজিল্যান্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য। আমরা নিউজিল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোকে ভারতে তাদের ক্যাম্পাস খোলার আহ্বান জানাই। আমরা দুই দেশের মধ্যে ক্রীড়া সম্পর্কের শতবর্ষ উদযাপন করছি। এই উপলক্ষ্যে আমরা উভয় দেশেই বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্টের আয়োজন করছি। ক্রিকেট ও অন্যান্য খেলাধুলার ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা একটি যৌথ ক্রীড়া কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি।অন্যদিকে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বাজার প্রবেশাধিকার, বিনিয়োগ, সেবা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে। নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার অকল্যান্ডে বাণিজ্য মহলের বিশিষ্টজনেদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এ বছর আমাদের দু'টি দেশ মাত্র নয় মাসের রেকর্ড সময়ে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করেছে। এই চুক্তিটি আপনাদের সবার জন্য বাজার প্রবেশাধিকার, বিনিয়োগ, সেবা এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, অকল্যান্ডে আপনাদের সবার মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ভারতের প্রতি গভীর অঙ্গীকারের জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী লাক্সনের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এখানে আপনাদের উপস্থিতি নিউজিল্যান্ডের উদ্ভাবনী শক্তি, উদ্যোগ এবং ভবিষ্যমুখী চিন্তাভাবনার প্রতীক। ভারতের পক্ষ থেকে আমি ১৪০ কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বার্তা নিয়ে এসেছি।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, বর্তমানে ভারত বিশ্বের দ্রুততম ক্রমবর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি। আমাদের ক্রম-সম্প্রসারমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি, ব্যাপক মাত্রায় ডিজিটাল প্রযুক্তির গ্রহণ এবং আধুনিক অবকাঠামো ভারতকে প্রবৃদ্ধির এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে গড়ে তুলেছে। ভারতে আমরা 'সংস্কার কর্মসম্পাদন ও রূপান্তর'-কে আমাদের শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি। মোদী বলেন, এখন ভারতের রয়েছে নীতিগত ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা তাই বিশ্বের কাছে আমাদের বার্তা হলো-ভারত কেবল একটি বাজার নয়।ভারত হলো বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির এক ' লঞ্চ প্যাড'।অন্যদিকে ফিনটেকের ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বনেতা, জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার অকল্যান্ডে বাণিজ্য মহলের বিশিষ্টজনেদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের রিয়েল-টাইম ডিজিটাল পেমেন্ট লেনদেনের প্রায় ৫০ শতাংশই ভারতে সম্পন্ন হয়। আমরা মহাকাশ সেক্টরকে বেসরকারি অংশগ্রহণের জন্য উন্মুক্ত করেছি। বর্তমানে ভারতে ৪০০টিরও বেশি মহাকাশ-ভিত্তিক স্টার্ট-আপ রয়েছে, যার মধ্যে একটি 'ইউনিকর্ন'-এর মর্যাদাপ্রাপ্ত।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ভারতে বিমানবন্দর, আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিমান-ভিত্তিক পণ্য পরিবহন (এয়ার কার্গো) এবং পর্যটন খাতের দ্রুত বিকাশ ঘটছে। বর্তমানে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অভ্যন্তরীণ বিমান পরিবহন বাজার। আমরা যৌথভাবে কার্গো করিডোর, বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পর্যটন প্যাকেজ গড়ে তুলতে পারি। মোদী বলেন, ভারতে উৎপাদন সেক্টরকে চাঙ্গা করতে আমরা পিএলআই প্রকল্প চালু করেছি। এই উদ্যোগের আওতায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ থেকে শুরু করে বস্ত্রশিল্প পর্যন্ত ১৪টি খাতে প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। উৎপাদন ক্ষেত্রে এই যাত্রার অংশ হওয়ার জন্য আমি আপনাদের সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি।

## উচ্চ রক্তচাপ থেকে ডায়াবেটিস- ৩৯টি অত্যাবশ্যক ওষুধের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১১ জুলাই ঃ উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদ্রোগ-সহ বিভিন্ন অসুস্থতার চিকিৎসায় ব্যবহৃত ৩৯টি অত্যাবশ্যক ওষুধের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (এমআরপি) নির্ধারণ করেছে জাতীয় ওষুধ মূল্য নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ (এনপিপিএ)। ড্রাগস (প্রাইস কন্ট্রোল) অর্ডার, ২০১৩-এর বিধান অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।এনপিপিএ-র বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নির্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্যের বেশি দামে এই ওষুধ বিক্রি করা যাবে না। রোগীদের সাশ্রয়ী মূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ এবং চিকিৎসার আর্থিক বোঝা কমাতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।এই তালিকায় উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, কোলেস্টেরলজনিত সমস্যা এবং অন্যান্য সাধারণ রোগের চিকিৎসা ব্যবহৃত একাধিক ওষুধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিজ্ঞপ্তি জারির সঙ্গে সঙ্গেই নতুন মূল্য কার্যকর হয়েছে।উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় ব্যবহৃত অ্যামলোডিপিন-টেলমিসার্টান ট্যাবলেটের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য প্রতি ট্যাবলেট ১৪.৭৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। চোখের অস্ত্রোপচারের পর এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের চিকিৎসায় ব্যবহৃত নেপাফেনাক অপথ্যালমিক সলিউশন-এর মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতি মিলিলিটারে ৬৮.৬৪ টাকা। হৃদ্রোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে ব্যবহৃত একটি ওষুধের মূল্য প্রতি ক্যাপসুল ৬.৩৭ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এছাড়াও ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় ব্যবহৃত একাধিক ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন ওষুধের দামও নির্ধারণ করা হয়েছে।শনিবার এনপিপিএ আবারও স্পষ্ট করেছে, ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার প্রকাশিত মূল্যতালিকা প্রত্যেক খুচরা বিক্রেতা ও ডিলারের দোকানে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করা বাধ্যতামূলক। ড্রাগ প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডার (ডিপিসিও), ২০১৩-এর ২৪(৪) নম্বর ধারার উল্লেখ করে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এমন স্থানে মূল্যতালিকা টাঙাতে হবে যাতে ক্রেতারা সহজেই তা দেখতে ও জানতে পারেন।

### ধামাল ৪ ঃঅষ্টম দিনে আয় করেছে মাত্র ১.৬৫ কোটি টাকা

মুম্বই,১১ জুলাই ঃ অজয় দেবগন অভিনীত কমেডি সিনেমা ধামাল ৪ বক্স অফিসে প্রথম দিনেই দারুণ ব্যবসা করেছে।বাক্স অফিস সূত্রে জানা গেছে, সিনেমাটি প্রথম দিনে ১৩.৭৫ কোটি টাকা আয় করেছিল। যদিও সিনেমাটি সমালোচক ও দর্শকদের কাছ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছে।শনিবার বক্স অফিস সূত্রে জানা গেছে, দ্বিতীয় শুক্রবার অর্থাৎ অষ্টম দিনে আয় করেছে মাত্র ১.৬৫ কোটি টাকা। এর ফলে সিনেমাটির মোট দেশীয় বক্স অফিস সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ৪৯.১০ কোটি টাকা। তবুও প্রথম দিনের সংগ্রহের দিক থেকে এটি বেশ ভালো ব্যবসা করেছে এবং বক্স অফিসে নিজের উপস্থিতি জানান দিয়েছে।জানা গেছে,ইন্দ্র কুমার পরিচালিত ধামাল ৪ সিনেমাটিতে অজয় দেবগনের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন রিতেশ দেশমুখ, আরশাদ ওয়ারসি, জাভেদ জাফরি, সঞ্জয় মিশ্র, রবি কিষাণ, অঞ্জলি আনন্দ, এশা গুপ্তা এবং সঞ্জীদা শেখ। এই পারিবারিক বিনোদনমূলক ও কমেডিতে ভরপুর সিনেমাটি প্রথম দিনেই দর্শকদের কাছ থেকে দারুণ সাড়া পায়

## হিমাচল ও উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, আইএমডি-র সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১১ জুলাই ঃ পাহাড়ি রাজ্য হিমাচল প্রদেশে আগামী কয়েকদিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। হিমাচল প্রদেশ ছাড়া উত্তরাখণ্ডেও জারি রয়েছে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। পাহাড়ি রাস্তায় ধস নামতে পারে, তাই গাড়ির চালকদের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। হিমাচল প্রদেশের কাংড়া, মান্ডি, শিমলা, সোলান ও সিরমৌর জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।ইতিমধ্যেই এই দুই রাজ্যে বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে, ধস নামায় অবরুদ্ধ একাধিক সড়ক। আইএমডি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মৌসুমী বায়ু সক্রিয় থাকায় এই বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে। বাড়তে পারে নদীর জলস্তর, তাই নদী তীরবর্তী এলাকায় মানুষজনকে যেতে বারণ করা হয়েছে। প্রশাসন সামগ্রিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে।

## শনিবার থেকে বিশ্ব জনসংখ্যা সপ্তাহ, ১৮ জুলাই পর্যন্ত চলবে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি

ভোপাল(সংবাদ সংস্থা), ১১ জুলাই ঃ শনিবার বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশে জনসচেতন তামূলক রথযাত্রা ও র‍্যালির মাধ্যমে বিশ্ব জনসংখ্যা সপ্তাহের সূচনা হয়েছে। রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী আগামী ১৮ জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন করা হবে।সিহোর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা আধিকারিক (সিএমএইচও) ডা. সুধীর দেহরিয়া জানান, এই অভিযানের মূল লক্ষ্য জনসংখ্যা স্থিতিকরণ, পরিবার পরিকল্পনা এবং মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা।এ বছর অভিযানের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্যের জন্য এবং অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণ এড়াতে গর্ভধারণের মধ্যে সঠিক সময়ের ব্যবধান বজায় রাখুন। অভিযান চলাকালীন বিবাহের পর উপযুক্ত সময়ে সন্তান গ্রহণ, দুই সন্তানের জন্মের মধ্যে পর্যাপ্ত ব্যবধান রাখা, প্রসব-পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবা গ্রহণ, পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং স্থায়ী ও অস্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা মূলক কর্মসূচি পরিচালিত হবে।

## মাদক পাচারকারীদের এনকাউন্টার বরদাস্ত নয়ঃবিরোধী দলনেতা ওয়াজেদ

গুয়াহাটি, ১১ জুলাই ঃ মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, কোনও ধরনের এনকাউন্টার বরদাস্ত করা যাবে না, বক্তা বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস বিধায়ক ওয়াজেদ আলি চৌধুরী। অসম বিধানসভার চলমান বাজেট অধিবেশনে যোগ দিতে এসে বিরোধী দলনেতা তথা ওয়াজেদ আলি চৌধুরী সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এআইইউডিএফ-প্রধান তথা বিধায়ক বদরউদ্দিন আজমল এবং বিধায়ক অখিল গগৈকে তীব্র আক্রমণ করেন। অখিল গগৈকে নিশানা করে চৌধুরী অভিযোগ করেন, তিনি মন্ত্রীদের নজরে থাকতে এবং সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে আসার

## সাঁকরাইল ব্লকের পোদড়া ও ওপারের রাজাবাগান ঘাটের মধ্যে ফেরি পরিষেবা চালু হলে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের যাতায়াতে সময় ও খরচ কমবে, উপকৃত হবেন বহু মানুষ। ফেরি পরিষেবা চালু হোক চান সকলেই

নিসজ্ব প্রতিনিধি, সাঁকরাইল (হাওড়া)ঃসাঁকরাইল ব্লকের পোদড়া ও ওপারের রাজাবাগান ঘাটের মধ্যে ফেরি পরিষেবা চালু হলে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের যাতায়াতে সময় ও খরচ কমবে, উপকৃত হবেন বহু মানুষ। ফেরি পরিষেবা চালু হোক চান সকলেই। সব জটিলতার অবসান ঘটিয়ে দ্রুত চালু হোক হাওড়ার সাঁকরাইল ব্লকের পোদড়া ফেরিঘাটের ফেরি পরিষেবা। এমনটাই চাইছেন এলাকার মানুষজন। অভিযোগ, নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পরেও দীর্ঘদিন ধরে চালু হয়নি পোদড়া ফেরিঘাট। কেন এখনও ফেরি পরিষেবা শুরু করা যাচ্ছে না তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। ঠিকাদার সংস্থা থেকে শুরু করে বিধায়কের দাবি, ঘাট ইতিমধ্যেই সরকারি দপ্তরের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু এরপরেও ফেরি পরিষেবা চালু করা যায়নি। উল্লেখ্য, গত ২০২৪ সালের মার্চ মাসে পোদড়া ফেরিঘাট নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। প্রকল্পটির বরাত পায় স্থানীয় সংস্থা পাত্র শিপিং প্রাইভেট লিমিটেড। সংস্থার দাবি, নির্ধারিত কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ২০২৬ সালের জানুয়ারিতেই ঘাট সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, ২০২৪ সালের ১৪ মার্চ কাজের বরাত পাওয়ার পর ১৫ মাসের মধ্যে প্রকল্প শেষ করে হস্তান্তর করার কথা থাকলেও এখনও তা করা হয়নি। ঘাট হস্তান্তর না হওয়ায় ফেরি পরিষেবা চালু করা যাচ্ছে না। যদিও ঠিকাদার সংস্থার দাবি, ২০২৬ সালের জানুয়ারিতেই পোদড়া, রাজাবাগান ও জগন্নাথ ঘাট তিনটি জেটির কাজ শেষ করে লিখিতভাবে সরকারি দপ্তরকে হস্তান্তর করা হয়েছে। উদ্বোধন না হওয়ায় আপাতত রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাদের উপর রয়েছে। তাদের আরও দাবি, প্রায় ১২ কোটিরও বেশি টাকার এই প্রকল্পের মধ্যে শুধু পোদড়া ফেরিঘাট নির্মাণেই প্রায় ৩ কোটি ২২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এদিকে, দক্ষিণ হাওড়ার বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরীও জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ঘাটের উদ্বোধন করার কথা ছিল। কিন্তু নির্বাচন ঘোষণার কারণে তা আর সম্ভব হয়নি। বর্তমানে ঘাট থেকে মূল সড়ক পর্যন্ত সংযোগকারী রাস্তা পরিবহণ দপ্তরের মাধ্যমে তৈরি হওয়ার কথা। সেই কাজ সম্পূর্ণ হলেই ফেরি পরিষেবা চালু করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি তিনি বিষয়টি পরিবহণ দপ্তর ও মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনার আশ্বাস দেন। এদিকে, সকলেরই আশা পোদড়া ও ওপারের রাজাবাগান ঘাটের মধ্যে ফেরি পরিষেবা চালু হলে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের যাতায়াতে সময় ও খরচ কমবে। উপকৃত হবেন বহু মানুষ।

## 'বন্দে মাতরম-এর যাত্রা' শীর্ষক স্থায়ী প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১১ জুলাই ঃগত শুক্রবার শিমলার 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডি' আয়োজিত 'বন্দে মাতরম-এর যাত্রা' শীর্ষক স্থায়ী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন। এছাড়াও 'সর্দার প্যাটেলের দৃষ্টিভঙ্গিঃসংহতি, ঐক্য ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো' শীর্ষক আন্তর্জাতিক আলোচনাসভায় ভার্চুয়ালি ভাষণ দেন উপরাষ্ট্রপতি। গত শুক্রবার উপরাষ্ট্রপতির সমাজ মাধ্যমে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে।উপরাষ্ট্রপতি এদিন বলেন, 'বন্দে মাতরম' মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসাকে এক পবিত্র জাতীয় কর্তব্যে রূপান্তরিত করেছিল, যা বহু প্রজন্মের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহস, ত্যাগ ও আশার আলোয় অনুপ্রাণিত করেছিল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, সর্দার প্যাটেল শুধুমাত্র ভূখণ্ডকেই একত্রিত করেননি, বরং ভারতীয়দের হৃদয়কেও যুক্ত করেছিলেন যা এক জাতি, এক সংবিধান এবং অভিন্ন ভাগ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।দেশপ্রেম যে সততা, উৎকর্ষ এবং অভিন্ন লক্ষ্যের ঐক্যের মধ্য দিয়ে প্রতিদিন প্রতিফলিত হওয়া উচিত, সেই বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে উপরাষ্ট্রপতি নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তিনি বন্দে মাতরমের চিরন্তন বার্তা এবং সর্দার প্যাটেলের দীর্ঘস্থায়ী দূরদৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশবাসীকে অনুরোধ করেন।

## খান স্যারের জামিনের রায় ১৩ জুলাই, সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখল পাটনা সিভিল কোর্ট

পাটনা(সংবাদ সংস্থা), ১১ জুলাই ঃ জনপ্রিয় শিক্ষক ফৈজল খান ওরফে খান স্যারের জামিনের আবেদনের উপর গত শুক্রবার কোনও রায় দেয়নি পাটনা সিভিল কোর্ট। জেলা ও দায়রা বিচারক অনুপস্থিত থাকায় মামলার রায় ঘোষণা স্থগিত রেখে আগামী ১৩ জুলাই দিন ধার্য করেছে আদালত। ওই দিনই খান স্যারের জামিন মঞ্জুর হবে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানানো হবে।খান স্যারের পক্ষ থেকে দায়ের করা জামিনের আবেদনের শুনানি আগেই সম্পূর্ণ হয়েছিল এবং আদালত রায় সংরক্ষিত রেখেছিল। শুক্রবার রায় ঘোষণার সম্ভাবনা থাকলেও বিচারক অনুপস্থিত থাকায় তা সম্ভব হয়নি।প্রসঙ্গত, ২০২৬ সালের ২ জুন রাতে পাটনায় খান স্যারের কোচিং সেন্টারে সংঘর্ষ ও গুলিচালনার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই মামলা। অভিযোগ, রোশন আনন্দের নেতৃত্বে ১৫-২০ জন কোচিং সেন্টারে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর, পাথর ছোড়া, গুলিচালনা এবং কর্মী ও নিরাপত্তারক্ষীদের মারধর করে। ওই ঘটনায় পুলিশ রোশন আনন্দকে গ্রেফতার করেছিল।তবে তদন্তে সামনে আসা একাধিক ভিডিওর ভিত্তিতে মামলায় নতুন মোড় আসে। পুলিশের দাবি, গুলিচালনার ঘটনায় খান স্যারের নিরাপত্তারক্ষীদের ভূমিকাও তদন্তের আওতায় রয়েছে। এরপর কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষীকে আটক করা হয় এবং খান স্যারের বিরুদ্ধেও এফআইআর দায়ের করা হয়। যদিও পরবর্তীতে আদালত তাঁর গ্রেফতারের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয়।এদিকে, গ্রেফতারের প্রায় ১২ দিন পর রোশন আনন্দ জামিন পান। পরে তাঁর ভাই প্রিন্স যাদবের নেপালে রহস্যজনক মৃত্যুর পর রোশন আনন্দ প্রকাশ্যে খান স্যারের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনেন। তবে সেই অভিযোগের সরকারি কোনও নিশ্চিতকরণ হয়নি এবং বিষয়টি পৃথকভাবে তদন্তাধীন।কোচিং সেন্টারে সংঘর্ষ ও গুলিচালনার মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন। ফলে ১৩ জুলাই খান স্যারের জামিন সংক্রান্ত আদালতের রায়ের দিকে নজর রয়েছে ছাত্রছাত্রী, আইনজীবী মহল এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের।

## হালিশহর বিনোদিনী মঞ্চে প্রযোজিত হলো নাটক বৃহন্নলা ছাড়ো ছদ্মবেশ

নৈহাটি,১১জুলাইঃসম্প্রতি হালিশহর বিনোদিনী মঞ্চে প্রযোজিত হল নাটক বৃহন্নলা ছাড়ো ছদ্মবেশ নাটকটি। ইতিমধ্যে সেমন্তীর এই প্রযোজনাটি দর্শকমনে বিশেষভাবে সাড়া ফেলে ও আলোড়ন তোলে। মহাভারতে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস পর্বকে ভিত্তি করে এই নাটক। কৌরবদের চোখে ধূলো দিতে বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধরে পাণ্ডবরা বিরাটরাজার রাজপুরীতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু বৃহন্নলার ছদ্মবেশ নেওয়ার পর থেকে অর্জুন ক্রমশ ঃ বদলে যেতে থাকে। অন্যায় দেখেও মুখ ফিরিয়ে থাকে। ভীম এবং দ্রৌপদী লক্ষ্য করে যে, ছদ্মবেশ নেওয়ার পর থেকেই যোদ্ধা অর্জুনের সত্বা যেন বৃহন্নলার অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। সে এখন নির্ভীক, প্রতিবাদী নয়, সমঝোতাকামী, ছলাকলার মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জনে বিশ্বাসী। এমনকি দ্রৌপদীকে রাজা বিরাটের শ্যালক কীচকের কাছে লাঞ্ছিত হতে দেখেও, সেই কীচকের সঙ্গেই সমঝোতা করে। রূপকধর্মী নাটকটি মহাভারতের ছায়ায় শেষ পর্যন্ত বর্তমান সমাজের প্রাসঙ্গিকতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে।অভিনয়ে প্রত্যেকেই যথাযথ। তবে বৃহন্নলার চরিত্রে মেঘবালিকা ঘোষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।নাট্যকারঃঅনুপ চক্রবর্তী। সামগ্রিক পরিকল্পনা, সম্পাদনা ও নির্দেশনায়ঃঅলোক মিশ্র।কোরিওগ্রাফিতেঃ মেঘবালিকা ঘোষ। প্রযোজনাঃসেমন্তী।

## আরও শক্তিশালী নৌবাহিনী, অন্তর্ভুক্ত হলো আইএনএস মাহেন্দ্রগিরি

বিশাখাপত্তনম(সংবাদ সংস্থা), ১১ জুলাই ঃ আরও শক্তিশালী হলো ভারতীয় নৌবাহিনী। শনিবার নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হলো অত্যাধুনিক ও সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি আইএনএস মাহেন্দ্রগিরি। অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আইএনএস মাহেন্দ্রগিরি-কে নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এদিন বলেন, ভারত প্রচলিত প্রতিরক্ষা সক্ষমতা ও উন্নত প্রযুক্তি উভয়কেই শক্তিশালী করার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী, আত্মনির্ভরশীল এবং ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তুলছে।তিনি বলেন, ভবিষ্যতের যুদ্ধে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং অন্যান্য উদীয়মান প্রযুক্তি ব্যবহার করা হতে পারে, কিন্তু চূড়ান্তভাবে সেই যুদ্ধ জয় হবে জাতীয় সংকল্প, সাহসী সৈনিক এবং সক্ষম সামরিক শক্তির দ্বারা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, প্রযুক্তি এবং প্রচলিত সামরিক শক্তি একে অপরের পরিপূরক, এবং ভারত ' আত্মনির্ভর ভারত'-এর রূপকল্পের অধীনে উভয় ক্ষেত্রেই উৎকর্ষ সাধনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

## রাশিফল

**মেষঃ**আজ আপনার কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসবে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে থাকবেন। আর্থিক দিক থেকে দিনটি শুভ। নতুন বিনিয়োগের কথা ভাবতে পারেন।

**বৃষঃ**আজকের দিনটি আপনার জন্য মিশ্র সম্ভাবনাময়। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়তে পারে। তবে আপনার বুদ্ধিমত্তা ও একাগ্রতার জোরে সব সামলে নেবেন। ব্যবসায়ীরা আজ লেনদেনের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।

**মিথুনঃ** আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। একে স্থায়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট দিশায় রাখতে আপনার জীবন শৈলী পরিবর্তন করার সঠিক সময়। জমিজমায় বিনিয়োগ করা লাভদায়ক হবে। বিবাহের যোগ।

**কর্কট রাশি** ঃআপনার আশা একটি সু ঃদর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে। আজকের দিনটি বাকি দিনগুলির চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে আরও ভাল প্রমাণিত হবে এবং আপনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করবেন। প্রেম আসবে

**সিংহঃ** আজ আপনার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। নেতৃত্বের ক্ষমতা প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন। কর্মক্ষেত্রে ব। কোনও দায়িত্ব মিলতে পারে। আর্থিক দিক শক্তিশালী হবে। আটকে থাকা টাকা আজ ফেরত পেতে পারেন।

**কন্যাঃ**আজ আপনার জন্য দিনটি কিছুটা সচেতন থাকার। কাজে বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে ধৈর্য হারাবেন না। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি লাভ-ক্ষতির সমীকরণে কাটবে। সংসারে শান্তি হতে পারে।

**তুলাঃ** অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আপনার সাহসকে এক বড় উসাহদান করবে। আজ, আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে আপনার আগ্রাসী প্রকৃতির কারণে আপনি প্রত্যাশার মতো উপার্জন করতে পারবেন না। শুভ দিন হবে

**বৃশ্চিকঃ**আপনার অসাধারণ প্রচেষ্টা এবং পরিবারের সদস্যদের সময়মত সমর্থনের ফলে আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে পারেন। কিন্তু বর্তমান মনোভাব বজায় রাখতে আপনাকে কঠিন কাজ করতে হবে। শুভদিন

**ধনুঃ**আজ আপনার ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে। আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহ বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে কোনও বড় সাফল্য পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন কোনও আইডিয়া কাজে লাগালে ভালো লাভ হবে। অর্থব্যয়

**মকরঃ** আজ কর্মক্ষেত্রে আপনাকে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে। সহকর্মীদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখাই ভালো, কারণ কেউ আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে। ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিন। আর্থিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে।

**কুম্ভঃ**শারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দৃঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু করুন। আপনি যদি বেড়াতে যাচ্ছেন, তবে আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র এবং ব্যাগগুলি সন্ধান করুন, কারণ এগুলি চুরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থ ব্যয়।

**মীনঃ** অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি উপভোগ করেন। আকস্মিক টাকাকড়ির আগমন আপনার রসিদগুলির এবং তাৎক্ষণিক খরচার খেয়াল রাখবে।

## আবহাওয়া

বৃষ্টি থেকে এখনই নিস্তার পাবে না কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। আরও অন্তত চার দিন কলকাতায় এমন বৃষ্টি চলবে। দক্ষিণের ৬টি জেলায় ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।বর্ষাকালীন অক্ষরেখা দক্ষিণ-পশ্চিম উত্তর প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ হয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশের উপরে একটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয়। এই দুইয়ের টানে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প স্থলভাগে ঢুকছে। তাই উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে আগামী কয়েক দিন ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে।দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টিও হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর ওড়িশা উপকূলে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে, তাই ওই অঞ্চলে মস্যজীবীদের সমুদ্রে না-যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলায়। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৩ ডিগ্রি বেশি।।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৭ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৯২শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

### জোয়ার-ভাটা

**জোয়ার**-সকাল ১০টা ৪৪মনিট এবং রাত ১১ টা ৪৪মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৪ টা ৫৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৬মিনিটে হতে পারে।

## লাক্ষ কোজির নতুন প্ল্যান্টের শিলান্যাসে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর, ১১ জুলাই ২০২৬ ঃ বনস্পতি দে, ডানকুনি হুগলি শনিবার ছিল ডানকুনিতে লাক্ষ কোজির নতুন প্ল্যান্টের শিলান্যাস। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, তাপস রায় ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। শনিবার শিলান্যাসের সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, লাক্ষ কোজির চেয়ারম্যান অশোক টোডি, ডিরেক্টর সকেত টোডি, বাকি শিল্পপতিদের ধন্যবাদ জানাই। শপথ নেওয়ার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং শিল্পায়নে যে খরা এসেছিল সেটাকে কাটানোর উদ্যোগ নিয়েছেন, সেই সাংসদ তথা বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ জানাই। শুভেন্দু অধিকারী বলেন নানা আঙ্গিকে বক্তব্য শুনেছেন। অশোক টোডি পশ্চিমবঙ্গকে আবার আগের জায়গায় নিয়ে যেতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, বাংলা আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ হবে শিক্ষেত্রে। শমীকদা স্বপ্ন দেখিয়েছেন, তা পূরণ করার দায়িত্ব দিয়েছেন। তাপস রায় আমাকে বলেছেন। শুভেন্দু অধিকারী বলেন ডবল ইঞ্জিন সুফল আপনারা পাবেন। বেকারত্বের সমস্যা সমাধান, কৃষকদের মুখে হাসি ফোটানো, স্বাস্থ্য, শিক্ষায় হাল ফেরানো এখন সরকারের কাজ। ২০টির বেশি রাজ্য যেখানে শিল্পায়ন, বিনিয়োগের যে জোয়ার আপনারা দেখ ছেন। বিশেষ করে গুজরাট, মহারাষ্ট্র। এমনকী, অসম পর্যন্ত পুরো পরিবেশ বদলে দেওয়ার কাজ হচ্ছে। শুভেন্দু অধিকারী বলেন আমাদের তিনটে বেহাল অবস্থার হাল ফেরাতে হবে- আইন শৃঙ্খলার পরিবেশ। সিন্ডিকেট, তোলাবাজি, দাদাগিরি সব জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। অনেকটা পেরেছি। ডানকুনিতে আর কেউ ট্রাকের পাশে লম্বা লাইন করে হাত পাতে না। আইন শৃঙ্খলা ঠিক থাকলে ব্যবসা আসবে। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এই সরকার ছিল, আছে, থাকবে। দুটো একটা ছোট ঘটনা, সঙ্গে-সঙ্গে হস্তক্ষেপ হয়েছে। সংকল্পপত্র অনুযায়ী কাজ হচ্ছে। তামিলনাড়ু, গুজরাতের থেকে ভাল হবে। এখন ৮ লক্ষ কোটি টাকা ঋণের বোঝা। বামফ্রন্ট ছেড়েছে ২ লক্ষ কোটি টাকা। ১ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মেটাতে চলে যাচ্ছে। বেরিয়ে আসতে গেলে আমাদের নিজের রাজস্ব বাড়াতে হবে। রাজস্ব তখনই বাড়বে, যদি বিনিয়োগ বেশি হয়। ১ হাজার কোটি টাকা বছরে রেভিনিউ বাড়বে লাক্ষ কোজির নতুন শিলান্যাসে।চারিদিকে বেকার। ২ কোটি বেকার। গত বছর স্নাতকে যত ভর্তি হয়েছিল, এবারে তার বেশি হয়েছে। হাজার হাজার কলেজে ভর্তি হয়েছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ১ লক্ষ সরকারি কর্মসংস্থান যেমন হবে, তেমন বেসরকারি সংস্থা বিনিয়োগ করবে। অনেকে চায় ব্যবসা করতে। আমাদের সরকার প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা থেকে লোন দিয়ে লক্ষ লক্ষ ভাল ব্যবসায়ী তৈরির পরিকল্পনা করেছি। বেকারত্বের মোচন ঘটাবে। ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে কি কি করেছি আপনারা দেখেছেন।

## ইসকন শ্রীধাম মায়াপুরে আসন্ন রথযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচি ঘোষণা

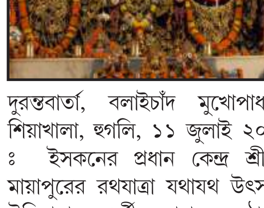

দুরন্তবার্তা, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলি, ১১ জুলাই ২০২৬ ঃ ইসকনের প্রধান কেন্দ্র শ্রীধাম মায়াপুরের রথযাত্রা যথাযথ উৎসাহ-উদ্দিপনা ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপনের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। শ্রীধাম মায়াপুর ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস এক বিশেষ বার্তায় এই কর্মসূচির উল্লেখ করেন। জানা গেছে মায়াপুরের রাজাপুর গ্রামে রয়েছে শ্রীধামী প্রাচীন জগন্নাথ মন্দির। সকাল সন্ধ্যায় এই প্রশান্ত পল্লীতে শোনা যায় সংকীর্তনের ধ্বনি। মানুষের মহামিলনের উত্তম ক্ষেত্র এই গ্রাম। পরস্পর পরস্পরকে সুখে, দুখে আপন করে নেয় এই গ্রামের মানুষ। প্রতি বছর রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে মানব-মেলবন্ধন ঘটে সকলের মধ্যে।এ বছর ১৬ ই জুলাই বৃহস্পতিবার ২০২৬ রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির থেকে দুপুর ৩ ঘটিকায় শুরু হবে রথযাত্রা।৫ কিলোমিটার অতিক্রম করে রথ যাবে শ্রীধাম মায়াপুর ইসকন চন্দ্রোদয় মন্দিরে। উল্টোরথ(পুনঃযাত্রা)২৪শে জুলাই শুক্রবার ২০২৬ পুনরায় রথ ফিরে যাবে রাজাপুরের জগন্নাথ মন্দিরে। ১৬ ই জুলাই থেকে ২৪শে জুলাই২৬, শুক্রবার পর্যন্ত ইসকন মায়াপুরে অস্থায়ী গুন্ডিচা মন্দিরে মাসির বাড়িতে জগন্নাথ দেব অবস্থান করবেন,এবছর শ্রুতত্ত্ব মন্দিরে অস্থায়ী গুন্ডিচা মন্দির স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে চলবে ৫৬ ভোগ,দীপ দান, জগন্নাথ অষ্টকম-স্তোত্র পাঠ এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, ভজন-কীর্তন,নাটক ও নৃত্যানুষ্ঠান এবং সর্ব সাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ।১৯ শে জুলাই রবিবার সকাল ৮ ঘটিকায় শিশুদের জন্য মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির প্রাঙ্গণে পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতি লাভার্থে একটি ছোট্ট রথযাত্রার ব্যবস্থা করা হয়েছে।২০শে জুলাই সোমবার ২০২৬ হেরা পঞ্চমী উৎসব পালন করা হবে।

# হাওড়া ময়দান ফাঁসিতলার রাস্তার দুধারে অবৈধভাবে দখল ও বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১১ জুলাই ২০২৬ ঃ হাওড়া ময়দান ফাঁসিতলা মোড় সংলগ্ন বেলিলিয়াস রোডে ফুটপাত দখলমুক্ত করতে এবার উচ্ছেদ অভিযান চালানো হলো। শনিবার দুপুরে এই নিয়ে ওই এলাকায় চাপা উত্তেজনা থাকায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। বুলডোজার (জেসিবি) নামিয়ে রাস্তার দু'পাশে ফুটপাত দখল করে থাকা একাধিক স্থায়ী ও অস্থায়ী দোকান এদিন গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ফাঁসিতলা মোড় এবং বেরিলিয়াস রোড হাওড়ার অন্যতম ব্যস্ত এলাকা। ফুটপাত দখল হয়ে যাওয়ার কারণে পথচারীদের বাধ্য হয়ে মূল রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হত। যার ফলে প্রতিনিয়ত তীব্র যানজটের সৃষ্টি হচ্ছিল। রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়ায় হামেশাই ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছিল এই চত্বরে। সাধারণ মানুষের হাঁটাচলার অধিকার ফিরিয়ে দিতেই প্রশাসনের এই কড়া পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। অভিযান শুরু হতেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা ছড়ায়। রুটি-রুজি হারানোর আশঙ্কায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের একাংশের অভিযোগ, বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই এই ভাঙচুর চালানো হয়েছে। যদিও প্রশাসনের দাবি, এলাকা খালি করার জন্য আগেই বারবার সতর্কবার্তা ও মাইকিং করা হয়েছিল। নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। আগামী দিনেও কোনওভাবেই সরকারি জায়গা বা ফুটপাত দখল করে ব্যবসা বরদাস্ত করা হবেনা। উল্লেখ্য, এদিন হাওড়া ময়দানের ফাঁসিতলা মোড় থেকে বেলিলিয়াস রোডের বেশ কিছুটা অংশে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে বুলডোজারের সাহায্যে চলে ওই উচ্ছেদ অভিযান। মূলত রাস্তার দুধারে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধেই এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। এদিন বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয় কমপক্ষে ২০টির মতো দোকানের অবৈধ অংশ এবং দোকান। হাওড়া পুরসভার উদ্যোগেই রাস্তার দুধারে অবৈধভাবে দখল ও বেআইনি নির্মাণ এদিন সরিয়ে দেওয়া হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এই ব্যাপারে দোকান মালিকদের আগেই নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে অনেকে এখানে দখলদারি করে রেখেছিলেন। রাজ্যে পালাবদলের পর বুলডোজার দিয়ে সেগুলোই ভেঙে দেওয়া হলো।

# নাম পরিচয় দেখে খুন করা হয়েছে নির্দোষ ছেলেটিকে বলে বারুইপুর এসে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর, ১১ জুলাই ২০২৬ঃ র‍্যাডিকাল মৌলবাদীরা ও থাকতে পারে গণপিটুনির ঘটনায়, পরিচয় জেনে খুন বলে অভিযোগ এবার মুখ্যমন্ত্রীর। বারুইপুরের সূর্যপুরে গণপিটুনিতে নিহত যুবক ইন্দ্রজিৎ মন্ডলের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন শনিবার বেলায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নিহতের দাদা বাপী মন্ডলকে সূর্যপুর নতুন রুরাল আউটপোস্টে সিভিক ভলেন্টিয়ারের চাকরি ও বৃদ্ধ বাবা মায়ের হাতে এককালীন ২৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। বারুইপুরের এই গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনায় একটি বিস্ফোরক দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি,গণপিটুনিতে যাঁর মৃত্যু হয়েছে, সেটাকে গণ পিটুনি বলব না। একটা পুরোপুরি তাঁর নাম পরিচয় দেখে খুন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, এর পিছনে ভোটে রিজেক্টেড যাঁরা হয়েছেন, তাঁদের বড় উস্কানি রয়েছে। র‍্যাডিকাল মৌলবাদী গ্রুপও থাকতে পারে, আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না। নিহতের বড় দাদাকে ডিজিপি সিভিক ভলান্টিয়রের চাকরি দিয়েছেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি যে বাড়িটা ভাঙা হয়েছিল, সেটা জেলাশাসকের উদ্যোগে ২ দিনের মধ্যে মেরামত করা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। নিহতের বাবা মায়ের বার্ধক্য ভাতা, অন্নপূর্ণা দুটোই চালু করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এদিন মুখ্যমন্ত্রী এককালীন ২৫ লক্ষ টাকার চেক পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই যুবকের প্রত্যেকটা খুনি আর নির্যাতিতার অত্যাচারীদের কাস্টডি ট্রায়াল হবে। চূড়ান্ত চরম শাস্তি পাবে। এই যুবকের যে খুনি, তাদের সঙ্গে প্যায়ার মহব্বত হতে পারে না। তিনি যাতে এই তদন্তের মাঝে কোন ও নিরীহ মানুষ পুলিশের ধরপাকড়ের শিকার না হন, সেটা ও দেখার দায়িত্ব প্রশাসনকে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, যদি কোনও নিরীহ লোক বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, সেটাকে সমর্থন করি। কারণ ক্ষোভ দেখানোর গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে। কিন্তু কোনও নিরীহ লোক যাতে পুলিশি জেরার মুখ না পড়েন, সেটা পুলিশকর্তাকে নিশ্চিত করতে বলেছি। যদি নিরীহ কেউ ফেঁসে থাকেন, সেটা আইজি নিজে দেখে নেবেন। তবে আতঙ্কিত হয়ে দোকানপাট বন্ধ করতে হবে না। তবে গণপিটুনির ঘটনায় যাঁদেরকে ফুটেজে দেখা গিয়েছে, যাঁরা চিহ্নিত, তাঁদের কাউকেই রেয়াত করা হবে না বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের মধ্যে একজনকে বকখালি,ক্যানিং ও দিঘা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ৩৫ বছরের অবিবাহিত যুবককে হাত পা বেঁধে যেভাবে নৃশংসভাবে পিটিয়ে মারা হয়েছে, কাউকে ছাড়া হবে না। উল্লেখ্য, বারুইপুরের ঘটনায় দুটি দিক রয়েছে। একটি গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনা। অপরটি গণপিটুনি। দুটি ঘটনায় পৃথকভাবে তদন্ত করছেন তদন্তকারীরা। গণধর্ষণ খুনের ঘটনায় ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তার মধ্যে এক জনকে এনকাউন্টার করা হয়েছে। বাকি গণপিটুনি ও সরকারি সম্পত্তি নষ্টের ঘটনা প্রথমে গ্রেফতার করা হয়েছিল ২০ জনকে।এখনও জারি রয়েছে ধরপাকড়। এখনও পর্যন্ত ৪০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

# সরকারি স্কুলে ফিরতে পারে পুরনো ইউনিফর্ম, জেলাভিত্তিক সমীক্ষার নির্দেশে জোর জল্পনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ জুলাই ২০২৬ ঃ রাজ্যের সরকারি ও সরকার-পোষিত স্কুলগুলিতে ইউনিফর্মের ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। স্কুল শিক্ষাদপ্তর সম্প্রতি জেলার স্কুল পরিদর্শকদের (ডিআই) কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ পাঠিয়েছে, যেখানে ২০২২ শিক্ষাবর্ষের আগে প্রতিটি স্কুলে প্রচলিত ইউনিফর্মের রং এবং ধরন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। এই পদক্ষেপকে ঘিরে শিক্ষামহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরে চালু থাকা একরঙা নীল-সাদা ইউনিফর্ম নীতির পরিবর্তে আবারও স্কুলগুলির নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পোশাক ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার। নতুন ইউনিফর্ম চালু হলে তার সমস্ত খরচও রাজ্য সরকারই বহন করবে বলে জানা গিয়েছে। শিক্ষাদপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী, ২০২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিকল্পনা তৈরির উদ্দেশ্যে এই সমীক্ষা করা হচ্ছে। প্রতিটি জেলার স্কুল থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে, ২০২২ সালের আগে তাদের স্কুলে কী ধরনের ইউনিফর্ম ব্যবহার করা হতো, সেই পোশাকের রং কী ছিল এবং বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত। এই তথ্যের ভিত্তিতেই ভবিষ্যতের ইউনিফর্ম নীতি নির্ধারণ করা হতে পারে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলার স্কুলে গুগল ফর্ম পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেখানে ইউনিফর্মের রং, স্কুলের পছন্দ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য চাওয়া হয়েছে। ২০১১ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর স্কুল শিক্ষাব্যবস্থায় একাধিক সংস্কারের পাশাপাশি ইউনিফর্মেও পরিবর্তন আনা হয়। ধাপে ধাপে বহু সরকারি ও সরকার-পোষিত স্কুলে নীল-সাদা রঙের অভিন্ন পোশাক চালু করা হয়। ২০২২ সালের পর সেই নীতি আরও বিস্তৃতভাবে কার্যকর হয়। একই সঙ্গে স্কুলভেদে ব্যবহৃত আলাদা ব্যাজের পরিবর্তে বুকের কাছে 'বিশ্ব বাংলা' লোগো যুক্ত করা হয়। সে সময় একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের বহু বছরের ঐতিহ্যবাহী ইউনিফর্ম বদলানোর বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিল। অনেকের মতে, প্রতিটি স্কুলের নিজস্ব পরিচয় ও ঐতিহ্য তাদের ইউনিফর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অভিন্ন পোশাক চালুর ফলে সেই স্বাতন্ত্র্য অনেকটাই হারিয়ে যায়। বর্তমানে শিক্ষাদপ্তরের নতুন উদ্যোগে সেই পুরনো ঐতিহ্য ফের ফিরে আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। যদিও এখনও সরকারিভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়নি, তবে জেলাভিত্তিক সমীক্ষা শুরু হওয়ায় বিষয়টি যে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে, তা স্পষ্ট। শিক্ষা মহলের একাংশের মতে, প্রতিটি স্কুলের নিজস্ব ইউনিফর্ম থাকলে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় নির্ধারণ করা যেমন সহজ হয়, তেমনই স্কুলের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ইতিহাসও বজায় থাকে। পাশাপাশি নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও এর ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে বলে মত অনেকের। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, 'প্রতিটি স্কুলের নিজস্ব পোশাক শুধু তাদের ঐতিহ্য নয়, বরং ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত জরুরি। নির্দিষ্ট পোশাক দেখে জানা যেত পড়ুয়া কোন স্কুলের পড়ুয়া। বিগত দিনে নীল-সাদা পোশাক তৈরি নিয়ে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করা হয়েছে। নিম্নমানের কাপড় সরবরাহ করা হয়েছিল।' অন্যদিকে, এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী বলেন, 'মমতা নীল পছন্দ করত তাই নীল-সাদা করেছিল। এবার গেরুয়া হলে প্রশ্ন উঠবে। নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। অনেক স্কুলের নিজস্ব ড্রেস কোড আছে। পোশাক করা হোক, তারপর বলব।' তাঁর মতে, স্কুল ইউনিফর্মের ক্ষেত্রে কোনও রাজনৈতিক রঙের প্রভাব থাকা উচিত নয়। বরং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ঐতিহ্য ও প্রয়োজন অনুযায়ী নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নেওয়াই শ্রেয়। অনেক স্কুলের দীর্ঘদিনের নিজস্ব ড্রেস কোড রয়েছে, সেই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়েই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। এদিকে নদিয়ার রানাঘাট ভারতী হাই স্কুলের টিচার-ইন-চার্জ মৃন্ময় দে জানিয়েছেন, তাঁদের কাছেও একটি গুগল ফর্ম এসেছে। সেখানে স্কুলের ইউনিফর্মের পছন্দের রং এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা জানতে চাওয়া হয়েছে। তবে পুরনো ইউনিফর্ম পুরোপুরি ফিরবে কি না, সে বিষয়ে এখনও কোনও স্পষ্ট নির্দেশ মেলেনি। ফলে বিষয়টি নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের মধ্যেও আগ্রহ তৈরি হয়েছে। শিক্ষা মহলের একাংশের মতে, এই সমীক্ষা ভবিষ্যতের ইউনিফর্ম নীতির ভিত্তি তৈরি করবে। সরকার যদি স্কুলগুলির ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে বহু পুরনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিচয় আবারও ফিরে আসতে পারে। একই সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা, স্কুলের স্বাতন্ত্র্য এবং প্রশাসনিক সুবিধার বিষয়গুলিও নতুন নীতিতে গুরুত্ব পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এখন ডিআইদের রিপোর্ট জমা পড়ার পর রাজ্য সরকার কী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়, সেদিকেই নজর রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের।

# নিয়োগের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই বদলি সিঁথি থানার ওসি চামেলি মুখোপাধ্যায়, জল্পনায় কলকাতা পুলিশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ জুলাই ২০২৬ ঃ কলকাতা পুলিশের সাম্প্রতিক বদলির নির্দেশকে ঘিরে নতুন করে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। সিঁথি থানার অফিসার ইন চার্জ (ওসি) হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সেই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ইনস্পেক্টর চামেলি মুখোপাধ্যায়কে। বৃহস্পতিবার কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দ ইনস্পেক্টর পদমর্যাদার ৩৩ জন আধিকারিকের বদলির নির্দেশ জারি করেছিলেন। সেই তালিকাতেই সিঁথি থানার দায়িত্ব পেয়েছিলেন চামেলি মুখোপাধ্যায়। কিন্তু মাত্র দু'দিনের ব্যবধানে নতুন নির্দেশিকা জারি করে তাঁকে আবার তাঁর আগের কর্মস্থল উল্টোডাঙা মহিলা থানায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত ঘিরে পুলিশ মহলে নানা প্রশ্ন ও জল্পনা তৈরি হয়েছে। চামেলি মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে সিঁথি থানার নতুন ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমহার্স্ট স্ট্রিট মহিলা থানার দায়িত্বে থাকা ইনস্পেক্টর শৃঙ্খলা শর্মাকে। তবে এই বদলির কারণ সম্পর্কে সরকারি নির্দেশিকায় কোনও নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। ফলে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের আড়ালে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা নিয়েই আলোচনা শুরু হয়েছে পুলিশ প্রশাসনের অন্দরে। সম্প্রতি কলকাতা পুলিশে নারী নেতৃত্বকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি থানার দায়িত্ব মহিলা আধিকারিকদের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিঁথি থানার দায়িত্ব পান চামেলি মুখোপাধ্যায় এবং সরশুনা থানার দায়িত্ব দেওয়া হয় রূপা সিংহকে। এই পদক্ষেপকে কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবেই দেখা হচ্ছিল। কারণ, ২০১০ সালে বাম আমলে দেবশ্রী চট্টোপাধ্যায় প্রথম মহিলা হিসেবে কলকাতার একটি থানার ওসি হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। তারপর দীর্ঘ ১৬ বছর কেটে গেলেও আর কোনও মহিলা পুলিশ আধিকারিককে থানার দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। সেই প্রেক্ষাপটে এবার দুই মহিলা অফিসারের হাতে থানার দায়িত্ব তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে নারী ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার মাত্র দু'দিনের মধ্যেই চামেলি মুখোপাধ্যায়কে সরিয়ে দেওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ২০০৪ ব্যাচের এই অফিসার দীর্ঘ কর্মজীবনে কলকাতার অন্তত ১২টি থানায় দায়িত্ব পালন করেছেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ থানায় কাজ করার অভিজ্ঞতার নিরিখে বর্তমানে কর্মরত মহিলা ইনস্পেক্টরদের মধ্যে তিনি অন্যতম অভিজ্ঞ বলে মনে করেন লালবাজারের একাংশের আধিকারিক। তাই সিঁথি থানার দায়িত্ব পাওয়ার পর তাঁকে কাজের সুযোগ না দিয়েই বদলি করে দেওয়াকে অনেকেই বিস্ময়ের চোখে দেখছেন। পুলিশের অন্দরে গুঞ্জন, অতীতে গিরিশ পার্ক থানায় অতিরিক্ত ওসি হিসেবে কর্মরত থাকার সময় শাসকদলের এক বিধায়কের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ তৈরি হয়েছিল। সেই ঘটনার জেরেই তাঁকে দ্রুত দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করছেন বাহিনীর একাংশ। যদিও এই দাবির কোনও সরকারি স্বীকৃতি নেই এবং প্রশাসনের তরফেও এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। লালবাজারের শীর্ষ কর্তাদের বক্তব্য, এই বদলি সম্পূর্ণ প্রশাসনিক কারণে করা হয়েছে এবং এর সঙ্গে অন্য কোনও বিষয় জড়িত নয়। তবে অভিজ্ঞ এক আধিকারিককে দায়িত্ব নেওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় বাহিনীর ভেতরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। অনেকের মতে, এমন সিদ্ধান্ত কর্মরত আধিকারিকদের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছে দিতে পারে। বিশেষ করে নারী নেতৃত্বকে উৎসাহিত করার যে বার্তা দেওয়া হয়েছিল, এই ঘটনার পর তা কিছুটা হলেও প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে। যদিও কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে এটিকে রুটিন প্রশাসনিক রদবদল বলেই ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, তবু এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ নিয়ে জল্পনা এখনও থামেনি। ফলে সিঁথি থানার ওসি পদে এই আকস্মিক পরিবর্তন আগামী দিনেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

## বেহালায় পুকুর দখল থেকে মারধর-শ্লীলতাহানি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ জুলাই ২০২৬ ঃ বেহালার ১২৯ নম্বর ওয়ার্ডে একাধিক অভিযোগকে কেন্দ্র করে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়াল। মারধর, শ্লীলতাহানি এবং খুনের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এলাকার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর অঞ্জন দাসকে। তাঁর সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছেন স্থানীয় প্রোমোটার ভোলা সরকারও। দীর্ঘদিনের জমে থাকা অভিযোগের ভিত্তিতে আদালতের নির্দেশে পুনরায় তদন্ত শুরু হওয়ার পর শুক্রবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে অঞ্জন দাসকে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পর্ণশ্রী থানার পুলিশ। এই ঘটনায় ফের একবার আলোচনায় উঠে এসেছে বেহালার রবীন্দ্রনগর এলাকার পুকুর দখল এবং প্রোমোটারচক্রের বিরুদ্ধে ওঠা নানা অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রের দাবি, তৃণমূলের শাসনকালে রবীন্দ্রনগর এলাকার একটি বড় পুকুর দখল করে সেখানে নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, এই দখলদারির নেপথ্যে ছিলেন এলাকার এক প্রভাবশালী প্রোমোটার এবং তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে মদত দিয়েছিলেন তৎকালীন কাউন্সিলর অঞ্জন দাস। বর্তমানে ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অঞ্জন দাসের স্ত্রী সংহিতা দাস হলেও, স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত থেকে শুরু করে এলাকার নানা কর্মকাণ্ডে কার্যত অঞ্জন দাসেরই প্রভাব ছিল। অভিযোগ আরও, এলাকার প্রোমোটার সিন্ডিকেট পরিচালনায়ও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন এবং বিভিন্ন নির্মাণ ও জমি সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর নির্দেশেই কাজ চলত। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে কয়েক বছর আগে সরব হন এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ ছিল, সাধারণ মানুষের সম্পত্তি ও জলাশয় রক্ষার দাবিতে মুখ খুলতেই নানা ধরনের হুমকি ও চাপের মুখে পড়তে হয়। সেই সময় স্থানীয় বাসিন্দা সুশান্ত ঘোষ পুকুর দখলের অভিযোগ তুলে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। অভিযোগকারীর দাবি, ওই ঘটনার পর থেকেই তাঁকে লক্ষ্য করে একাধিকবার ভয়ভীতি দেখানো হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর উপর শারীরিক হামলা চালানো হয়। একই সঙ্গে তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগও ওঠে। যদিও দীর্ঘদিন ধরে সেই অভিযোগে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি বলে অভিযোগকারীর দাবি। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর ফের নতুন করে বিষয়টি সামনে আনেন সুশান্ত ঘোষ। তিনি অঞ্জন দাস-সহ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে নতুন করে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্তদের তালিকায় অঞ্জন দাস ছাড়াও বিপ্লব ঘটক, ভোলা সরকার, সন্তু দাস, উৎপল দে, চিত্তরঞ্জন দাস এবং মৃত্যুঞ্জয় দাসের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগে মারধর, শ্লীলতাহানি ও খুনের চেষ্টার মতো গুরুতর ধারাও যুক্ত করা হয়। একই সঙ্গে মামলার পুনরায় তদন্তের আবেদন জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন অভিযোগকারী। আদালত মামলাটির পুনর্তদন্তের নির্দেশ দিলে পর্ণশ্রী থানার এসআই কুণাল বারাইককে তদন্তভার দেওয়া হয়। তদন্তের অংশ হিসেবে গত ৮ জুলাই অভিযোগকারী সুশান্ত ঘোষ এবং তাঁর স্ত্রী বিজয়া ঘোষের বয়ান রেকর্ড করা হয়। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত তথ্য ও অভিযোগের ভিত্তিতে আদালতের প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে শুক্রবার রাতে অভিযানে নামে পুলিশ। গভীর রাতে অঞ্জন দাসকে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

# ডায়মন্ডহারবারে এক বিজেপি কর্মীকে অপহরণ ও মারধরের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালোএলাকায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ডায়মন্ডহারবার, ১১ জুলাই ২০২৬ ঃ এক বিজেপি কর্মীকে অপহরণ ও মারধরের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো ডায়মন্ডহারবারে। ডায়মন্ড হারবারে এক বিজেপি কর্মীকে অপহরণ করে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে আটকে রেখে মারধরের অভিযোগ উঠলো। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে ডায়মন্ড হারবার থানার পারুলিয়া মোড়ে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। জানা যায়, শনিবার দুপুরে শতাধিক বিজেপি কর্মী ও সমর্থক জাতীয় সড়কের উপর বসে পড়ে অবরোধ শুরু করেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, রাজদীপ ব্যানার্জি নামে এক বিজেপি কর্মীকে হরিণডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের পিছনে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখা হয়। সেখানে তাঁকে দীর্ঘক্ষণ ধরে মারধর করা হয়। অভিযুক্তরাই তাঁর মাথার ক্ষতস্থানে সেলাই করে এবং ইনজেকশন দেয়। পাশাপাশি ঘটনাটি যাতে বাইরে প্রকাশ না পায়, সেই উদ্দেশ্যে রাজদীপের পরিবারকেও হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন বিক্ষোভকারীরা। গুরুতর আহত অবস্থায় রাজদীপ ব্যানার্জিকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও পরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতার একটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন আছে বলে জানা গিয়েছে । ঘটনার প্রতিবাদে অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে ঘন্টা খানেক ধরে জাতীয় সড়ক অবরোধ চলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডায়মন্ড হারবার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিজেপি কর্মীকে মারধরের ঘটনায় ইতিমধ্যেই দু'জনকে আটক করা হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়ার পর অবরোধ তুলে নেন বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা।তবে কারা ও কেন এই কাজ করলো তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

# মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে সূর্য পুর পুলিশ ক্যাম্পের উদ্বোধন হয়ে গেল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর, ১১ জুলাই ২০২৬ ঃ মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে উদ্বোধন হলো সূর্যপুর পুলিশ ক্যাম্পের। বারুইপুর থানার সূর্যপুরে গত সপ্তাহে ঘটে যাওয়া গণ ধর্ষণ, গণ পিটুনি কান্ড নিয়ে রাজ্য তোলপাড় হয়ে যায়। গত মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বারুইপুরে গণধর্ষণে মৃত নাবালিকার পরিবার ও গনপিটুনিতে মৃতের পরিবারের সাথে কথা বলেন। তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। আর নির্যাতিতার বাবা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সূর্যপুরে একটি আউটপোস্টর আবেদন করে। আর মুখ্যমন্ত্রী তা এক সপ্তাহের মধ্যে চালু করার কথা ও দপন। আর সেই মতো ৫ দিনের মাথায় সেই আউটপোস্টের উদ্বোধন করে গেলেন শনিবার মুখ্যমন্ত্রী নিজে। সূর্যপুর ঘাট এলাকার একটি কমপ্লেক্স বাড়ি ভাড়া নিয়ে আপাতত চালু হলো এই ক্যাম্প। পরে নিজস্ব জায়গা কিনে সেখানে স্থানাতরিত হবে বলে জানা গেল। এদিনেরএই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী দীপংকর জানা, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডি.জি.পি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অরবিন্দ কুমার আনন্দ সহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন পুলিশ আধিকারিকবৃন্দ। এদিন বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে ক্যাম্পটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। উদ্বোধনী হওয়া এই পুলিশ ক্যাম্পে মহিলা সহায়তা কেন্দ্র এবং কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের জন্য আরও দ্রুত ও কার্যকর পরিষেবা নিশ্চিত করবে বলে জানা গেল। এই ক্যাম্পটি চালু হওয়ার ফলে পুলিশের টহলদারি বাড়বে, অপরাধ দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এবং যে কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে মানুষ তাৎক্ষণিক সাহায্য পাবে বলে এদিন জানাগেল। ক্যাম্পে পর্যাপ্ত পুলিশ কর্মী ও আধুনিক পরিকাঠামো রাখা হয়েছে, যাতে ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হয়। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা, দ্রুত পুলিশি সহায়তা এবং আইন-শৃঙ্খলা আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এই নতুন পুলিশ ক্যাম্প গঠন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেল।

# দমদম বিমানবন্দরের ভিতরে বাঁকড়া মসজিদে প্রবেশ বন্ধ, স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় বড় পদক্ষেপ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, ১১ জুলাই ২০২৬ঃ দমদম বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রায় ১৩৬ বছরের পুরনো গৌরীপুর জামে মসজিদ, যা স্থানীয়ভাবে 'বাঁকড়া মসজিদ' নামে পরিচিত, তার স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হল। শনিবার থেকে বিমানবন্দরের ভিতর দিয়ে মসজিদে প্রবেশের জন্য দেওয়া এন্ট্রি পাস সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে এদিন থেকেই মসজিদে নিয়মিত নামাজ আদায়ও স্থগিত রাখা হয়েছে। বিমানবন্দরের নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ পরিকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়টি মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই এলাকায় কৌতূহল এবং আলোচনা শুরু হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ ও নিরাপত্তারক্ষীদেরও মোতায়েন করা হয়। শনিবার সকালে এলাকায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক সৌরভ শিকদার। তিনি মসজিদে যাতায়াতকারী মানুষজন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে তিনি জানান, নিরাপত্তার গুরুত্ব বুঝে অধিকাংশ মানুষই এই পদক্ষেপকে সমর্থন করেছেন। তাঁর বক্তব্য, বিমানবন্দর একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর এলাকা। সেই কারণে নিরাপত্তার স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি তিনি সকলের উদ্দেশে আবেদন করেন, এই বিষয়টি নিয়ে যেন কোনওরকম উসকানি বা বিভ্রান্তি ছড়ানো না হয় এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা হয়। গৌরীপুর জামে মসজিদের ইতিহাস প্রায় দেড়শো বছরের কাছাকাছি। দীর্ঘদিন ধরে এই মসজিদে স্থানীয় মানুষ নামাজ আদায় করে আসছেন। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দমদম বিমানবন্দরের পরিসর বৃদ্ধি এবং বিমান চলাচলের প্রয়োজনীয়তা বাড়তে থাকায় মসজিদটির অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা শুরু হয়। বর্তমানে বিমানবন্দরের অভ্যন্তরেই অবস্থিত এই মসজিদে পৌঁছতে হলে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হত। বিরাটি সংলগ্ন বাঁকড়া এলাকার দিক থেকে নির্দিষ্ট একটি প্রবেশপথ ব্যবহার করে যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হত। প্রবেশের সময় নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে পরিচয়পত্র, বিশেষ করে আধার কার্ড, দেখিয়ে এন্ট্রি পাস সংগ্রহ করতে হত। এরপর বিমানবন্দরের ভিতরের প্রায় আড়াই কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে মসজিদে পৌঁছতে হতো। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের মতে, এই যাতায়াত ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই নিরাপত্তা সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছিল। যেহেতু সাধারণ মানুষকে বিমানবন্দরের সুরক্ষিত অংশের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করতে হতো, তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থার ডঙ্খপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হচ্ছিল। এছাড়াও বিমান চলাচলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও মসজিদের বর্তমান অবস্থান একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে উঠে আসে। দমদম বিমানবন্দরে বর্তমানে দুটি রানওয়ে রয়েছে। প্রধান রানওয়েটি দিয়ে অধিকাংশ যাত্রীবাহী ও বড় বিমান ওঠানামা করে। দ্বিতীয় রানওয়েটি তুলনামূলকভাবে ছোট হলেও জরুরি পরিস্থিতি এবং বিশেষ প্রয়োজনে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিমান চলাচল বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রধান রানওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হলে দ্বিতীয় রানওয়ের পূর্ণ ব্যবহার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ওই রানওয়ের খুব কাছেই বাঁকড়া মসজিদের অবস্থান থাকায় বড় বিমান পরিচালনা এবং রানওয়ে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যা তৈরি হচ্ছিল। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের দাবি, নিরাপদ বিমান চলাচল নিশ্চিত করতে দ্বিতীয় রানওয়ের সম্প্রসারণ অত্যন্ত জরুরি, আর সেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও বর্তমান অবস্থানে থাকা মসজিদটি একটি বড় বাধা হয়ে রয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে গত কয়েক দশক ধরে প্রশাসন, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং মসজিদ কমিটির মধ্যে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। কিন্তু নানা কারণে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়নি। সম্প্রতি প্রশাসনিক স্তরে বিষয়টি নতুন করে গুরুত্ব পায়। উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসকের দপ্তরে স্থানীয় বিধায়ক, প্রশাসনের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি মসজিদ কমিটির সদস্যদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে একটি বিশেষজ্ঞ দল মসজিদ পরিদর্শন করে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে। এরপর বিমানবন্দর নিরাপত্তা কমিটির বৈঠকেও বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সেই বৈঠকগুলির পর ধাপে ধাপে স্থানান্তর প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। এর আগে মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকেও স্পষ্ট জানানো হয়েছিল, তারা কোনওভাবেই চান না যে মসজিদের কারণে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা বা বিমান চলাচলে কোনও ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টি হোক। কমিটির বক্তব্য ছিল, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বিমানবন্দরের বাইরে আরও বড় ও উন্নত পরিকাঠামোসহ একটি নতুন মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছে। তবে বিষয়টি ধর্মীয় এবং সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় সমস্ত দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলেও তারা জানিয়েছিল। শনিবার থেকে এন্ট্রি পাস এবং নামাজ আদায় বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে অনেকেই স্থানান্তর প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিক সূচনা হিসেবে দেখছেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

# দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২২১ সংখ্যা, রবিবার, ২৭ আষাঢ়, ১৪৩৩

## স্বাধীন ভারতে অবহেলিত শহিদ

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা ও বিপ্লবীদের ঐতিহাসিক আত্মবলিদান। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জুলাই লাহোরের পুন্চ হাউসে এক বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে শুরু হয় ঐতিহাসিক দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা। এই মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছিল ভগৎ সিং, সুখদেব থাপার, শিবরাম রাজগুরু, বটুকেশ্বর দত্ত, যতীন দাস, জয়দেব কাপুর, শিব বর্মা, গয়াপ্রসাদ এবং কমলনাথ তেওয়ারীসহ হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের একঝাঁক তরুণ বিপ্লবীকে। তাঁদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং স্যান্ডার্স হত্যার মতো গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছিল। যতীন দাসের ঐতিহাসিক অনশন ও আত্মত্যাগ মামলা চলাকালীন জেলে ভারতীয় রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর ব্রিটিশদের অমানবিক আচরণ ও বৈষম্যের প্রতিবাদে বিপ্লবীরা আমরণ অনশন শুরু করেন। ইউরোপীয় বন্দীদের মতো ভারতীয় বিপ্লবীদেরও যেন সমান অধিকার, ভালো খাবার, পরিচ্ছন্ন পোশাক এবং পড়ার জন্য বই দেওয়া হয়;এটাই ছিল অনশনের মূল দাবি। এই অনশনে শামিল হয়ে অবিভক্ত বাংলার তরুণ বিপ্লবী যতীন দাস (যতীন্দ্রনাথ দাস) এক নজিরবিহীন প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ব্রিটিশ সরকারের জোর করে খাওয়ানোর (Force feeding) সমস্ত নিষ্ঠুর চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে, দীর্ঘ ৬৩ দিনের ঐতিহাসিক ও কষ্টসাধ্য অনশনের পর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর লাহোর বোরস্টল জেলে মাত্র ২৪ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর এই মহৎ আত্মত্যাগ সারা ভারতের বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছিল এবং লাহোর থেকে কলকাতা পর্যন্ত তাঁর শবযাত্রায় লাখ লাখ মানুষের ঢল নেমেছিল। ট্রাইব্যুনালের রায় ও ফাঁসির আদেশ ঃ যতীন দাসের মৃত্যুর পর দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হলেও ব্রিটিশ সরকার দমে যায়নি। তারা ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া অ্যাক্টের অধীনে বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারি করে মামলার গতি বাড়িয়ে দেয়। অবশেষে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ অক্টোবর এই তথাকথিত লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। দীর্ঘ ৬৮ পাতার সেই রায়ে ট্রাইব্যুনাল ভগৎ সিং, সুখদেব এবং রাজগুরুকে ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত করে। এই অন্যায় রায়ের খবর ছড়িয়ে পড়তেই সমগ্র দেশজুড়ে তুমুল বিক্ষোভ, ধর্মঘট ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন আছড়ে পড়ে। দেশের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই ফাঁসি রদের দাবি জানান। কিন্তু সমস্ত আবেদন-নিবেদন ও গণবিক্ষোভকে উপেক্ষা করে, নির্ধারিত সময়ের ১১ ঘন্টা আগেই ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার মুখে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে এই তিন বীর বিপ্লবীকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ভারতের স্বাধীনতা লাভ কিন্তু শুধুমাত্র অহিংসা সংগ্রাম করে হয়নি। বহু বিপ্লবীরা ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন বা শহিদ হয়েছিলেন আজকে স্বাধীন ভারতে তাদের নাম কেউই স্মরণ করে না বা শ্রদ্ধা জানায় না।

## '৪৭ -এর দাঙ্গায় প্রাণ গেল

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু বোমা, গুলি আর ফাঁসির দড়িতে সীমাবদ্ধ ছিল না। এটি ছিল আত্মত্যাগ, বিশ্বাস আর নিরন্তর সংগ্রামের এক দীর্ঘ ইতিহাস। এই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকা উচিত, তাঁদের মধ্যে এক অনুল্লেখিত কিন্তু অসাধারণ বিপ্লবীর নাম সুশীল দাশগুপ্ত। তিনি ছিলেন সেই মানুষ, যিনি প্রথমে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে লড়াই করেছিলেন, আবার দেশভাগোত্তর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শান্তি ফেরাতে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেন। সুশীল দাশগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৬ সালের ১০ জুলাই, তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের বরিশাল জেলায় (বর্তমান বাংলাদেশে)। পিতার নাম ছিল অন্নদাচরণ দাশগুপ্ত। কৈশোরেই তিনি রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জন করেন এবং দেশমাতৃকার মুক্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি যুগান্তর দলের সদস্য হিসেবে ব্রিটিশবিরোধী কর্মকাণ্ডে সক্রিয় হন। ১৯২৯ সালে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা পুঠিয়া ডাকঘর ডাকাতি অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এই ঘটনার মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের অর্থনৈতিক শিরদাঁড়া ভেঙে দেওয়া এবং বিপ্লবের জন্য অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ। সুশীলের এই সাহসিকতা প্রশাসনের নজরে আসে, এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ডাকাতির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে তাঁকে পাঠানো হয় ব্রিটিশদের কুখ্যাত আন্দামানের সেলুলার জেল-এ। এখানেই শুরু হয় তাঁর জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার, অথচ সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। বন্দিদের সঙ্গে অমানবিক ব্যবহার, চরম মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার, প্রতিদিন নারকেল তেল ভাঙা, গরম কড়াইয়ের ধোঁয়া;সব মিলিয়ে জেলটি ছিল এক জীবন্ত নরক। ১৯৩৩ সালে সুশীল দাশগুপ্তসহ বহু বিপ্লবী বন্দী এই অমানবিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল অনশন ধর্মঘট করেন। এই অনশন আন্দোলন দেশজুড়ে আলোড়ন তোলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধীর মতো নেতারা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হন। ফলস্বরূপ, ১৯৩৭ সালে অনেক বন্দিকে মূল ভূখণ্ডে ফিরিয়ে আনা হয়। ১৯৪৩ সালে সুশীল দাশগুপ্ত মুক্তি পান। কিন্তু তাঁর সংগ্রাম এখানেই থেমে যায়নি। বরং এবার তিনি সামাজিক পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৬ এবং ৪৭ সালে ভারতের বিভাজনের সময়, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা যখন দহনচিত্র হয়ে উঠেছে, তখন তিনি শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দাঙ্গা থামাতে রাজপথে নেমে পড়েন। ১৯৪৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, দেশভাগ-পরবর্তী কলকাতা উত্তাল সাম্প্রদায়িক হিংসায়। সেদিন পার্ক সার্কাস এলাকায়, দাঙ্গা থামাতে নিরস্ত্র অবস্থায় যান সুশীল দাশগুপ্ত। উন্মত্ত দাঙ্গাকারীদের হাতে সেদিন তাঁর নৃশংসভাবে হত্যা হয়। তিনিই স্বাধীন ভারতের শান্তির জন্য প্রাণ দিলেন।

## শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

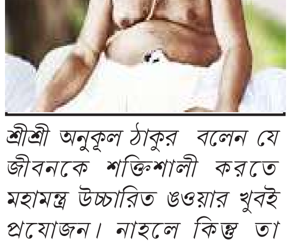

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে জীবনকে শক্তিশালী করতে মহামন্ত্র উচ্চারিত ওওয়ার খুবই প্রযোজন। নাহলে কিন্তু তা কোনও সময়ে মানব সমাজের কাজে লাগবে না। মানব সমাজকে রক্ষা তরত গেলে সেবা করতে গেলে প্রযোজন মানবিকতা। সেই মানবিকতাকে তৈরি করতে হবে। বিশ্ব মানবাবাদের প্রচার করতে হবে। তবেই মানুষ সঠিক পথে চলবে। মায়ের প্রতি ভরসা রাখতে হবে। তিনি ঠিক সময় হলে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করবেন। সন্তানদের বলতে হবে না। মা তাঁর নিজের ইচছাতে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করে থাকেন।

## মা সারদা দেবী

মা সারদা দেবী বললেন, মাতা শক্তির পুজারি হচ্ছে বেদ বেদান্ত। এ সময়ে বেদ পড়া একেবারে নিষিদ্ধ ছিল মহিলাদের। কিন্তু বেদ পড়ার সবার অধিকার রয়েছে। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই ধী শক্তি লাভ করা সম্ভব। আসলে আমরা ধী শক্তিকে অভ্যস্ত নই। ধী শক্তি না থাকলে সংগ্রাম করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিপদে ধী শক্তি থাকার খুবই প্রয়োজন আছে। এই ধী শক্তি লাভ হয় মাতৃশক্তির মধ্যে দিয়ে। মা সারদা দেবী বলেন, মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের ওপরে নির্ভর করে জীবন যাপন করেন। মাতা সন্তানদের লালন পালন করে জীবন অতিবাহিত করেন। মা তাঁর সর্ব শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়।

# রক্ষণশীলদের এড়িয়ে মহিলা স্কুল প্রতিষ্ঠায় বেথুন

**রবীন্দ্রকুমার শীল**

জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (১৮০১-১৮৫১) ১২ জুলাই ১৮০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন ইংরেজ শিক্ষাবিদ, গণিতবিদ এবং বহুভাষী, যিনি ভারতে নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য পরিচিত। তিনি কলকাতায় ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের (বেথুন স্কুল নামে পরিচিত) প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যা এশিয়ার প্রাচীনতম মহিলা স্কুল হিসেবে বিবেচিত হয়। তিনি ইংল্যান্ডে একজন আইন

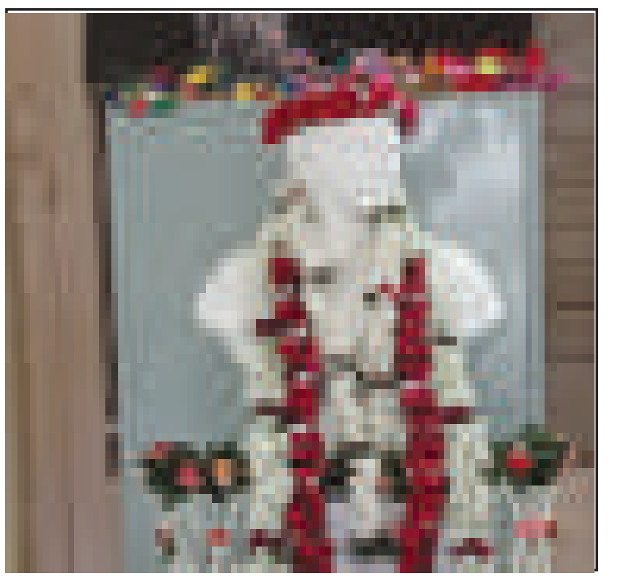

জীবী হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন এবং গভর্নর জেনারেলের মন্ত্রী পরিষদের আইন সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হয়ে ভারতে আসেন। নারী শিক্ষার প্রসারে তার প্রচেষ্টাকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বাংলা নবজাগরণের অন্যান্য সদস্যরা সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছিলেন। শৈশবের জীবন ঃ বেথুন ইংল্যান্ডের ইলিং -এ জন্মগ্রহণ করেন , তিনি ছিলেন জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের জ্যেষ্ঠ পুত্র । তিনি কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে অধ্যয়ন করেন, যার পরে তিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পরামর্শদাতা হিসাবে নিযুক্ত হন। এই পদে থাকাকালীন তিনি পৌর সংস্কার আইন, দশমাংশ বিনিময় আইন এবং কাউন্টি আদালত আইন সহ অনেক গুরুত্ব পূর্ণ সংস্কারের খসড়া তৈরি করেন। ১৮৪৮ সালে, তিনি ভারতের সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হন এবং পরবর্তীতে শিক্ষা পরিষদের সভাপতি হন। বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠা ঃ দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জি, রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মদন মোহন তর্কালঙ্কারের সমর্থনে বেথুন ১৮৪৯ সালে কলকাতা ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুলটি মুখার্জির বৈঠখানার (বর্তমানে বৌবাজার নামে পরিচিত) বাড়িতে ২১ জন ছাত্রী ভর্তি নিয়ে শুরু হয়েছিল। পরের বছর, ছাত্রসংখ্যা বেড়ে ৮০ জনে দাঁড়ায়। নভেম্বরে, কর্নওয়ালিস স্কোয়ারের পশ্চিম দিকে একটি জমিতে, একটি স্থায়ী স্কুল ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। পাথরে বসানো তাম্রফলকে এবং এই অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি আনুষ্ঠানিক রূপার কর্নিকটিতে 'হিন্দু মহিলা স্কুল' নামটি খোদাই করা হয়েছিল। যাইহোক, ১৮৫১ সালের আগস্টে বেথুনের মৃত্যুর পর স্কুলের প্রতি সমর্থন কমে যায়। ১৮৫৬ সালে সরকার এটি অধিগ্রহণ করে এবং ১৮৬২-৬৩ সালে এর প্রতিষ্ঠাতার নামে এর নামকরণ করে বেথুন স্কুল। ১৮৭৯ সালে, এটি বেথুন কলেজে রূপান্তরিত হয়, যা ছিল এশিয়ার প্রথম মহিলা কলেজ। মৃত্যু ও দাফন ঃ জন এলিয়ট বেথুন ১৮৫১ সালের ১২ আগস্ট কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে লোয়ার সার্কুলার রোড কবরস্থানে দাফন করা হয়।

কলকাতায় বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে একটি খুব ছোট মহিলা বিদ্যালয় কলকাতায় ছিল। সেই বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন ব্রাহ্ম দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং মনমোহন ঘোষ এবং রামগোপাল ঘোষরা। সেই মহিলা স্কুল ছিল ২২ নম্বর বেনিয়াপুকুর লেনে। 'হিন্দু মহিলা স্কুল' নামে পরিচিত ছিল। ইংরেজিতে লেখা ছিল 'হিন্দু স্কুল ফর লেডিস''। কলকাতায় অবস্থিত পুরুষ হিন্দু স্কুলের আদলে মহিলাদের জন্য এই গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছিলেন দ্বারকানাথ, মনমোহন, রামগোপাল এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তবে এই স্কুলের প্রাণপুরুষ ছিলেন শিক্ষক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও মিস অ্যাক্রয়েড। ছাত্রী সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। প্রচারও বেশি ছিল না। তৎকালীন হিন্দু সমাজ মনে করতো এটা হচ্ছে ব্রাহ্মদের পরিচালিত একটি মহিলা পাঠশালা। সেখানে শুধু মাত্র ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত সম্প্রদায়ের মেয়েদের শিক্ষা দান করার ব্যবস্থা করা হয়। তবে এই স্কুলে সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য উন্মুক্ত করা হলেও সেখানে কেবল মাত্র ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত পরিবারের মেয়েরা পাঠ গ্রহণ করতো। এই বিদ্যালয়ে থাকার ব্যবস্থাও ছিল। মেয়েরা সেখানে থেকেই পড়াশুনা করতো। তবে এই স্কুল নিয়ে সেই সময়ে হিন্দু সমাজ বেশি মাথা ঘামায় নি। এই স্কুলের ব্যয়ভার বহন করতো সেই সময়ে বেশ কয়েকজন ধনী ব্যক্তিরা। তাদের আর্থিক সহায়তার ওপরে নির্ভর করে এই স্কুল পরিচা লিত হতো। তারপরে মহিলা স্কুল স্থাপিত হল ১ জুন, ১৮৭৬ সালে। 'হিন্দু মহিলা স্কুল' থেকে একুট উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার দেওয়ার কথা চিন্তা করে বালিগঞ্জ রোডে 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' স্থাপন করা হলো। একটি পুরানো দোতলা বাড়িতে এই বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। এই বিদ্যালয় একেবারে আধা সাহেবি পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সেখানকার শিক্ষা পরিবেশ উন্নত হতে থাকে। 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' ছত্রীদের সঙ্গীত চর্চা করতে হতো। হাতের কাজ শিখতে হতো। একটি মেয়েকে শুধু মাত্র পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ব্রাহ্ম ধর্মের লোকেরা এগিয়ে এসেছিলেন। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-এর প্রতিষ্ঠিত 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর সদস্যরা। তাঁরা মহিলা শিক্ষা ব্যাপারে সরকারকে সহযোগিতা করার কথা ভাবতে থাকে। স্কুলের মেয়েরা যাতে সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারে তার দিকে বেশি করে খেয়াল রাখতেন মিস অ্যাক্রয়েড । তিনি তখন স্কুল পাঠের পর পিয়ানো বাজিয়ে মেয়েদের সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। সেই সময়ে ব্রাহ্ম সঙ্গীত এবং ইউরোপীয় যন্ত্র সঙ্গীতের সুর শেখানো হতো। মেয়েরা সমাবেত কণ্ঠে রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত ব্রাহ্ম সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। এছাড়া ইউরোপীয় ঘরানায় সঙ্গীত চর্চাও ছিল। মেয়েদের নৃত্য শিখতে হতো। তারা নৃত্য পরিবেশন করতেন কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে। পৌষ মেলা, নববর্ষ এবং বসন্ত উৎসব নিউ ইয়ার'স ডে পালন করা হতো। এই বালিগঞ্জ এলাকায় এই স্কুল প্রতিষ্ঠা হওয়াতে সাড়া ফেলে দিয়েছিল বাংলার শিক্ষিত মহলে। তখনকার সময়ে কলকাতার ধনীরা এই স্কুলকে আর্থিক সহায়তা করতো। ঠাকুর বাড়িও তার থেকে পিছিয়ে ছিল না। সেই সময়ে 'ইয়ং বেঙ্গল' এর সদস্যরা নারী শিক্ষায় উঞ্ওসাহী ছিল। তাঁরা সব সময়ে সমাজ যাতে রক্ষণশীলতা থেকে বের হয়ে উদার এবং যুক্তিবাদী হতে পারে তার দিকে বিশেষ করে নজর দিতে শুরু করে। সংস্কার মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যরা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে। ঠিক সেই সময়ে এসে উপস্থিত হলেন বাংলায় গর্ভনর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি। তাঁর আগে ভারতের প্রথম গর্ভনর জেলারেল হিসাবে এসে উপস্থিত হন উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক (১৮২৮ সালে)। তিনি সতীদাহ প্রথা রোধ করেন (১৮২৮ সালের ৪ ডিসেম্বর)। তাঁর আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল মহিলা ভ্রূণ হত্যা করা চলবে না। নিষিদ্ধ করেছিলেন কন্যা ভ্রূণ হত্যা। সদ্য জন্ম নেওয়া কন্যাদের হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছিলেন। পাশাপাশি দেবীর সমানে মানব বলিও নিষিদ্ধ করেন। হিন্দু মহিলাদের সামাজিক আঘাত থেকে যাতে রক্ষা পেতে পারে তার দিকে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন লর্ড ডালহৌসি। কলকাতায় ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন উপস্থিত হন ১৮৪৮ সালে। তিনি একটি মহিলা স্কুল খোলার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠেন। সেই সময়ে উদারপন্থী হিন্দু সমাজপতিদের মতামত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। মহিলাদের স্কুল খুলতে গেলে সমাজ বিদ্রোহ শুরু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল এবং এতে কোম্পানি শাসনও বিপন্ন হতে পারে। সেই কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে একজন দক্ষ সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সহযোগিতা নেওয়া হবে মহিলা স্কুল খোলার জন্য। সরকার থেকে সব রকমের সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন গর্ভনর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি। তিনি বেথুনকে স্কুল গড়ার সবুজ সঙ্কেত দিলেন। বেথুনের লক্ষ্য ছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এ ব্যাপারে লিপ্ত করার। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু রকম কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তার ফলেই তিনি সরাসরি বেথুন স্কুল নির্মাণে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু তঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার বেথুন সাহেবকে স্কুল গড়ার জন্য সব রকমের সহযোগিতা করেন। সংস্কৃত পণ্ডিত মদনমোহন শাস্ত্র খুলে দেখিয়ে বলেন যে মহিলাদের শিক্ষা গ্রহণে কোনও বাধা নেই। ভারতের প্রাচীন যুগেও মহিলা শিক্ষা গ্রহণ করে মহীয়সী হয়েছেন। বেদের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মহিলাদের শিক্ষা দান করার বিষয়টি। সমাজ বাধা দিতে শুরু করে দিয়েছ তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মহিলা যদি শিক্ষিত হয়ে পুরুষদের অধিকারকে ছিনিয়ে নেয় তাহলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বিপদের মুখে পড়তে পারে। সেই কারণে মহিলাদের শিক্ষা অধিকারকে ধামা চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে শুধু মাত্র ধর্মের জিগির তুলে। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মহিলাদের শিক্ষা গ্রহণকে সমর্থন করতেন।

# ভারতের বিজ্ঞান চর্চায় রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু

**পরমব্রত দাস**

বাগবাজারের খ্যাতনামা চিকিৎসক, সাহিত্যিক পশুপতি ভট্টাচার্য কালাজ্বরে আক্রান্ত হলেন। তখন কালাজ্জরের কোনও ওষুধ নেই। সবাই বলতে লাগল পশুপতি মরে যাবে। অনেকের মত হয়ত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুও ভেবেছিলেন পশুপতিও মরে যাবে! প্রায় তিনি পশুপতি ভট্টাচার্যের কাছে আসতেন,তাঁর বিছানায় বসে কেবল হাসির গল্প শোনাতেন। অনেকে ছোঁয়াচ লাগার ভয়ে ডাঃ ভট্টাচার্যের বিছানার কাছে আসত নাঙ্ধ কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ বসু অম্লান বদনে এসে ধপ করে বসে পড়তেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য কালাজ্বরে মারা গেলেন না, সেরে উঠলেন। সাহিত্যচর্চা শুরু করলেন। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বিবাহে তিনি একটি গদ্যকবিতা লিখেছিলেন। আসলে সত্যেন বোস কি শুধু বিজ্ঞানী! বোধহয় নয়! তিনি দার্শনিক-বিজ্ঞানী। যেমন ছিলেন আইনস্টাইন। আরো ভাল ভাবে বললে বলা যায় বাঙালি বিজ্ঞানী। বরাবর বলতেন, বাংলা ভাষাতে বিজ্ঞান শেখাও। বলতেন, মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিখলে অধিকাংশ মানুষ শিখতে পারবেন। ঢাকায় তৈরি 'বারোজনা' ক্লাবের অন্যতম সদস্য ছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। অন্নদাশঙ্কর সত্যেন বসুর থেকে দশ বছরের ছোটঙ্ধ 'বারোজনা' ছিল বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে উদীয়মান সাহিত্যিকদের মিলনক্ষেত্র। সত্যেন্দ্রনাথের ইতিহাস পড়ার গভীরতা ও নিষ্ঠা অন্নদাশঙ্করকে মুগ্ধ করেছিল। ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস পড়েছেন তর্জমায় নয়, মূল ফরাসি থেকে পড়েছেন। অন্নদাশঙ্কর নিজে বলেছেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু খুব ভাল সংস্কৃত জানতেন,ততটা তিনি জানতেন না। হিন্দু স্কুলে অঙ্কের শিক্ষক উপেন্দ্রনাথ বক্সী তাঁকে ১০০ নম্বরের মধ্যে ১১০দিয়েছিলেন। একবার হল কি সত্যেন্দ্রনাথ তখন প্রেসিডেন্সির ছাত্র গণিতের অধ্যাপক বোর্ডে অঙ্ক কষা শুরু করেছেন লক্ষ করলেন সত্যেন পিছনের বেঞ্চিতে বসে এক সহপাঠীর সঙ্গে গল্পরত। অধ্যাপক মশাই তাঁকে ডেকে বোর্ডে অঙ্ক কষে দিতে বললেন ভেবেছিলেন সত্যেনকে জব্দ করা যাবে। কিন্তু ফল হল উল্টো সত্যেন্দ্রনাথ সাথে সাথে সেই অঙ্ক কষে ফেললেন। সত্যেন্দ্রনাথ যখন যে শ্রেণিতে পড়তেন,শুধু সেই শ্রেণির নয় তার চেয়ে দু'এক ধাপ উঁচু শ্রেণির গণিতের পাঠ্য তাঁর পড়া হয়ে থাকত। তেমন তিনি তাঁর সহপাঠীদের ও নিচের শ্রেণির ছাত্রদের কয়েকজনকে অঙ্ক করা শিখিয়ে দিতেন। আবার তাঁর চেয়ে উপরের শ্রেণির ছাত্রদের অঙ্ক কষায় সাহায্য করতেন।

কিংবদম্তি আইনস্টাইনকে অনুসরণ করেছেন পৃথিবীর বহু বিজ্ঞানী সেই আইনস্টাইনকে ১৯২৪ সালে মুগ্ধ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর মৌলিক গবেষণায়। জহুরী জহর চেনে বিজ্ঞান জগতে সত্যেন বসুর প্রবন্ধটির তাৎপর্য অনুধাবন করে ইংরেজি থেকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে বিখ্যাত জার্মান পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলেন প্রকাশের জন্য। এভাবে গড়ে উঠেছিল 'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন'। পরবর্তী কালে মূল রচয়িতার নাম অনুসারে 'বোস সংখ্যায়ন' নামে সুপরিচিত। প্রতিভা যে ধরনের হোক তার স্ফুরণ হয় সাধনায়। সত্যেন্দ্রনাথের সাধনা শুরু হয়েছিল ছাত্রজীবন থেকে। তাঁর সাধনার সহায় প্রখর স্মৃতিশক্তি যা প্রায় কিংবদন্তির পর্যায় পড়ে। জীবনের শেষ ভাগে সত্যেন্দ্রনাথ যে মাতৃভাষা তথা বাংলায় বিজ্ঞানের প্রসার ও প্রচারের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন তার মূলে ছিল দেশ ও ভাষার প্রতি তাঁর সুগভীর ভালবাসা। আলোচনা শুরু হয়েছিল দাদাকে নিয়ে শেষ করব ভাইকে নিয়ে। ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য-এর ভাই গিরিজাপতি দাদার মত ভাই সাহিত্য চর্চা করতেন,ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞান গবেষক। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি ক্যালকাটা সোপ ওয়ার্কসে 'নিমলিন' 'ডালি', 'বাংলা গোলা',নামে কয়েকটি জনপ্রিয় সাবান তৈরি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি যে সাবান তৈরি করে দিয়েছিলেন কবি তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'তরলা'।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যেন বোসকে খুবই ভালোবাসতেন। সেই কারণে তিনি তাঁর লেখা 'বিজ্ঞান পরিচয়' নামক বইটি সত্যেন বোসকে উৎসর্গ করেছিলেন। কবিগুরু কবি রূপে পরিচিত হলেও তিনি ছিলেন বিজ্ঞান সাধক। তাঁর নিকট বন্ধু ছিলেন আইনস্টাইনষ তাঁর সঙ্গে কবিগুরু বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা হতো। ভারতের বিজ্ঞান চর্চার অগ্রগতি কোন পথ ধরে এগোতে থাকবে তা নিয়ে তিনি আইনস্টাইনের সঙ্গে আলোচনা করতেন। আচার্য জগদীশ বোসের সঙ্গে কবিগুরু ভারতের বিজ্ঞান চর্চা নিয়ে বহু আলোচনা করেছেন। এমনকী আচার্য প্রফুল্ল রায়ের সঙ্গে কবিগুরু বিজ্ঞান চর্চার নিয়ে বিশদে আলোচনা করেন। ভারতে বিজ্ঞান চর্চার উন্নতি করতে হবে এই চিন্তা কবিগুরুর মধ্যে প্রশমিত ছিল।

# ভারতের বিজ্ঞান দূত আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু

**কেদারনাথ সরকার**

জগদীশচন্দ্র বসু কী করেছিলেন? গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেছিলেন। আর কী করেছিলেন? রেডিও আবিষ্কার করেছিলেন। মার্কনি নামে এক ইতালির 'মাফিয়া' বিজ্ঞানী সেটা চুরি করে নেন। কেন? আসলে জগদীশ আত্মভোলা ছিলেন তো, উনি পেটেন্ট ফেটেন্ট পছন্দ করতেন না। কোনোদিন নিজের আবিষ্কারের পেটেন্ট নেননি। বিদেশের সাহেবরা তাঁকে সম্মান দিল না বাঙালি বলেই।

আজ জগদীশ চন্দ্রের জন্মদিনে ফেবুর পাতা ভরে যাবে এইসব আলোচনায়। তাদেরই বা দোষ দিই কী করে? এই হল জগদীশচন্দ্র নিয়ে আমাদের আম জনতার মতামত। তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু যখন দেখি এই প্রতিটা ভুল কথা শিশুদের বইতে ঠাঁই পাচ্ছে, তখন ভয় হয় বৈকি! এক এক করে বলি।

প্রথমত, গাছের প্রাণ আছে এটা জগদীশচন্দ্রের জন্মের বহু আগে বিজ্ঞানীরা বলেছেন। আরিস্টটল থেকে ভারতের অথর্ববেদ অবধি। এই নিয়ে কারও কোনো সংশয় ছিল না। তাহলে জগদীশচন্দ্র করলেন কী? ক্রেসকোগ্রাফ যন্ত্র বানালেন। এতে গ্রাফিক্যালি দেখানো গেল যে, প্রাণীর মতো উদ্ভিদও উত্তেজনায় সাড়া দেয়। শুধু দেয় এটা দেখিয়েই ক্ষান্ত হলেন না তিনি। কতটা আঘাতে কতটা সাড়া দেয় ( মানে মানুষ হলে চিমটি কাটা আর মারধোরের সাড়া এক হবে না) সেটাও দেখালেন। ভাবলেই বোঝা যাবে কী অভূতপূর্ব এই আবিষ্কার।

১৬৬৫ সালে রবার্ট হুক নামে এক ভদ্রলোক প্রথম উদ্ভিদ কোষ দেখেন। ১৮৩৮ সালে স্লাইডেন ও সোয়ান কোষের থিওরি দেন। তাতে প্রাণী ও উদ্ভিদ দুই কোষের কথাই আছে। জগদীশচন্দ্র যেটা আবিষ্কার করেছেন, বিজ্ঞানীরা তাঁকে বলেন Plant perception বা সংবেদনশীলতা। প্রাণের সঙ্গে এর বিস্তর তফাত।

দ্বিতীয়ত, গোটা রেডিও জগদীশচন্দ্র কোনোদিন আবিষ্কার করেননি। যে যাই বলুক। যেটা করেছিলেন সেটা হল বেতার সংকেত রিসিভ করার

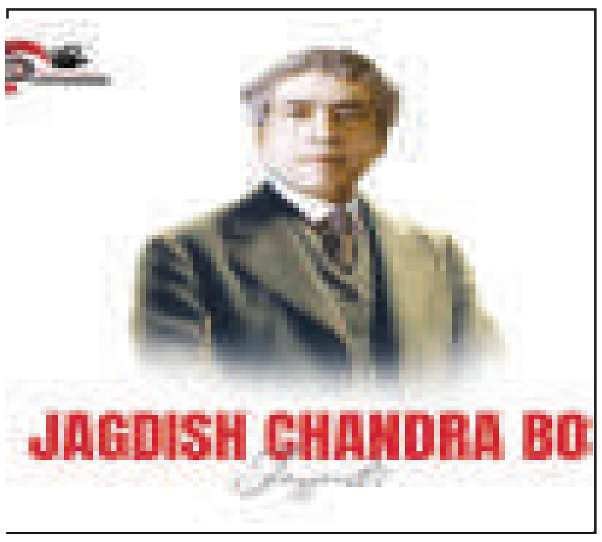


জন্য যে রিসিভার ব্যবহার হত, তাকে বলত কোহেরার। অনেক বিজ্ঞানীই এই কোহেরার তৈরির চেষ্টা করেছিলেন আগেই। জগদীশ বোস প্রথম পারদের সাহায্যে সফল ও উন্নত এক কোহেরার তৈরি করেন যা তখনকার দিনে সেরা ছিল। এমনকি তিনি সেটা জার্নালে 'নিজের নামে' প্রকাশও করেন।

ঠিক এই জায়গায় জগদীশ ভুলটা করে বসেন। যারা একটুও বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করি, তাঁরা জানি, পেপার পাবলিশ মানেই তোমার তথ্য পাবলিক ডোমেনে সবার জন্য চলে এল। এবার এটা যে কেউ ব্যবহার করতে পারে। তাই সেটা আটকাতে আগে পেটেন্ট নিয়ে নিতে হয়। পেপারে তখন সব না বলে শুধু পেটেন্ট নম্বরটা দিলেই চলে। এটা জগদীশের ভুল। আর একবার জার্নালে বেরোতেই মার্কনি নড়ে চড়ে বসলেন। তিনিও একই ধরনের কাজ করছিলেন। আটকা চ্ছিল একটা জায়গাতেই। ভাল রিসিভার পাচ্ছিলেন না। বোসের পেপার পড়ে তিনি সেই পদ্ধতিতে মার্কারি কোহেরার বানালেন আর তা দিয়ে আটলান্টিকের এপার থেকে ওপারে বেতার তরঙ্গ পাঠালেন। মার্কনির রেডিওতে যা যা অংশগুলি ছিল সেগুলো হল, এন্টেনা, ট্রান্সমিটার, ডায়োড, টারনিং কয়েল, এমপ্লিফায়ার আর রিসিভার। এতগুলো জিনিসের সঠিক টিউনিং-এ রেডিও হয়।

যেটা আমার বক্তব্য, জগদীশচন্দ্র কোনোদিন সম্পূর্ণ বেতারযন্ত্র বানাননি। তিনি বানান বেতারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। এর কৃতিত্ব অবশ্যই তাঁকে দেওয়া উচিত ছিল। এটা মার্কনি দেননি। খারাপ করেছেন। কিন্তু মার্কনি কিছুই করেননি। গোটাটা জগদীশচন্দ্রের কাজ চুরি বললে মার্কনির প্রতি অবিচার করা হয়।

তৃতীয়ত, কথায় বলে ঘা খেয়ে শেখা। ১৯০৪ সালে জগদীশচন্দ্র যখন আবার একটি সলিড স্টেট ডায়োড ডিটেক্টার বানালেন তখন পেপার পাবলিশের আগেই তিনি তাঁর পেটেন্ট নিয়েছিলেন নিজের নামে। ফলে এর গোটা কৃতিত্ব তাঁকেই দেওয়া হয়। গ্যালিনার কেলাস দিয়ে এটি তৈরি করেন তিনি।

চতুর্থত, এবার আসি বাঙালির হাহাকারে। 'কেউ তাঁকে চিনল না'-তে। আসলে বাঙালিই তাঁকে চেনেনি। চিনলে জানত সমসাময়িক লর্ড কেলভিন মুক্তকণ্ঠে বলেছিলেন, "You are literally filled with wonder and admiration- allow me to ask you to accept my congratulations for so much success in the difficult and novel experimental problems which you have attacked." সেই ১৮৯৭-তে বেতারের কোহেরার আবিষ্কার নিয়ে ফরাসি আকাদেমি অফ সায়েন্স জানায় "the very first result of your researches testify to your power of furthering the progress of science. For my own part– I hope to take full advantage of the perfection to which you have brought your apparatus– for the benefit of Ecole Polytechnique and for the sake of furhter researches I wish to complete"

জগদীশচন্দ্র বসু এক বিরল প্রতিভা। নিজ গুণেই ভাস্বর। তাঁকে চিনতে গেলে তাঁর কাজেই তাঁকে মহান করা যায়। অন্যকে চোর অপবাদ না দিলেও চলে। ঠিক এই জায়গায় আমার ফাজলামোর ইচ্ছে চাগাড় দিয়ে উঠল। ধরা যাক কোন এক সমান্তরাল জগতে সত্যিই মার্কনী জগদীশ চন্দ্রের রেডিও চুরি করে নিজের নামে চালালেন। কেমন হবে সেটা? দেখা যাক। সে এক অশান্ত রাত্রি। শনিবারের রাত। বাইরে কেউ নেই। কালো মেঘে ঢাকা গোটা আকাশ। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা অবিশ্রান্ত ধারায় ঝরে চলেছে। মাঘের এই রাতে শীতের সঙ্গে বৃষ্টির এই মেলবন্ধনে ঠাণ্ডায় হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। কলকাতার রাস্তায় জল। জুড়ি গাড়িরা তাড়াতাড়ি বাড়ি পালিয়েছে। পাল্কিওয়ালারাও নেই। রাস্তায় নিকষ কালো অন্ধকার। তবু বহুদূর থেকে ক্ষীণ এক কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। ওটি বসুবাড়ি। ওই বাড়িতে আজ আনন্দের ছোঁয়া। জগদীশ সদ্য বানিয়েছেন তাঁর সাধের রেডিওখানি। তাঁরই সামনে বসে আছেন তাঁর স্ত্রী ও নিবেদিতা।

# বিজেপি সরকারের শিল্পনীতি

**রবীন্দ্রকুমার শীল**

পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করতেই তারা এখন পশ্চিমবঙ্গে শিল্প নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সিঙ্গুর থেকে টাটা চলে গিয়েছিল রাজনীতির কারণে। তারপর থেকে বড় কোনও শিল্পপতিরা পশ্চিমবঙ্গের দিকে ফিরে তাকায় নি। তবে বর্তমান বিজেপি সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যৌথভাবে উদ্যোগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নয়া শিল্প স্থাপন করবে। সেই দিকে লক্ষ্য রেছে পশ্চিমবঙ্গের কীভাবে পথ তৈরি করা যায় তা নিয়ে বিশদে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন যে নতুন রাজ্য সরকারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল পূর্ব ভারতে রাজ্যটিকে একটি পছন্দের বিনি য়োগের গন্তব্যে পরিণত করা।

একটি ইন্টারেক্টিভ অধিবেশনে বক্তৃতা করার সময়, শ্রী রায় বলেন, সরকার পাট ও চায়ের মতো ঐতিহ্যবাহী শিল্পের আধুনিকী করণে মনোযোগ দেবে, পাশাপাশি সেমি-কন্ডাক্টর এবং আল-এর মতো নতুন শিল্পকে উৎসাহিত করবে।

বণিক সভাগুলি এখন সরকারের নতুন শিল্প নীতি সম্পর্কে ওয়াকি বহাল হত চায়। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে মার্চেন্ট চেম্বারস অব কমার্স পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে বিনিয়োগ নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সেই কারণে এই বণিক সংস্থা একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল। সেই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য ও উদ্যোগের মন্ত্রী তাপস রায়। মন্ত্রী রায় বলেন যে পূর্ব ভারতে বিনিয়োগের পছন্দের গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলা হবে। MCCI এর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প, বাণিজ্য ও বিষ.ক আলোচনা সভায় মাননীয় মন্ত্রী শ্রী তাপস রায়কে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তারপরে তাজ বেঙ্গল-এ 'বাংলার অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা তিনি ব্যবসা সহজ করার ওপর জোর দেন। রাজস্ব সংহতি শিল্প নীতির কেন্দ্রবিন্দু হবে। খসড়া শিল্প নীতি শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। রাজ্যের শিল্প বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় অংশীদার হওয়ার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানান তিনি। তিনি বলেন, জাপানের মিতসুবিশির একটি প্রতিনিধিদল তার সাথে দেখা করেছে এবং পশ্চিমবঙ্গে একটি সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্ট স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে আগামি পাঁচ বছরে মধ্যে বেশ কয়েকটি আধুনিক শিল্প স্থাপন করা হবে। শিল্পপতি আদানি, আম্বানি ও টাটারা এ রাজ্যে শিল্প গড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। পশ্চিমবঙ্গকে শিল্প রাজ্য করা হবে। **(ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র )**

# মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর হুমায়ুন পুত্র কি রেজিনগর আসনে উপনির্বাচনে লড়বেন, বড় ঘোষণা করে দিলেন

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১১ জুলাই ঃ রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপ নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী জয়ী হলে সেখানকার মানুষ যা

চাইবেন তাই পাবেন। শুক্রবার রেজিনগরের তকিপুর হাই মাদ্রাসা ময়দানে একটি জনসভায় বক্তব্য রাখতে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এমন ভাষাতেই দলের হয়ে ভোট প্রচারের দামামা বাজিয়ে দিয়েছেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর প্রচার সত্ত্বেও রেজিনগর আসনটি 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র দখলে রাখার বিষয়ে সম্পূর্ণ আশাবাদী ওই কেন্দ্রে দলের সম্ভাব্য প্রার্থী হুমায়ুন কবীরের পুত্র গোলাম নবী আজাদ রবিন। বিধানসভা নির্বাচনে হুমায়ুন কবীর'র 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র প্রতীকে নওদা এবং রেজিনগর দু'টি আসনে লড়াই করে জয়ী হন। যদিও পরবর্তীকালে হুমায়ুন রেজিনগর আসনটি ছেড়ে দেন এবং ঘোষণা করেন ওই আসনে তাঁর পুত্র রবিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। আগামী দু-আড়াই মাসের মধ্যেই রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। শুক্রবার তকিপুরের জনসভায় বক্তব্য রাখতে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সেই কথাই ঘোষণা করে গিয়েছেন। এর পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, রেজিনগর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী জয়ী হলে দু'টি ব্রিজ দেব, পরিযায়ী শ্রমিকদেরকে বাড়ি ফেরাবো, যত আবাস যোজনার ঘর লাগে দেব, দু'হাত ভরে দেব। মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রচারের পর আশায় বুক বেঁধেছেন রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি সমর্থকরা। তাঁরা আশাবাদী উপনির্বাচন হলে আসনটি 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র হাত থেকে এবার বিজেপির দখলে যাবে। সূত্রের খবর, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ অধ্যুষিত রেজিনগর আসনটি বিজেপি এবার পাখির চোখ করতে চলেছে। এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী জয়ী হলে বিজেপির পক্ষে গোটা রাজ্যে এবং দেশে প্রচার করা সম্ভব হবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষও এবার বিজেপির দিকে ঝুঁকছেন। তাই মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়েই রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রচার বিজেপি শুরু করলো বলে রাজনৈতিক মহলের মত। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরও রেজিনগর কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ের বিষয়ে সম্পূর্ণ আশাবাদী হুমায়ুন পুত্র, রবিন। শনিবার হুমায়ুন পুত্র বলেন, নিজের দলকে জেতানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর যে সমস্ত কথা বলা দরকার তিনি তাই বলেছেন। এই বিষয়ে আমার কিছুই বলার নেই। কিন্তু উনি গোটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উনি আমারও মুখ্যমন্ত্রী। তাই নিজের দল জিতলেই রেজিনগরে কাজ করবেন এই কথা ঠিক নয়। উনি তৃণমূলের থাকার সময় থেকেই রেজিনগর বিধানসভা এলাকার মানুষ এবং তাঁদের সমস্যা সম্পর্কে অবগত। রবিন বলেন, বিধানসভা উপনির্বাচনের ফলাফল যাই হোক আমি চাইবো মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কথা মতো রেজিনগরের জন্য দু'টি না হলেও কমপক্ষে একটি ব্রিজ যেন ভাগীরথী নদীর উপর তৈরি করে দেন।' আসন্ন উপনির্বাচনে 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র প্রতীকে নিজের জয়ের বিষয়ে এখন থেকেই নিশ্চিত রবিন। তবে এই বিষয়ে তিনি এখনও বাবা, হুমায়ুন কবীরের উপরই নির্ভরশীল। তিনি বলেন, আমার বাবার প্রায় ৪০ বছরের রাজনৈতিক জীবন রেজিনগর বিধানসভাকে কেন্দ্র করে। এখানকার মানুষের সুখে দুঃখে আমরা ছিলাম, আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকবো। আমার বাবা রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছেন কিন্তু তাও আমরা রেজিনগরকে ছেড়ে যাইনি। রেজিনগরবাসী আমাদেরকে চেনেন ও জানেন। তিনি বলেন, রাজ্যের বর্তমান বিরোধী দলনেতা থেকেও নেই। আমরা রেজিনগরে জিতলেও বিরোধী আসনেই বসতে হবে। তবে আমরা সরকারের গঠনমূলক বিরোধিতা করবো, অন্ধ বিরোধিতা নয়। হুমায়ুন পুত্র দাবি করেন, রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে ভাঙন হয়েছে। তবে রেজিনগর বিধানসভা এলাকায় 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'তে কোনও ভাঙন হয়নি। কয়েকজন নেতা বা কর্মী দল ছেড়েছেন এটা ঠিক কথা। দলের কাছে তাঁদের অনেক ধরনের 'চাওয়া-পাওয়া' ছিল। সেই সব কিছু পূরণ না করতে পারার জন্যই তাঁরা দল ছেড়েছেন। তিনি বলেন, আমার বাবা রাজনীতির জগতে বরাবরই বিতর্কিত মানুষ। তাই যাঁরা 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই বাবার এই 'রাজনৈতিক চরিত্রের' কথা জেনেই যোগ দিয়েছিলেন। নতুন করে আমার বাবার বিরুদ্ধে কারও কিছু বলার নেই। রবিন বলেন, রেজিনগরের মানুষ জানে আমরা তৃণমূলে থাকার সময়ও কোনও ধরনের বেআইনি কাজ বা তোলাবাজির সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। আমরা বরাবরই রেজিনগরের মানুষের সুখে-দুঃখে থেকেছি। তাই রেজিনগরের মাটি কাউকে ছেড়ে দেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। এই আসন থেকে আমার বাবা জয়ী হয়েছেন। তাই উপনির্বাচনে আমার সঙ্গে বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলেরই কড়া টক্কর হবে। জয়ের মার্জিন কী হবে সেই বিষয়ে এখনই আমি কিছু বলতে পারব না।

## মালদা ও মুর্শিদাবাদের গঙ্গাভাঙন রোধে ৩,৬০০ কোটি টাকার মেগা প্রকল্পের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১১ জুলাই ঃ দীর্ঘদিনের গঙ্গাভাঙন সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বড় উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গাভাঙন রোধে ৩,৬০০ কোটি টাকার একটি মেগা প্রকল্পের প্রস্তাব তৈরি

করে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ২,৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে শুধু মুর্শিদাবাদ জেলায়। বহরমপুরে প্রশাসনিক বৈঠক শেষে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, গত দু'মাসে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প পর্যালোচনার পাশাপাশি গঙ্গাভাঙন রোধে এই বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ফারাক্কা থেকে লালগোলা পর্যন্ত হবে ভাঙন রোধের কাজ। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ফারাক্কা, ভগবানগোলা, লালগোলা- সহ গঙ্গার তীরবর্তী ভাঙনপ্রবণ বিস্তীর্ণ এলাকায় এই প্রকল্পের আওতায় প্রতিরোধমূলক কাজ করা হবে। প্রতি বছর গঙ্গার ভাঙনে যেসব এলাকায় বিস্তীর্ণ কৃষিজমি, বসতবাড়ি ও পরিকাঠামো নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়, সেই অঞ্চলগুলিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ৫০ শতাংশ বহন করবে কেন্দ্র সরকার এবং বাকি ৫০ শতাংশ দেবে রাজ্য সরকার। অনুমোদন মিললেই দ্রুত কাজ শুরু হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। তিনি বলেন, প্রায় ২,৫০০ কোটি টাকা শুধু মুর্শিদাবাদ জেলার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে জেলার গঙ্গাভাঙন সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথে বড় পদক্ষেপ হবে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় আশার আলো দেখছেন ভাঙনপ্রবণ এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, প্রতি বছর গঙ্গার ভাঙনে বহু পরিবার ঘরবাড়ি ও জমি হারায়। বিশেষ করে সামশেরগঞ্জ, ভগবানগোলা ও লালগোলা এলাকার বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। স্থানীয়দের মতে, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে গঙ্গাভাঙনের কারণে বসতভিটা হারানোর আশঙ্কা অনেকটাই কমবে।

## আবর্জনার স্তূপে নাকাল খালপাড়া, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অভিযোগ জানানো হলেও মেলেনি সমাধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ শহরের ব্যস্ততম এলাকাগুলির অন্যতম খালপাড়া। কিন্তু সেই এলাকার বিবেকানন্দ রোডে পা রাখলেই চোখে পড়ে রাস্তার ওপর জমে থাকা আবর্জনার স্তূপ। দুর্গন্ধ, নোংরা পরিবেশ এবং প্রতিদিনের যন্ত্রণা যেন এখানকার বাসিন্দাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছে। শুধু স্থানীয়রাই নন, প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী অসংখ্য মানুষও সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। স্থানীয়দের দাবি, আজকের নয়, গত ২০ থেকে ৩০ বছর ধরে একই ছবি দেখা যাচ্ছে এই এলাকায়। একাধিকবার প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অভিযোগ জানানো হয়েছে, তবুও স্থায়ী সমাধান মেলেনি। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। আবর্জনার

দুর্গন্ধের পাশাপাশি মশা-মাছির উপদ্রব এবং সংক্রমণের আশঙ্কাও বাড়ছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, এত বছর ধরে একই সমস্যা দেখে আমরা ক্লান্ত। প্রতিদিন বাড়ির সামনে আবর্জনার স্তূপ পড়ে থাকে। শিশু থেকে প্রবীণ-সবাইকে এই দুর্গন্ধের মধ্যে চলাফেরা করতে হয়। বহুবার অভিযোগ করেছি, কিন্তু স্থায়ী সমাধান আজও হয়নি। আমরা চাই প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে এই সমস্যার অবসান ঘটাক। আরও এক বাসিন্দা কানাই রায় বলেন, এই রাস্তা শুধু আমাদের এলাকার নয়, বহু মানুষের যাতায়াতের পথ। বাইরে থেকে কেউ এলে শহর সম্পর্কে খারাপ ধারণা নিয়ে ফিরে যান। নিয়মিত বর্জ্য পরিস্কার এবং নির্দিষ্ট বর্জ্য ফেলার ব্যবস্থা না হলে এই সমস্যা কখনও মিটবে না। এখন নতুন প্রশাসনের কাছে আমাদের অনেক আশা রয়েছে। এদিকে শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের বোর্ড ভেঙে প্রশাসক দায়িত্ব নেওয়ার পর শহরের একাধিক নাগরিক সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। সেই কারণেই খালপাড়ার বাসিন্দারাও আশাবাদী, দীর্ঘদিনের এই সমস্যার দিকেও দ্রুত নজর পড়বে। তাঁদের বিশ্বাস, সঠিক পরিকল্পনা ও নিয়মিত তদারকি থাকলে এই রাস্তা আগের মতোই পরিস্কার ও বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। এলাকাবাসীর একটাই আবেদন, রাস্তার উপর জমে থাকা আবর্জনা দ্রুত সরিয়ে নিয়মিত বর্জ্য অপসারণের স্থায়ী ব্যবস্থা করা হোক। কারণ একটি পরিচ্ছন্ন রাস্তা শুধু সৌন্দর্যের বিষয় নয়, জনস্বাস্থ্য ও নাগরিক জীবনের নিরাপত্তার সঙ্গেও সরাসরি জড়িত। এখন দেখার, বহু বছরের এই দুর্ভোগ ঘোচাতে প্রশাসন কতটা দ্রুত পদক্ষেপ করে।

## মেদিনীপুর মেডিক্যালে স্যালাইন-কাণ্ডে কড়া পদক্ষেপ, পাঁচজনকে শোকজ করল স্বাস্থ্য দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১১ জুলাই ঃ মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্যালাইন-কাণ্ডে কড়া পদক্ষেপ স্বাস্থ্য দফতরের। পাঁচজনকে শোকজ করল স্বাস্থ্য দফতর। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের স্যালাইন-কাণ্ডে আরও কড়া মনোভাব স্বাস্থ্য দফতরের। তদন্ত কমিটির পরিদর্শনের পরেই হাসপাতালের পাঁচজনকে শোকজ করল রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। যাঁদের শোকজ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন একজন সিস্টার ইনচার্জ, একজন স্টাফ নার্স, অ্যাডিশনাল মেডিক্যাল সুপার, অ্যাসিস্ট্যান্ট হাসপাতাল সুপার এবং স্টোর ইনচার্জ। সূত্রের খবর, স্যালাইন-কাণ্ডে ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে জমা পড়েছে একটি প্রাথমিক রিপোর্ট। এরপর স্টোর থেকে ওয়ার্ডে স্যালাইন ডিস্ট্রিবিউশন পর্যন্ত গোটা চেনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত থাকে তাঁদের প্রত্যেককে শোকজ করা হল। এই শোকজ এর উত্তর পাওয়ার পরেই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দেবে তদন্তকারীরা। পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট হাতে আসার পর এই ঘটনায় বড় কোনও পদক্ষেপ নিতে পারে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর, সূত্রে মিলছে এমনই ইঙ্গিত। সব মিলিয়ে গোটা ঘটনায় মোড় কোন দিকে যায় সেটাই এখন দেখার। গত বুধবার মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মানসী দে নামে এক রোগীকে মেয়াদ- উত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই পরের দিন, বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্যভবন থেকে তিন জনের একটি প্রতিনিধি দল হাসপাতালে গিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। হাসপাতালে স্যালাইনের স্টক কোথায় থাকে, কী ভাবে ব্যবহার হয়, স্যালাইন কী ভাবে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে যায়, কারা নজরদারিতে থাকেন, এই সব বিষয়ে খোঁজখবর করেন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁরা বৈঠক করেন। পরে সেই প্রতিনিধ দল রিপোর্ট পাঠায় স্বাস্থ্যভবনে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে পাঁচ জনকে শোকজ করা হয়েছে।

## যাত্রী ও সাধারণ মানুষের জন্য আরও মসৃণ সফর এবং দ্রুততর সরবরাহ শৃঙ্খল

কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্ক একটি অভূতপূর্ব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এবং আসানসোল ডিভিশন তার অগ্রগতি ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে উৎসর্গ ও দক্ষতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের দূরদর্শী নেতৃত্বে, বিগত সময়ের

তুলনায় জুন ২০২৬-এ এই ডিভিশন সমস্ত প্রধান ক্ষেত্রে অসাধারণ পারফরম্যান্স এবং প্রবৃদ্ধি নথিভুক্ত করেছে। প্রথাগত মালবাহী পরিবহন এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের সীমানা ছাড়িয়ে, পূর্ব রেল কেবল অভ্যন্তরীণ রাজস্বই বাড়াচ্ছে না, বরং সরাসরি সাধারণ মানুষের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা, ট্র্যাকের সহজলভ্যতা এবং যাত্রীদের সামগ্রিক সন্তুষ্টির উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এই অবিশ্বাস্য সাফল্যের মূলে রয়েছে স্থানীয় রেলওয়ে টিমের কঠোর পরিশ্রম, যা পরিচালিত হয়েছে আসানসোল ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার সংগ্রহ মৌর্যের নির্দেশনায়। জুন ২০২৫-২৬ এবং জুন ২০২৬-২৭-এর অফিসিয়াল পারফরম্যান্সের তুলনামূলক তথ্যের একটি গভীর বিশ্লেষণে পাঁচটি প্রধান পরিচালন ক্ষেত্রে মানদণ্ড স্থাপনকারী উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, মালবাহী লোডিং ৪.৩০০৮ মিলিয়ন টন থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৮২৮২ মিলিয়ন টনে পৌঁছেছে, যা ১২.২৬ শতাংশের একটি স্বাস্থ্যকর প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে। একই সাথে, আনলোডিং ক্ষমতা ৪.৭৯ মিলিয়ন টন থেকে ধীর কিন্তু স্থিতিশীলভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৮১ মিলিয়ন টনে দাঁড়িয়েছে, যা প্লাস ০.৪২ শতাংশের একটি ইতিবাচক বৃদ্ধি। এই সফল পরিচালনার ফলে মোট আর্থিক আয় ৩৯৮.৯৩ কোটি টাকা থেকে এক লাফে ৪৯৭.৯৪ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা ২৪.৮২ শতাংশের একটি চিত্তাকর্ষক বৃদ্ধি। এদিকে, ট্র্যাকে ট্রেন চলাচলের গতিবেগের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক অগ্রগতি দেখা গেছে-স্টেবিলিং সময় সহ মালবাহী ট্রেনের গড় গতিবেগ ঘণ্টায় ৬.৩৬ কিলোমিটার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ঘণ্টায় ১৩.৭৪ কিলোমিটার হয়েছে, যার ফলে গতিবেগ এক ধাক্কায় ১১৬.০৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই লজিস্টিক সাফল্যের মুকুটে আরও একটি পালক যোগ করে, প্রতিদিনের রোলিং স্টকের কার্যকারিতা দৈনিক ২,৩৮৬ টি ওয়াগন থেকে উন্নত হয়ে ২,৪০৮টি ওয়াগনে পৌঁছেছে, যা দৈনিক ওয়াগন রিলিজের ক্ষেত্রে প্লাস ০.৯২ শতাংশের একটি স্থিতিশীল বৃদ্ধি। শিল্পের কাঁচামাল পরিবহনের পাশাপাশি, জুন ২০২৬-এ দুটি বড় মাইলফলক পরিকাঠামো প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যা এই অঞ্চলের সাধারণ যাত্রীদের দৈনন্দিন যাতায়াতকে আমূল বদলে দেবে এবং উপকৃত করবে। প্রথমত, কুমারাবাদ রোহিণী স্টেশন সম্পূর্ণভাবে চালু করা হয়েছে, যার অর্থ স্থানীয় যাত্রীরা এখন ঘরের কাছেই উন্নত সুযোগ-সুবিধা, আরও ভালো যাতায়াত ব্যবস্থা এবং উন্নত ট্রানজিট অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, জসিডি জংশন বাইপাসের প্রথম ধাপের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, যা দূরপাল্লার নিয়মিত যাত্রীদের জন্য একটি মস্ত বড় জয়। ভারী মালবাহী ট্রেনগুলোকে ব্যস্ত প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্ম এবং লাইনগুলো সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়ে রেলওয়ে ট্র্যাকের যানজট মারাত্মকভাবে কমাতে এবং ইঞ্জিন রিভার্সালের মতো সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া দূর করতে সক্ষম হয়েছে। সাধারণ যাত্রীদের জন্য এর সরাসরি অর্থ হলো-কম ট্রেন বিলম্ব, উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত সময়ানুবর্তিতা এবং পুরো নেটওয়ার্ক জুড়ে একটি অনেক বেশি মসৃণ, নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য যাত্রা। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন, এই মাইলফলকগুলো আমাদের সামগ্রিক বৃদ্ধি এবং শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন। দ্রুত গতিতে পরিবহণ করা প্রতিটি টন পণ্য এবং অর্জিত প্রতিটি রাজস্বের টাকা আমাদের সম্মানিত যাত্রীদের জন্য একটি নিরাপদ, আরও আধুনিক এবং আরও আরামদায়ক রেল নেটওয়ার্ক তৈরিতে সরাসরি পুনর্নিয়োগ করা হচ্ছে। মালবাহী ট্রেনের গড় গতি দ্বিগুণেরও বেশি করার মাধ্যমে আমরা গুরুত্বপূর্ণ ট্র্যাকের জায়গা ফাঁকা করছি, যা যাত্রীবাহী ট্রেনগুলোর সঠিক সময়ে চলাচল নিশ্চিত করছে। আমরা আমাদের যাত্রীদের প্রতি ধন্যবাদ জানাই তাদের নিরবচ্ছিন্ন আস্থার জন্য, যার ওপর ভর করে আমরা একটি শক্তিশালী পূর্ব রেল গড়ে তুলছি।

## প্রবল বৃষ্টির জেরে নদীয়ায় ভেঙে পড়ল বাড়ির একাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নবদ্বীপ, ১১ জুলাই ঃ টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জনজীবন। আর তার জেরেই নবদ্বীপ শহরের পোড়ামাতলা রোড সংলগ্ন বাগচিপাড়া মোড় এলাকায় ভেঙে পড়ল একটি প্রাচীন বাড়ির একাংশ। গভীর রাতে ঘটা এই ঘটনার জেরে ভেঙে যাওয়া ইমারতি সামগ্রী ও ইটের স্তূপে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে যাতায়াতের মূল রাস্তা। তবে এই দুর্ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নবদ্বীপের পোড়ামাতলা রোডের এই বাড়িটি দীর্ঘদিনের পুরনো। গতকাল রাত দুটো নাগাদ আচমকাই বাড়িটির সামনের একটি অংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। সকালে এই দৃশ্য দেখে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নবদ্বীপ ট্রাফিক বিভাগের আধিকারিকরা। এলাকার এক দোকানদার জানান, সকালে দোকান খুলতে এসে তিনি দেখেন বৃষ্টির জলের তোড়ে নন্দু বাড়ির পুরনো অংশটি ভেঙে নিচে পড়ে রয়েছে। বাড়ির মালিক বিপুল কুমার নন্দু জানান, যে অংশটি ভেঙে পড়েছে সেটি দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত এবং সেখানে কেউ বসবাস করতেন না। ফলে এক বিরাট বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে। তবে রাস্তার ওপর ইট ও ধ্বংসস্তূপ পড়ে থাকায় স্থানীয় মানুষ ও যানবাহন চলাচলের চরম সমস্যা তৈরি হয়েছে। বাড়ির মালিকের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই নবদ্বীপ পৌরসভাকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তবে পৌরসভার কর্মীদের আসার অপেক্ষা না করে জনস্বার্থে দ্রুত রাস্তাটি পরিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মালিকপক্ষ। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা জানান, রাতে প্রবল বৃষ্টির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ট্রাফিক পুলিশ ও স্থানীয়দের অনুরোধে বাড়ির মালিক ব্যক্তিগত উদ্যোগে শ্রমিক লাগিয়ে রাস্তা থেকে ইঁট ও ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজ শুরু করেছেন।

## 'হাতির জন্য সাবওয়ে' অভূতপূর্ব উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১১ জুলাই ঃ মানুষ- হাতি সংঘাত কমাতে পূর্ব ভারতে এই প্রথমবার বড় উদ্যোগ, তাও আবার বাঁকুড়ায়। হাতিদের নিরাপদ চলাচলের জন্য জেলায় তৈরি হতে চলেছে 'হাতির জন্য সাবওয়ে'। বন দফতর, ভারতীয় রেল এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। একইসঙ্গে প্রায় ২১ কিলোমিটার দীর্ঘ সৌরচালিত সোলার ফেন্সিং তৈরির পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে, যা হাতির গতিপথ নিয়ন্ত্রণ এবং জনবসতিতে ঢুকে পড়া রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। জানা গিয়েছে, বড়জোড়া ফরেস্ট রেঞ্জের লালবাজার টি-পয়েন্ট, গোঁসাইপুর এবং বরিয়ার মাঝামাঝি ইঁটভাটা সংলগ্ন এলাকায় হাতিদের যাতায়াতের জন্য এই সাবওয়ে নির্মাণ করা হবে। দীর্ঘদিন ধরেই এই এলাকা দিয়ে হাতির দল এক বনাঞ্চল থেকে অন্য বনাঞ্চলে যাতায়াত করে। সেই সময় রেললাইন ও সড়কপথ পারাপারের কারণে দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়। নতুন এই পরিকাঠামো হাতিদের নিরাপদে চলাচলের সুযোগ করে দেবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। প্রকল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ২১ কিলোমিটার সৌরচালিত ফেন্সিং। সৌরশক্তি চালিত এই বেড়া হাতিদের ক্ষতি না করেই তাদের গতিপথ নির্দিষ্ট রাখতে সাহায্য করবে। ফলে গ্রামে হাতির প্রবেশ অনেকটাই কমবে এবং মানুষের পাশাপাশি হাতিরও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। একইসঙ্গে ফসল, ঘরবাড়ি ও অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতিও কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমি নির্ধারণের কাজ যৌথভাবে শুরু করেছে রেল দফতর, বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগ এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর। কোথায় সাবওয়ে নির্মাণ করলে হাতির স্বাভাবিক চলাচলে কোনও বাধা তৈরি হবে না, তা খতিয়ে দেখে পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পরিবেশ ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের দিকটি মাথায় রেখেই প্রকল্পের নকশা তৈরি করা হয়েছে। বাঁকুড়া দীর্ঘদিন ধরেই হাতির উপদ্রবের জন্য পরিচিত। বিশেষ করে জঙ্গলমহল এলাকার বিভিন্ন গ্রামে প্রায়ই হাতির হানায় ফসল নষ্ট, বাড়িঘর ভাঙচুর এবং মানুষের মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। তাই মানুষ ও বন্যপ্রাণ-উভয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই ধরনের বৈজ্ঞানিক উদ্যোগকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বন বিশেষজ্ঞরা। প্রশাসনের দাবি, এই প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে মানুষ-হাতি সংঘাত অনেকটাই কমবে। হাতিদের স্বাভাবিক বিচরণপথও সুরক্ষিত থাকবে।

## শিশুর মৃত্যু, উত্তেজনা ঘাটালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১১ জুলাই ঃ দুর্ঘটনায় শিশুর মৃত্যু ঘিরে তুলকালাম পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালে। ঘাটাল থানার অন্তর্গত বরদা চৌকান এলাকার ঘটনা। ছোট্ট শিশু দেবাংশু কুলে (৫) মায়ের সঙ্গে বাজারে এসেছিল। বাজার থেকে মায়ের আঁচল ধরে বাড়ি ফেরার সময়ে পিছন থেকে আসা একটি মালবাহী ট্রাক শিশুটিকে পিষে দেয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই শিশুর। ওই ঘটনায় উত্তেজিত জনতা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। অভিযোগ, রাস্তার ধারে গজিয়ে উঠেছে একাধিক দোকান। এছাড়াও গাড়ির দৌরাত্ম্য রয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ঘাটাল থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। পৌঁছান ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট। বিধায়কের আশ্বাসে বেশ কিছুক্ষণ পরে অবরোধ উঠে যায় স্বাভাবিক হয় যান চলাচল।

### বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল সৌভিক মণ্ডল, পিতা -শ্রী সুভাষ মণ্ডল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, মৌজা জামদা, জে.এল. নং- ৩৭০, এল. আর. খতিয়ান নং ৭ /১, ৮৯ / ৬৮১ দাগে ১৬ ডেঃ মধ্যে ১৪.৭১ ডেঃ জমি ঝাড়গ্রাম জেলা ও থানাধীন জামদা সাকিনের অনন্ত পাল পিতা - স্বর্গীয় মদন পাল গত ইং ৩০.০৭.২০১৮ তারিখে ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার-২ পশ্চিম মেদিনীপুর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-09/2018 নং আমমোক্তার দলিলমূলে ঝাড়গ্রাম জেলা ও থানার অন্তর্গত বলরামডিহি সাকিনের বাসিন্দা শ্রী সুভাষ মণ্ডল পিতা- শ্রী কিরিটি ভূষণ মণ্ডলকে নিযুক্ত করেন আমমোক্তার নামা মূলে শ্রী সুভাষ মণ্ডল গত ইং ১৩.১১.২০১৯ তারিখে ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার-২ পশ্চিম মেদিনীপুর ১৯৫৭ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ৮৯ /৬৮১ দাগে ৪.৭০ ডেঃ জমি ঝাড়গ্রাম জেলা ও থানাধীন বলরামডিহি সাকিনের বাসিন্দা সৌভিক মণ্ডল পিতা শ্রী সুভাষ মণ্ডলকে বিক্রয় করিয়াছেন। সৌভিক মণ্ডল নামিত B.L & L.R.O., Jhargram অফিসে নাম পত্তন হইলে তাহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে তাহা ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে B.L & L.R.O., Jhargram অফিসে যোগাযোগ করুন অন্যথায় আমার মক্কেল সম্পূর্ণ দায় মুক্ত অবস্থায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এর অফিসে তাহার নাম জামিন কার্য্য আইন মোতাবেক সম্পন্ন করিবেন।

ইতি -
**SUJIT KUMAR GHOSH**
**ADVOCATE**
**NUTANDIHI, JHARGRAM**
**Enrollment No- WB-200/ 2005**

### নোটিশ

আমার মক্কেল ১) শ্রীমতী মীনা পান, স্বামী- ঁনরেন্দ্র নাথ পান, ২) শ্রীমতী সোনামনী কুমার, পিতা- কপিল চন্দ্র কুমার, উভয়ের সাং মধ্য ঝোড়হাট, পোঃ- ঝোড়হাট, থানা - সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩০২, ৩) শ্রী প্রশান্ত হালদার, পিতা - ঁঅসিত হালদার, সাং- কানখুলি ঘোষপাড়া, পোঃ- বিধানগড়, থানা- রবীন্দ্রনগর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০০৬৬, ৪) শ্রীমতী রুবী চাউলে, স্বামী - শ্রী প্রশান্ত চাউলে, সাং- পশ্চিম বুড়িখালী, পোঃ- বুড়িখালী, থানা- বাউড়িয়া, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩১০, ৫) শ্রী প্রবীর কুমার ঘোষ, পিতা- ঁশিবুপদ ঘোষ, ৬) শ্রী সাগর ঘোষ, ৭) সুকৃতি ঘোষ, উভয়ের পিতা -শ্রী প্রবীর কুমার ঘোষ, সর্ব্ব সাং- নিবড়া, মনসাডাঙ্গা, পোঃ- বাঁকড়া, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৪০৩। সাঁকরাইল থানার অধীন মৌজা- ঝোড়হাট গ্রামে ৩০ নং জে.এল. ভুক্ত হাল ৫৮৭ নং এল.আর. খতিয়ানে, সাবেক ৪৪৪ নং দাগের হাল ৪৮১ নং দাগে ১ আনায় ৪৫ শতকের মধ্যে ০৫ শতক বাগান সম্পত্তি ওয়ারিশান সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া তাহা ডি.এস.আর.- ।। হাওড়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির, ০৫১৩-২০২২ নং ভল্যুমে, ১৪১৫২৪ নং পাতা হইতে ১৪১৫৪২ নং পাতায় লিখিত ইংরাজী ২০২২ সালের ০৫১৩০৪৪৩২ নং পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী মারফৎ শ্রী উজ্জ্বলকান্তি কুমার, পিতা- ঁসুনীল চন্দ্র কুমার, সাং ও পোঃ- ঝোড়হাট, থানা সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১৩০২ মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছেন। বর্তমানে উক্ত সম্পত্তি মিউটেশনের জন্য আবেদন করা হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে দাতার বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ দিনের মধ্যে যথোপযুক্ত প্রমানাদি সহ সংশ্লিষ্ট সাঁকরাইল বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. -এর নিকট আপত্তি জানাতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়মানুসারে কার্য্য হইবে।

**Yours truly,**
**Arnab Deb,**
**Advocate.**
**Judges' Court, Howrah.**
**En. No.... F-3707/21**

### নোটিশ

আমার মক্কেল শ্রী প্রদীপ দাস, পিতা -কিষন দাস গত ইংরাজি 09.10.2012 তারিখে হাওড়া A.D.S.R হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-885 নম্বর পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী বা আমোক্তারনামা দলিল বলে শ্রী বিশ্বনাথ আইন, পিতা- সন্তোষ আইন নিকট হইতে জগদীশপুর মৌজায় হাল 4998 নম্বর দাগে হাল 2675 নম্বর খতিয়ানে 8 (আট) শতক জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোনো প্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালী জগাছা B.L.& L.R.O অফিসে এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করবেন।

Suman Jana
Advocate

### PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Sealed short tenders are hereby invited by the Executive Engineer, P.W.D., Howrah Electrical Division, Onkarmal Jetia Road, Howrah – 711103,
**NIT No. WBPWD/EE/HED/NIT- 185 of 2026-2027.**
Memo. 2175 Dt. 11.07.2026
**Name of Work** Temporary Electrification work & other utility within the campus of Nabanna Sabhaghar related to the Meeting Chaired by the Chief Minister of West Bengal on 14/07/2026.
Last Date of Submission : 13.07.2026.
Intending bidder may download the Tender/Quotation documents from the website : **www.pwd.wb.in**.

### ফর্ম এ
### গণবিজ্ঞপ্তি

(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া) প্রবিধান, ২০১৬-এর ৬ নং প্রবিধান অনুযায়ী)

সানস্টার রিয়েলটি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড-এর পাওনাদারদের অবগতির জন্য

**প্রাসঙ্গিক বিবরণ**

| | | |
|---|---|---|
| ১. | কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম | সানস্টার রিয়েলটি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড |
| ২. | কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নিগমভুক্তির তারিখ | ৩০.০৬.২০০৮ |
| ৩. | যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা নিগমভুক্ত / নিবন্ধিত হয়েছে | আরওসি (ROC) মুম্বাই ১ |
| ৪. | কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কর্পোরেট পরিচিতি নম্বর/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নম্বর | L70102MH2008PLC 184142 |
| ৫. | কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নিবন্ধিত কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ের (যদি থাকে) ঠিকানা ডাইনেস্টি এ উইং, আন্ধেরি-কুর্লা রোড, মুম্বাই | নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ অফিস নং ৪২২, লেভেল ৪, সিটি, মুম্বাই, মহারাষ্ট্র, ভারত, ৪০০ ০৫৯ প্রধান কার্যালয়ঃ ৬, লায়ন্স রেঞ্জ, ১ম তলা, গেট নং ২, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০ ০০১ |
| ৬. | কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে দেউলিয়া কার্যক্রম শুরুর তারিখ | ১০.০৭.২০২৬ |
| ৭. | দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ | ০৬.০১.২০২৭ |
| ৮. | অন্তর্বর্তীকালীন সমাধান পেশাদার হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী দেউলিয়া বিষয়ক পেশাদারের নাম ও নিবন্ধন নম্বর | বিনোদ কুমার চৌরাসিয়া, IBBI/IPA-001/IP- P001002017-18/10200 |
| ৯. | বোর্ডের কাছে নিবন্ধিত অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এর ঠিকানা ও ই-মেইল | এ-৭৫৬, সেক্টর-২, রোহিনী, নয়াদিল্লি, ১১০০৮৫ ই-মেইল-cavinodchaurasia@gmail.com |
| ১০. | অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এর সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত ঠিকানা ও ই-মেইল | বি-০২২, প্রগতি বিহার হোস্টেল, লোদি রোড, নয়াদিল্লি-১১০০০৩ ই-মেইল আইডি-cirpofsunstar@gmail.com |
| ১১. | দাবি পেশ করার শেষ তারিখ | ২৪.০৭.২০২৬ |
| ১২. | ধারা ২১-এর উপ-ধারা (৬এ)-এর দফা (বি) এর অধীনে পাওনাদারদের শ্রেণি (যদি থাকে), যা অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে | প্রযোজ্য নয় |
| ১৩. | কোনো শ্রেণির পাওনাদারদের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য চিহ্নিত ইনসলভেন্সি প্রফেশনালদের নাম (প্রতিটি শ্রেণির জন্য তিনটি নাম) | প্রযোজ্য নয় |
| ১৪. | (ক) প্রাসঙ্গিক ফর্ম এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিবরণ এখানে পাওয়া যাবে | ক) ওয়েব-লিঙ্কঃhttps://srdl-cirp.com/cirp-updates (খ) প্রযোজ্য নয় |

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল (মুম্বাই বেঞ্চ-৬) সানস্টার রিয়েলটি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড-এর কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব সমাধান প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দিয়েছে। সানস্টার রিয়েলটি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড-এর পাওনাদারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন ১০ নম্বর এন্ট্রিতে উল্লিখিত ঠিকানায় অন্তর্বর্তীকালীন সমাধান পেশাদারের কাছে প্রমাণসহ তাঁদের দাবি পেশ করেন এই জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৪.০৭.২০২৬।

আর্থিক পাওনাদারদের শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে প্রমাণসহ তাঁদের দাবি পেশ করতে হবে। অন্যান্য সকল পাওনাদার সশরীরে, ডাকযোগে বা ইলেকট্রনিক উপায়ে প্রমাণসহ দাবি পেশ করতে পারেন।

১২ নম্বর এন্ট্রিতে তালিকাভুক্ত কোনো শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত আর্থিক পাওনাদারকে, সেই শ্রেণীর অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য ১৩ নম্বর এন্ট্রিতে তালিকাভুক্ত তিনজন দেউলিয়াত্ব সমাধান পেশাদারের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিতে হবে এবং তা 'ফর্ম সিএ' -তে উল্লেখ করতে হবে (প্রযোজ্য নয়)।

**দাবির সপক্ষে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ পেশ করলে শাস্তির বিধান রয়েছে।**

নামঃ শ্রী বিনোদ কুমার চৌরাসিয়া
অন্তর্বর্তীকালীন সমাধান পেশাদারের স্বাক্ষর
তারিখ ও স্থানঃ ১১.০৭.২০২৬, দিল্লি

### পূর্ব রেলওয়ে

**টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৭৬৮, তারিখ ঃ ০৯.০৭.২০২৬।** ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৬২৬-আর। কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসনের অম্বিকা কালনা, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ ও খাগড়াঘাট রোড-এ এফওবি-র সঙ্গে সংযোগকারী প্যাসেঞ্জার লিফ্ট-এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৮০,৯৫,৫১৩.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৭,৬১,৯০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ২। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৬২৭। কাজের নাম ঃ** (১) "হাওড়া ডিভিসনে ২০০০-এর বেশি টিভিইউ যুক্ত আজিমগঞ্জ এবং নলহাটি-র মধ্যবর্তী কিমি ৩১/৩৯ -৩২/০১ -এ অবস্থিত এলসি গেটসমূহর গেট নং. ১২-এর উন্নয়ন এবং ইন্টারলকিং"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। (২) "হাওড়া ডিভিসনে ২০০০-এর বেশি টিভিইউ যুক্ত বর্দ্ধমান - কাটোয়ার মধ্যবর্তী কিমি ১৮ -তে অবস্থিত এলসি গেটসমূহের গেট নং. ১১-র উন্নয়ন এবং ইন্টারলকিং"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭,৭৯,৬৭১.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১৫,৬০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৩। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ- ২৫-২১- ৩৬১৪-আর। কাজের নাম ঃ** "ভিএসএস-এর অধীনে সকল স্টেশনে নজরদারির জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে এটি বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্প্রসারণের" পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯২,৬৩,২১৬.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১,৮৫,৩০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৪। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৫৭৯। কাজের নাম ঃ** (১) "এইএন/কাটোয়ার অধীনস্থ বি.কে শাখায় এলসি গেট নং ১৬/সি/ই-র পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। (২) "এইএন/কাটোয়ার অধীনস্থ এ.কে শাখায় এলসি গেট নং ৩/সি/ই-র পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। (৩) "এইএন/কাটোয়ার অধীনস্থ বি.কে শাখায় এলসি গেট নং ২১/সি/ই-র পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। (৪) "এইএন/কাটোয়ার অধীনস্থ রেলওয়ে রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ২৪/০২-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। (৫) "এইএন/কাটোয়ার অধীনে বিবি লুপে পাটুলি -অগ্রদ্বীপ রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যবর্তী কিমি ৮৯/২১ -২৩ এবং ৮৯/২৪-২২ (ডাউন)-এ এল.সি নং ১৮/৬/সি/ই-র পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের" পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৭,৯৮,২০৩.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৯৬,০০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০দিন। **ক্র. নং. ঃ ৫। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৫৪৩। কাজের নাম ঃ** "বেলানগর স্টেশনে ডুয়াল ডিটেকশন মোডে ডিসি ট্র্যাক সার্কিট -এর জায়গায় ডুয়াল এমএসডিএসি-র ব্যবস্থা" র পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,১৩,৯৩৪.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১৮,৩০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৬। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৪৯৬-আর১। কাজের নাম ঃ** "হাওড়া ডিভিসনে ব্যান্ডেল, বর্দ্ধমান, আজিমগঞ্জ, রামপুরহাট রেলওয়ে ইনস্টিটিউট-এর সংস্কার"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯৫,০৯,৯৬০.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১,৯০,২০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৭। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৬৫৩। কাজের নাম ঃ** (১) "এইএন/নবদ্বীপ ধাম-এর অধীনে রেলওয়ে রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এল.সি গেট নং ১২এ/১-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। (২) "এইএন/নবদ্বীপ ধাম-এর অধীনে রেলওয়ে রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এল.সি গেট নং ৮/৩-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। (৩) "এইএন/আজিমগঞ্জ-এর অধীনে রেলওয়ে রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এল.সি গেট নং ২৪এ/৪(ই)-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। (৪) "এইএন/নবদ্বীপ ধাম-এর অধীনে রেলওয়ে রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এল.সি গেট নং ১৮/০২-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৭,০২,৪৫৬.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৭৪,১০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৮। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৬০৪। কাজের নাম ঃ** "এডিইএন/আজিমগঞ্জ-এর অধিক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন লেভেল ক্রশিং গেট-এ সাবমার্সিবল পাম্প-এর সুবিধা দ্বারা জল সরবরাহের ব্যবস্থা"-র পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৬,০২,৩৫৮.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৫২,১০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৯। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৫৮৩-আর। কাজের নাম ঃ** এসএসই/জি/ব্যান্ডেল-এর অধিক্ষেত্রের অধীনে ইলেকট্রিকাল সাব স্টেশনসমূহ, এইচটি/এলটি সুইচ গিয়ার প্যানেল সমেত সুইচ রুম, কেবেলস, ট্রান্সফরমার, আর্থিং এবং অন্যান্য সুরক্ষা সামগ্রী সমূহর বৃদ্ধি ও উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,২৯,৫৩,৮৭৪.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ২,৫৯,১০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ১০। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৫৩৬-আর১। কাজের নাম ঃ** "এইএন/১/লিলুয়ার অধীনে বেলুড়, রিষড়া, চুঁচুড়া এবং সিঙ্গুর -এ ৩৫০x২০০ মিমি ব্যাসের গভীর নলকূপ বসানো, পাম্প হাউস, পাইপ লাইন প্রভৃতির ব্যবস্থা করার কাজ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭,৪১,৪০৮.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১৪,৮০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১ ও ২-এর জন্য ২৯.০৭.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে এবং ক্র. নং. ৩ থেকে ১০-এর জন্য ৩০.০৭.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। HWH-203/2026-27

**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।**

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

# ১০০ কোটির বাড়িতে উঠবেন আমির

বলিউড তারকা আমির খান শুধু নতুন সংসারই শুরু করেননি, এবার পুরো পরিবারকে এক ছাদের নিচে আনার বড় পরিকল্পনাও করেছেন। মুম্বাইয়ের অভিজাত পালি হিলে প্রায় ১০০ কোটি রুপি ব্যয়ে বহুতল ‘স্কাই ভিলা’ নির্মাণ করছেন তিনি। সেখানে স্ত্রী গৌরী স্প্র্যাট, সন্তান, মা, বোন—এমনকি প্রাক্তণ স্ত্রী ও তাঁদের সন্তানদের জন্যও আলাদা থাকার ব্যবস্থা থাকবে বলে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

এই পরিকল্পনার সূত্রপাত ২০২৪ সালে। তখন জানা যায়, আমিরের দীর্ঘদিনের বাসভবন—সংলগ্ন ‘বেলা ভিস্তা’ও ‘মারিনা অ্যাপার্টমেন্টস’ পুনর্নির্মাণ করা হবে। দুটি পুরোনো ভবন ভেঙে সেখানে নতুন আবাসন নির্মাণের কাজ চলছে, যা ২০৩০ সালে শেষ হওয়ার কথা। পুনর্নির্মাণ শুরুর আগেই প্রকল্পটির অন্যতম বড় অংশীদার ছিলেন আমির। ‘বেলা ভিস্তা’র ২৪টি ফ্ল্যাটের মধ্যে ৯টির মালিক ছিলেন তিনি। পাশাপাশি পাশের ‘মারিনা অ্যাপার্টমেন্টস’–এও তাঁর একাধিক ফ্ল্যাট ছিল। এবার ফ্রি প্রেস জার্নালের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, পুনর্নির্মিত ভবনে আরও কয়েকটি ফ্ল্যাট কিনতে ১০০ কোটির বেশি রুপি ব্যয় করেছেন আমির। এসব ফ্ল্যাট একত্র করে তৈরি করা হবে বিশাল একটি ‘স্কাই ভিলা’, যেখানে একই সঙ্গে একাধিক প্রজন্মের পরিবারের সদস্যরা বসবাস করতে পারবেন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভবনের একটি সম্পূর্ণ তলা থাকবে পারিবারিক আয়োজন, উৎসব ও অতিথি আপ্যায়নের জন্য। ছেলে জুনায়েদ খানের জন্য থাকবে আলাদা একটি তলা। আর আমির নিজে স্ত্রী গৌরী স্প্র্যাট এবং গৌরীর আগের সংসারের ছেলে কুইনকে নিয়ে থাকবেন দুটি তলাজুড়ে। শুধু বর্তমান সংসার নয়, পরিবারের অন্য সদস্যদের জন্যও আলাদা ব্যবস্থা রাখছেন অভিনেতা। তাঁর মা জিনাত হুসেন, বোন নিখাত খান ও ফরহাত খান দত্তের জন্য থাকবে পৃথক আবাসন। এমনকি প্রাক্তণ স্ত্রী কিরণ রাও এবং তাঁদের ছেলে আজাদের জন্যও একটি আলাদা অ্যাপার্টমেন্ট রাখার পরিকল্পনা রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। পুনর্নির্মাণের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমির সাময়িকভাবে কাছাকাছি একটি ভবনে ভাড়া থাকছেন। পালি হিলের নার্গিস দত্ত রোডের ‘উইলনোমোনা অ্যাপার্টমেন্টস’–এ চারটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে বর্তমানে তিনি মা, বোন, ছেলে জুনায়েদ ও আজাদ, স্ত্রী গৌরী স্প্র্যাট ও কুইনকে নিয়ে বসবাস করছেন। চলতি বছরের ৫ জুলাই পালি হিলের বাড়িতেই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের উপস্থিতিতে নিবন্ধিত বিয়ে করেন আমির খান ও গৌরী স্প্র্যাট। তাঁদের আগের সংসারের সন্তানেরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আংটিবদলের অনুষ্ঠানে আংটি বহনের দায়িত্ব পালন করেন আমিরের ছেলে আজাদ রাও খান ও গৌরীর ছেলে কুইন। এটি আমির খানের তৃতীয় বিয়ে।

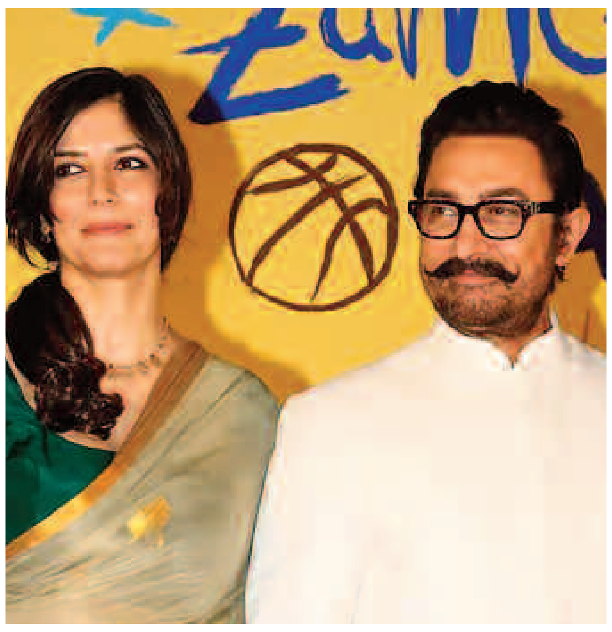

এর আগে তিনি রীনা দত্ত ও পরে নির্মাতা কিরণ রাওকে বিয়ে করেছিলেন। নতুন এই ‘স্কাই ভিলা’ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বলিউডের তারকাদের মধ্যে সবচেয়ে ব্যতিক্রমী পারিবারিক আবাসগুলোর একটি হয়ে উঠতে পারে এটি।

# গৌরীর সঙ্গে যে বাড়িতে সংসার শুরু, সেই বাড়ি কিনলেন শাহরুখ খান

বলিউড তারকা শাহরুখ খান তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের এক আবেগঘন অধ্যায়কে যেন আবার নিজের করে নিলেন। একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, দক্ষিণ দিল্লির পঞ্চশীল পার্কে অবস্থিত সেই বাড়ির বাকি অংশও কিনে নিয়েছেন তিনি, যেখানে স্ত্রী গৌরী খানের সঙ্গে বিয়ের পর প্রথম সংসার শুরু করেছিলেন। এর ফলে এখন পুরো ভবনের একমাত্র মালিক শাহরুখ।

### ৩৭ কোটি টাকার চুক্তি

মানিকন্ট্রোলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শাহরুখ আগে থেকেই ভবনের বেজমেন্ট ও প্রথম তলার মালিক ছিলেন। এবার তিনি প্রায় ৩৭ কোটি টাকা দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলাও কিনে নিয়েছেন। এই লেনদেনের মাধ্যমে পঞ্চশীল পার্কের পুরো বাড়ির মালিকানা এখন তাঁর হাতে এসেছে।

প্রায় ১ হাজার ২০০ বর্গমিটার জমির ওপর নির্মিত এই বাড়ি দক্ষিণ দিল্লির অন্যতম অভিজাত আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, জমির আনুমানিক মূল্য প্রতি বর্গফুটে প্রায় ৩৪ হাজার ২৬০ টাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

### শুধু সম্পত্তি নয়, স্মৃতিরও ঠিকানা

এই বাড়ির গুরুত্ব কেবল আর্থিক নয়, শাহরুখ–গৌরীর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গেও গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। ১৯৯১ সালে বিয়ের পর এই বাড়িতেই তাঁদের দাম্পত্য জীবনের শুরু। তখনো শাহরুখ মুম্বাইয়ে স্থায়ীভাবে যাননি, বলিউডেও প্রতিষ্ঠিত তারকা হয়ে ওঠেননি। পরবর্তী সময় মুম্বাইয়ে গিয়ে শুরু হয় তাঁর অভিনয়জীবনের উত্থান, আর সেই পথ ধরেই তিনি হয়ে ওঠেন ভারতীয় সিনেমার অন্যতম বড় তারকা। কিন্তু দিল্লির এই বাড়ি তাঁদের জীবনের সেই শুরুর দিনগুলোর নীরব সাক্ষী হয়ে রয়ে গেছে।

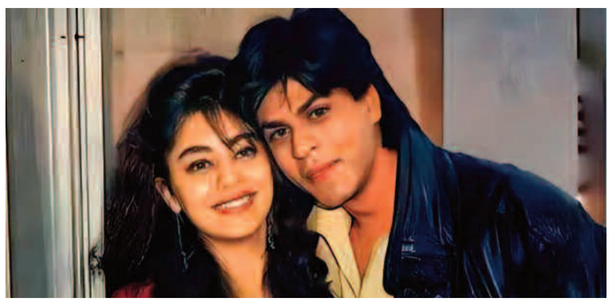

### গৌরীর কাছেও বিশেষ এই বাড়ি

গৌরী খান আগেও বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, এই বাড়ি তাঁর কাছে বিশেষ আবেগের জায়গা। পরিবারের সদস্যদের কাছাকাছি থাকার পাশাপাশি বহু স্মৃতি ধরে রাখার জন্যই বাড়িটিকে বিশেষভাবে সাজিয়েছেন তিনি।এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, বাড়ির একটি দেয়ালজুড়ে রয়েছে ‘নস্টালজিয়া ওয়াল’–যেখানে ছেলে আরিয়ান খান, মেয়ে সুহানা খান ও ছোট ছেলে আব্রাম খানের শৈশবের নানা স্মারক, শাহরুখের আঁকা ছবি, পোস্টকার্ড, পুরোনো সংগ্রহ এবং পরিবারের প্রিয় উপহার সংরক্ষিত রয়েছে।

# ‘টক্সিক’ সিনেমার দৃশ্যে কিয়ারা ও যশ, পাশে সিদ্ধার্থ

**চলতি বছরের বহুল প্রতীক্ষিত প্যান–ইন্ডিয়া ছবি ‘টক্সিক: আ ফেয়ারিটেল ফর গ্রোন–আপস’–এর প্রথম গান ‘তাবাহি’ প্রকাশ পেয়েছে। বৃহস্পতিবার গানটিমুক্তির পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রশংসার পাশাপাশি সমালোচনাও শুরু হয়েছে। দক্ষিণি সিনেমায় অভিনেত্রীদের ‘পণ্য’ হিসেবে ব্যবহার করা হয়! জাহ্নবী কাপুর অভিনীত ‘পেড্ডি’ মুক্তির পর এমন অভিযোগেই সরগরম হয়েছিল অন্তর্জাল। খোদ জাহ্নবী কাপুরও দক্ষিণি সিনে ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। দক্ষিণি অভিনেতা যশের সঙ্গে ‘টক্সিক’–এ সাহসী দৃশ্য নিয়েও শুরু হয়েছে সমালোচনা। বিয়ের পর সাহসী দৃশ্যে অভিনয় নিয়ে তুমুল সমালোচনার স্বীকার হয়েছেন কিয়ারা। তবে নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করার জন্য কিয়ারার সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র তাঁর**

**স্বামীর সমর্থন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন অভিনেত্রী। তিনি জানিয়েছেন, কাজের ক্ষেত্রে তিনি সিদ্ধার্থের পূর্ণ সমর্থন পান। সমালোচকেরা যখন কিয়ারাকে বিঁধেছেন, তখন সিদ্ধার্থের সান্ত্বনা, ‘দেখো, এ ধরনের নেতিবাচক মন্তব্য সব সময়ই থাকবে। তুমি কেন ওদের এত গুরুত্ব দিয়ে ঘরে বসে কান্নাকাটি করছ? তোমার সমস্যাটা কী? তুমি তাদের কাউকেই চেনো না। আর তারাও তোমাকে চেনে না। এসব ব্যাপারে কান দিয়ো না।’এক সাক্ষাৎকারে কিয়ারা আরও যোগ করেন, ‘সিদ্ধার্থ বুঝিয়েছিল, এই ভাবনা আমাদেরই বদলাতে হবে। যারা আমাদের সম্পর্কে ভালো কথা বলছে, তাদের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু আমরা নেতিবাচক মন্তব্য নিয়ে বেশি ভাবনাচিন্তা করি।’**

**গীতু মোহনদাস পরিচালিত ও যশের সঙ্গে যৌথভাবে লেখা ‘টক্সিক: আ ফেয়ারিটেল ফর গ্রোন–আপস’–এ অভিনয় করেছেন ইয়াশ, কিয়ারা আদভানি, নয়নতারা, হুমা কুরেশি, রুক্মিণী বসন্ত ও তারা সুতারিয়া।**

# সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণে অভিনেত্রীদের এখন নিখুঁত দেখানোর চাপ অনেক বেশি

ইন্ডাস্ট্রিতে প্রায় দুই দশক কাটিয়ে ফেলেছেন কাজল আগরওয়াল। দক্ষিণের পাশাপাশি বলিউডি সিনেমার দুনিয়ায়ও নিজের জমি পাকাপোক্ত করে ফেলেছেন অভিনেত্রী। সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজের অভিনয়জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু কথা ভাগ করে নিয়েছেন কাজল। জানিয়েছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণে অভিনেত্রীদের এখন নিখুঁত দেখানোর চাপ অনেক বেশি। বর্তমানে ‘দ্য ইন্ডিয়া স্টোরি’র মুক্তির অপেক্ষায় আছেন কাজল।

চেতন ডিকে পরিচালিত ছবিটিতে কীটনাশকনির্ভর কৃষি আর খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণের ফলে সমাজে এর বাজে প্রভাবের কথা তুলে ধরা হয়েছে। ছবিতে কাজলকে আইনজীবীর পোশাক গায়ে সত্য উদ্‌ঘাটনের লড়াইয়ে নামতে দেখা যাবে।বাস্তব ঘটনার আধারে নির্মিত এ ছবির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এই ছবির কাহিনিকে ঘিরে গবেষণার তথ্যগুলো জানার পর বুঝতে পারি, আমরা অনেক সময় নিজেদের ছোট্ট জগতেই সীমাবদ্ধ রাখি। তখন মনে হয়েছিল, এই বিষয়টি সবার সামনে তুলে ধরা দরকার। কারণ, সচেতনতা তৈরি হলেই মানুষ এ নিয়ে ভাববে, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। এটি আমার জন্য চোখ খুলে দেওয়ার মতো অভিজ্ঞতা। বাস্তবতাটা খুবই অস্বস্তিকর।’

কাজল আরও বলেন, ‘এই সিনেমার গল্প আমাকে ব্যক্তিগতভাবেও অনেক বদলে দিয়েছে। অনেক রাত ঘুমাতে পারিনি। বাড়ি ফিরে স্বামীর সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করতাম। পরিবারের জন্য নিরাপদ খাবার কেনার বিষয়ে আরও সতর্ক হয়েছি। এমনকি বন্ধুদেরও বলেছি, শুধু দেখতে ভালো বলে কোনো দোকানকে বিশ্বাস না করে পণ্যের অনুমোদনের সিল বা মান যাচাই করে নিতে।’গ্ল্যামার নিয়ে কাজল জানান, তিনি যখন অভিনয় শুরু করেছিলেন, তখন চলচ্চিত্রজগতের পরিবেশ ছিল একেবারেই ভিন্ন, ‘সেই সময় সামাজিক মাধ্যম ছিল না। বাইরের মানুষের অতিরিক্ত বিচারও ছিল না। বিমানবন্দরে কী পোশাক পরে যাচ্ছেন, তা নিয়ে জবাবদিহি করতে হতো না। নিজের মতো করেই কোথাও যাওয়া যেত, বিমানবন্দরেও স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করা যেত। সম্পূর্ণ সাজগোজ করে ভ্রমণ করা সহজ নয়। বিশেষ করে দীর্ঘ বিমানযাত্রার সময় আরামদায়ক থাকাটাই গুরুত্বপূর্ণ। সৌভাগ্যবশত তখন এসব বিষয় আমাকে সামলাতে হয়নি।’তবে নারী অভিনেত্রীদের ওপর নির্দিষ্ট সৌন্দর্যের মানদণ্ড মেনে চলার চাপ তখনো ছিল। তিনি বলেন, ‘সমালোচনা তখন অবশ্যই ছিল। তবে সেটা মূলত নির্মাতাদের কাছ থেকেই আসত। কেউ চাইতেন আমি একটু মোটা হই, কেউ চাইতেন আরও রোগা হই, এ ধরনের নানা মন্তব্য শুনতে হয়েছে। কিন্তু তখনো পরিস্থিতি তুলনামূলক সহজ ছিল। এতটা নিষ্ঠুর ছিল না। এখন পরিস্থিতি সত্যিই নির্মম। তাই বর্তমান প্রজন্মের মেয়েদের জন্য আমার খারাপ লাগে। আমি শুধু আশা করি, তারা নিজেদের অবস্থানে দৃঢ় থাকতে পারবে এবং নিজেদের জন্য জায়গা ধরে রাখতে পারবে।’ কাজল আরও জানান, তিনি সব সময় এমন পরিস্থিতি থেকে সরে আসার আত্মবিশ্বাস রাখতেন। শুধু সুযোগ পাওয়ার জন্য কোনো কিছুকে ‘হ্যাঁ’ বলতে তিনি কখনো বাধ্য বোধ করেননি। তাঁর মতে, সবকিছুতে সম্মতি দেওয়ার চেয়ে প্রয়োজনে ‘না’ বলতে শেখা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শুরু থেকেই কাজলের বিশ্বাস ছিল, কোনো কাজ হলে ভালো, না হলেও সেটি মেনে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মানসিক প্রস্তুতি তাঁর ছিল। ।জলকে আগামী দিনে নিতেশ তিওয়ারির ‘রামায়ণ’ ছবিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমরা এখন পর্যন্ত শুধু প্রথম পর্বের শুটিং করেছি। আর অবশ্যই এতে লঙ্কার অংশ তুলনামূলকভাবে ছোট। আমি মন্দোদরীর চরিত্রে অভিনয় করছি। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমার চরিত্রটিও খুব সীমিত।’ পর্দায় উপস্থিতি সীমিত হলেও এত বড় একটি চলচ্চিত্র প্রকল্পের অংশ হতে পেরে দারুণ উচ্ছ্বসিত কাজল, ‘সত্যি বলতে অভিজ্ঞতাটা অসাধারণ।

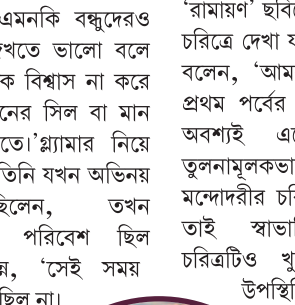

আর আমাদের হৃদয়ের এত কাছের একটি গল্পের অংশ হতে পেরে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।’ ‘দ্য ইন্ডিয়া স্টোরি’ ২৪ জুলাই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা।

# ইরানকে সময় বেঁধে দিল যুক্তরাষ্ট্র

ওয়াশিংটন, ১১ জুলাইঃ হরমুজ প্রণালিতে বাণিজ্যিক জাহাজ লক্ষ্য করে হামলা বন্ধ করতে এবং গুরুত্বপূর্ণ এ নৌপথ সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিতে ইরানকে শনিবার পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস ও পলিটিকো এ খবর জানিয়েছে। জ্বালানি পরিবহনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হরমুজ প্রণালি দিয়ে বিশ্বের এক–পঞ্চমাংশ তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) পরিবাহিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে বর্তমানে বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে এ প্রণালি। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানে হামলা শুরু করার পর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে তেহরান খুবই কার্যকরভাবে হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দিতে সক্ষম হয়। কার্যত এখনো কৌশলগত এ জলপথের নিয়ন্ত্রণ তেহরানের হাতে। ইরানের দাবি, হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতেই থাকা উচিত। এ প্রণালি ইরান ও ওমানের আঞ্চলিক জলসীমা নিয়ে গঠিত। ইরান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর হরমুজ প্রণালির ভেতর দিয়ে চলাচলকারী জাহাজের কাছ থেকে ফি (ট্রানজিট চার্জ) আদায় করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে তেহরান।যুদ্ধের আগে ইরান এমন কোনো ফি আদায় করত না।

হরমুজ প্রণালি ইরান ও ওমানের আঞ্চলিক জলসীমার মধ্যে অবস্থিত হলেও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী কোনো দেশ সাধারণভাবে এ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল বন্ধ করতে বা এর জন্য টোল বা মাশুল আদায় করতে পারে না। এ সপ্তাহে হরমুজ প্রণালিতে জাহাজে হামলার ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্র ইরানে ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়েছে। উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন স্থাপনায় পাল্টা হামলা চালিয়ে ইরানও এর জবাব দিয়েছে।

# বিদ্যাসাগরের জন্মদিনকে শিক্ষা দিবসের দাবী মনীষী স্মরণ সভায় আশিস কুমার ঘোষ

দুরন্ত বার্তা,মধ্যমগ্রাম, ১১ জুলাইঃ বিদ্যাসাগরের জন্মদিন হোক শিক্ষা দিবস, দাবি উঠল শোভন শিল্প পত্রিকার মনীষী স্মরণ সভায়। এই দাবি তুললেন বিদ্যাসাগর বিশেষজ্ঞ অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১১ জুলাই শনিবার বিকেলে মধ্যমগ্রাম শিল্প সুষমা আর্ট গ্যালারিতে শোভন শিল্প পত্রিকা আয়োজিত মনীষী স্মরণ সভায় এই দাবি তোলেন তিনি। উপস্থিত সকলেই করতালি দিয়ে তাঁর এই দাবির প্রতি সমর্থন জানান। উল্লেখ্য, এদিন এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কবি পরাশর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি অশোক মুখোপাধ্যায়, কবি জয়দীপ চট্টোপাধ্যায় এবং কবি–নাট্যকার সমুদ্র বিশ্বাস। অনুষ্ঠানের শুরুতে এই সভায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নজরুল ইসলাম, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ডা: বিধানচন্দ্র রায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রমুখ মনীষীদের স্মরণ করা হয়। নৃত্যের তালে তালে অতিথিদের বরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে ছিল বক্তৃতা, কবিতা পাঠ, সঙ্গীত, নৃত্য পরিবেশন এবং গুণীজন সংবর্ধনা। উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক নূতন জগৎ সংবাদপত্রের সম্পাদক চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য অতিথিরা। এদিন সবশেষে এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা শোভন শিল্প পত্রিকার সম্পাদক শোভনলাল মৈত্র উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বেশ কিছু এনজিও সংস্থার কর্ণধারদের সম্মানিত করা হয়।

# চলতি বছরে জান্তা বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে বড় জয় পেয়েছে জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো

নাইপাইড়ু, ১১ জুলাইঃ মিয়ানমারের গহিন জঙ্গলে বিপ্লবের লাল পতাকাকে স্যালুট দিচ্ছেন পিছু হটতে থাকা বিদ্রোহীরা। তাঁরা গণতন্ত্রের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার শপথ নিচ্ছেন। তবে পাঁচ বছরের রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের পর এই আন্দোলনের তেজ এখন অনেকটা কমে গেছে। সাগাইং অঞ্চলের একটি গোপন প্রশিক্ষণ ঘাঁটিতে গণতন্ত্রকামী ‘পিপলস ডিফেন্স ফোর্স’ (পিডিএফ)–এর একজন সেকশন কমান্ডার বলেন, ‘বিপ্লব এখন দীর্ঘমেয়াদি রূপ নিয়েছে।’ নিরাপত্তার কারণে নিজের নাম প্রকাশ না করে ‘ভিলেন’ পরিচয় দেওয়া ২৩ বছর বয়সী এই যোদ্ধা বলেন, ‘কয়েক বছর আগে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, সেই সৈন্যদের মনেও এখন সন্দেহ আর অনিশ্চয়তা দানা বাঁধছে। এই বিপ্লব আদৌ সফল হবে কি না, তা নিয়ে তাঁরা দ্বিধায় আছেন।’ ২০২১ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অং সান সু চির নির্বাচিত সরকারকে সামরিক জান্তা উৎখাত করার পর মিয়ানমারে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। পর্যবেক্ষণ সংস্থা এসিএলইডির তথ্য অনুযায়ী, এই সংঘাতে এখন পর্যন্ত এক লাখের বেশি মানুষ মারা গেছেন।একসময় বিদ্রোহীরা জান্তা সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু সেনাবাহিনী এখন রণক্ষেত্রে নতুন করে আধিপত্য বিস্তার করছে। এর পেছনে বড় ভূমিকা রাখছে চীনের সমর্থন।

পিডিএফ–এর সঙ্গে জোটবদ্ধ বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে জান্তার যুদ্ধবিরতি করিয়ে দিতে মধ্যস্থতা করেছে বেইজিং। একই সঙ্গে চীন জান্তার নবগঠিত বেসামরিক প্রশাসনকেও সমর্থন দিচ্ছে। এর মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে মিয়ানমারের একঘরে হয়ে থাকা ভাবমূর্তি পরিবর্তনের চেষ্টা চলছে। এই সপ্তাহান্তে ব্যাংককে আঞ্চলিক দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন মিয়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।নিরাপত্তা বাহিনী যখন অভ্যুত্থানবিরোধী বিক্ষোভ দমনে কঠোর হয়, তখন অনেক তরুণ শহর ছেড়ে পিডিএফ গেরিলা ইউনিট গঠন করেন। তাঁরা মিয়ানমারের সীমান্ত অঞ্চলে কয়েক দশক ধরে লড়তে থাকা বিভিন্ন জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মেলান।মিয়ানমারের এসব জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় বেশ পেশাদার।

গণতন্ত্রকামী বিদ্রোহীরা তাদের সঙ্গে মিশে বড় ধরনের সাফল্য পেয়েছিল। ২০২৩ সালে তাদের একটি যৌথ অভিযানে বিদ্রোহীরা মিয়ানমারের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মান্দালয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল।তবে জান্তা সরকার আবার রণক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করেছে।

চীনের সহায়তায় তারা দুটি শক্তিশালী জাতিগত গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে সক্ষম হয়েছে। গোষ্ঠী দুটি হলো—মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ) এবং তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ)। এই শক্তিশালী মিত্রদের হারিয়ে অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ পিডিএফ যোদ্ধারা এখন পিছু হটছেন। তাঁদের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা, অস্ত্র এবং গোলাবারুদের অভাব দেখা দিয়েছে।

জান্তা বাহিনী এ বছর বেশ কিছু বড় জয় পেয়েছে এবং থাইল্যান্ড ও চীনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ আবার উন্মুক্ত করেছে। ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের গবেষক মর্গান মাইকেলস বলেন, ‘মিয়ানমারের সশস্ত্র বাহিনীর কাছে পিডিএফ যোদ্ধারা কেবল বিরক্তির কারণ, কোনো বড় কৌশলগত হুমকি নয়।’ মর্গান ভবিষ্যদ্বাণী করেন, জাতিগত গোষ্ঠীগুলোর সমর্থন ছাড়া অসংগঠিত পিডিএফ যোদ্ধারা হয় যুদ্ধবিরতিতে যাবেন, নয়তো তাঁরা ‘আঞ্চলিক যুদ্ধবাজ’ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন অথবা পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন।

রণক্ষেত্রের চিত্র বদলে দেওয়ার এই যুদ্ধবিরতির পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক চাল। যুদ্ধের ময়দানে থাকা বিদ্রোহী যোদ্ধা এবং সংঘাত পর্যবেক্ষণকারী–উভয় পক্ষই এ বিষয়ে একমত।মধ্য মিয়ানমারে নিজের ঘাঁটিতে বসে ভিলেন বলেন, ‘আমরা রাজনীতিতে হেরে গেছি বলেই এই পিছু হটা। এখানে মূল বিষয় ছিল চীনের চাপ।’ বিশ্লেষকেরা বলছেন, সীমান্তে অস্থিরতা শুরু হওয়ায় বেইজিং প্রথমে এই অভ্যুত্থান নিয়ে হতাশ ছিল।

পরে তারা দুটি যুদ্ধবিরতি করিয়ে দেয়। জান্তা প্রধান মিন অং হ্লাইং যখন নির্বাচনের মাধ্যমে বেসামরিক শাসনে ফেরার প্রতিশ্রুতি দেন, তখন চীন তাঁকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিল।

বিরোধীদের বর্জন করা সেই নির্বাচনে জান্তাপন্থী রাজনীতিবিদেরা বড় জয় পান। গত এপ্রিলে মিন অং হ্লাইং বেসামরিক প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন।

**নাম পরিবর্তন**

আমি Progoti Dutta, D/O Rajkumar Dutta গ্রাম: সদাশিবপুর, পো: কুরুমগ্রাম, থানা: মাড়গ্রাম, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Progoti Dutta, D/O Rajkumar Dutta, যা আমার W.B.C.R.O.S. এডমিড কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার আধার কার্ডে Progati Dutta, D/O Rajkumar Dutta লিপিবদ্ধ রয়েছে। রেশন কার্ডে Pragati Dutta, D/O Raj kumar Dutta লিপিবদ্ধ রয়েছে। ভোটার কার্ডে Mahuya Dutta, W/O Manoj Dutta লিপিবদ্ধ রয়েছে। ০৯.০৭.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ২৩৪৮৪ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Progoti Dutta, D/O Rajkumar Dutta and Progati Dutta, D/O Rajkumar Dutta and Pragati Dutta, D/O Raj kumar Dutta and Mahuya Dutta, W/O Manoj Dutta এক এবং অভিন্ন।

**নাম পরিবর্তন**

আমি সুভাঙ্গিনী দাস, পিতাঃ নরেন্দ্র নাথ দাস বয়স - ৩৩, ঘোষনা করিতেছি যে গত 16.5.12 তারিখে সেখ হাসিদুল আলিকে বিবাহ করিয়াছিলাম, এবং সুহানা খাতুন নাম গ্রহণ করিয়াছিলাম, বর্তমানে 16.4.26 তারিখে আমার স্বামীর সহিত বৈধ বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে বিবাহ বিচ্ছেদের পর আলিপুরের মহামহিম 1st Class Judicial Magistrate Court এর এফিডেভিট বলে আমি পূর্বের সুভাঙ্গিনী দাস হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হইলাম। সুভাঙ্গিনী দাস, পিতা নরেন্দ্র নাথ দাস ও সুহানা খাতুন একই অভিন্ন ব্যক্তি।

**Name Change**

I, Chandan Singh S/o Ramdhani Singh residing at Goalafatak, Uttarpara, P.O. and P.S. Naihati, Dist- North 24 Parganas, Pin-743165 WB do hereby solemnly affirm and declare my son's actual name Om Singh instead of Nabalika Abhijit Singh, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Barrackpore, North 24 Parganas, on 21.12.2026. That Om Singh and Nabalika Abhijit Singh both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Mursela Bibi, W/o- Rahaman Sk, Resident at, Vill- Belsanda, Po- Pundi, Ps- Sagardighi, Dist- Murshidabad, 742226, That my actual name is Mursela Bibi which has been recorded in my, Aadhaar, Ration Card (SPHH 0036051416) & Shastho Sathi health card. That my wrongly name is Tuktuki which has been recorded in my Voter card Epc No. WB/08/053/ 219494. Vide affidavit before the 1ST Class Judicial Magistrate 2nd Court Jangipur on 07/10/24 Mursela Bibi & Tuktuki same and one identical person.

# ত্রিবেণী কুম্ভ মেলা উপলক্ষ্যে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত চুঁচুড়ার বিধায়ক সুবীর নাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১১ জুলাই ঃ ত্রিবেণীর ঐতিহ্যবাহী ত্রিবেণী কুম্ভ মেলাকে সামনে রেখে শনিবার আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক সুবীর নাগ। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পূজ্য নির্গুনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ এবং পূজ্য জগদাতিহরা দাস প্রভুসহ মেলার আয়োজক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিবেণী কুম্ভ মেলার বিভিন্ন আয়োজন, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ভক্তদের সুবিধা এবং সামগ্রিক প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। মেলাকে শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়। এদিন বিধায়ক সুবীর নাগ বলেন, ত্রিবেণী কুম্ভ মেলা শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি বাংলার আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই মেলায় প্রতি বছর অসংখ্য পুণ্যার্থী ও দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে, যা এলাকার ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করে। তিনি ত্রিবেণীর এই ঐতিহ্যবাহী আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার কামনা করেন এবং মেলার সার্বিক সাফল্যের জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

# মাদ্রায় গৃহবধূর রহস্যমৃত্যুঃ দীর্ঘ পলাতক থাকার পর ধরা পড়ল শ্বশুর-শাশুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্বস্থলী, ১১ জুলাই ঃ পূর্বস্থলী-১ ব্লকের দোগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মাদ্রা এলাকায় গৃহবধূ অর্পিতা ঢালীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল নাদনঘাট থানার পুলিশ। দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর মৃত গৃহবধূর শ্বশুর ননীগোপাল সরকার ও শাশুড়ি তুলসী সরকারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবার তাঁদের কালনা মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। জানা যায়, গত ২২ এপ্রিল মাদ্রা এলাকায় নিজের শ্বশুরবাড়িতে বিষ পান করেন অর্পিতা ঢালী। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে শ্বশুরবাড়িতে মানসিক ও শারীরিক অত্যাচারের শিকার ছিলেন অর্পিতা। সেই নির্যাতনের জেরেই তিনি এই চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন। ঘটনার পর মৃতার বাবা জগদীশ ঢালী ২৪ এপ্রিল নাদনঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও অভিযুক্ত শ্বশুর ও শাশুড়ি দীর্ঘদিন ধরেই আত্মগোপনে ছিলেন।অবশেষে শুক্রবার নাদনঘাট থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত ননীগোপাল সরকার ও তুলসী সরকারকে গ্রেফতার করে। শনিবার তাঁদের কালনা মহকুমা আদালতে তোলা হয়। উল্লেখ্য, অর্পিতা ঢালীর বাপের বাড়ি কালনা থানার ধর্মডাঙ্গা এলাকায়। কয়েক বছর আগে মাদ্রা এলাকার শুভজি সরকারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মামলার তদন্ত চলছে এবং ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

# মিড ডে মিলে আমের সংযোজন, ব্যতিক্রমী উদ্যোগে খুশি পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১১ জুলাই ঃ রাজ্য সরকারের মিড ডে মিল প্রকল্পে পুষ্টিকর খাবারের ওপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি মালদার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিজস্ব উদ্যোগে মেনুতে যুক্ত করেছে জেলার বিখ্যাত আম। ইংরেজবাজার ব্লকের সেকেন্দরপুর ম্যানেজড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই প্রশংসা কুড়িয়েছে অভিভাবক, শিক্ষক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের। শনিবার বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, আমের মরশুম জুড়ে প্রতিদিন মিড ডে মিলে ভাত, ডাল ও তরকারির সঙ্গে পড়ুয়াদের হিমসাগর, লক্ষ্মণভোগ, ল্যাংড়াসহ বিভিন্ন প্রজাতির আম পরিবেশন করা হচ্ছে। স্থানীয় অভিভাবকদের সহযোগিতায় অনেক সময় আম সংগ্রহ করা হয়, আবার প্রয়োজনে শিক্ষকরা নিজেরাও আম কিনে আনেন। বিদ্যালয়ের সহকারী ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বিবেক বরণ মণ্ডল জানান, আগে বিশেষ দিনে আম খাওয়ানো হলেও গত তিন বছর ধরে নিয়মিতভাবে 'আম উৎসব'-এর আয়োজন করা হচ্ছে। আমের মরশুম যতদিন থাকবে, ততদিন এই উদ্যোগ চলবে। বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রী জানায়, প্রতিদিন মিড ডে মিলে আম খেতে পেয়ে তারা খুব আনন্দিত। এতে স্কুলে আসার আগ্রহও বেড়েছে। বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ১২৫ জন পড়ুয়া রয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা, পড়ুয়াদের বিদ্যালয়মুখী করা এবং আনন্দের সঙ্গে পড়াশোনার পরিবেশ তৈরি করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

# সমুদ্রে নিখোঁজ ১৫ মৎস্যজীবী অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার, বাঘেরচর দ্বীপে মিলল হদিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ১১ জুলাই ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের শঙ্করপুর থেকে ট্রলারসহ নিখোঁজ হওয়া ১৫ জন মৎস্যজীবীর হদিশ মিলল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের বাঘেরচর দ্বীপের কাছে। শনিবার সকালে তাঁদের খোঁজ পাওয়া যায় এবং উদ্ধার হওয়া সমস্ত মৎস্যজীবীই সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ও

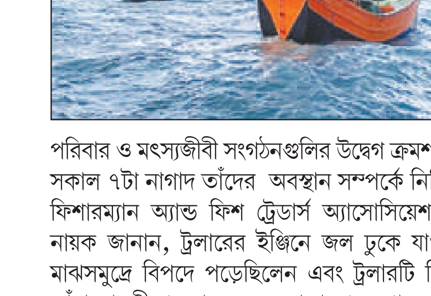

সুস্থ আছেন বলে জানা গেছে। পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৬ জুলাই গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান এই মৎস্যজীবীরা। তাঁদের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় পরিবার ও মৎস্যজীবী সংগঠনগুলির উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছিল। অবশেষে শনিবার সকাল ৭টা নাগাদ তাঁদের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য মেলে। শঙ্করপুর ফিশারম্যান অ্যান্ড ফিশ ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক স্বদেশরঞ্জন নায়ক জানান, ট্রলারের ইঞ্জিনে জল ঢুকে যাওয়ার কারণেই মস্যজীবীরা মাঝসমুদ্রে বিপদে পড়েছিলেন এবং ট্রলারটি বিকল হয়ে যায়। বর্তমানে তাঁরা কাকদ্বীপের বাঘেরচর এলাকা থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে রয়েছেন। তাঁদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার জন্য শঙ্করপুর থেকে ইতিমধ্যে একটি লঞ্চ পাঠানো হয়েছে। এদিকে, বঙ্গোপসাগরে আরও একটি ট্রলার দুর্ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। বকখালি উপকূল থেকে প্রায় ১২-১৪ কিলোমিটার দূরে মাছ ধরার সময় একটি ট্রলারের তলা ফেটে জল ঢুকতে শুরু করে এবং সেটি সমুদ্রে ডুবে যায়। তবে স্বস্তির বিষয় হল, ট্রলারে থাকা ১২ জন মৎস্যজীবীকেই আশেপাশে থাকা অন্যান্য ট্রলারের মৎস্যজীবীরা তৎপরতার সঙ্গে সুরক্ষিতভাবে উদ্ধার করেছেন। উল্লেখ্য, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার পূর্বাভাসের কারণে গত ২ থেকে ৭ জুলাই পর্যন্ত গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল প্রশাসন। নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পরও সমুদ্র উত্তাল থাকায় অধিকাংশ মৎস্যজীবীই ট্রলার নিয়ে বের হতে পারছেন না। ফলে ইলিশ মরশুমের শুরুতেই চরম আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন মৎস্যজীবীরা।

# জুন মাসে পণ্য পরিবহনে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স অব্যাহত রেখে ১,০২৫ টি রেক আনলোড উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ১১ জুলাই ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৬-এর জুন মাসেও পণ্য পরিবহনে তাদের শক্তিশালী পারফরম্যান্স অব্যাহত রেখেছে। মাসজুড়ে এই জোনে মোট ১,০২৫টি পণ্য পরিবাহী রেক আনলোডিং করা হয়েছে, যা পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী ও আশাব্যঞ্জক কার্যক্রমের প্রতিফলন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৬-এর জুন মাসজুড়ে অত্যাবশ্যকীয় ও শিল্পজাত পণ্য সামগ্রীর সুগম পরিবহন নিশ্চিত করেছে। এই অঞ্চলের বিভিন্ন গুডস শেডে খাদ্যশস্য, খাদ্য-উপযোগী সামগ্রী, সার, চিনি, কয়লা, লবণ ও ট্যাঙ্ক ওয়াগনসহ বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী দক্ষতার সাথে পরিবহন করা হয়েছিল এর ফলে যথাসময়ে পণ্য সরবরাহ সম্ভব হয়েছে এবং পণ্য পরিবহন পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা আরও সুদৃঢ় হয়েছে। পণ্য সামগ্রী পরিবহনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর চাহিদা মেটানোর জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল। আসামে সর্বাধিক ৫৮৯ টি রেক আনলোড করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৭২টি রেক ছিল অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের এবং ৩১৭ টি রেক আবশ্যকীয় পণ্যের এটি পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটিস এবং দৈনন্দিন উপভোক্তার চাহিদা পূরণে

রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকেই তুলে ধরে। একই সময়ে ত্রিপুরায় ৬৮টি রেক, নাগাল্যান্ডে ২২টি, মণিপুরে ২০টি, অরুণাচল প্রদেশে ৮ টি এবং মিজোরামে ৫টি রেক আনলোড করা হয়েছে। এছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গে ১৮৪টি এবং বিহার ১২৯টি রেক আনলোড করা হয়েছে, যার মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় ও আবশ্যকীয় উভয় ধরনের পণ্যই অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা এই অঞ্চলে পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা, বাণিজ্যিক সংযোগ এবং অর্থনৈতিক কাম-কাজ আরও সুদৃঢ় হয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর সুগম চলাচল জনসাধারণের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণের পাশাপাশি এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কাম-কাজকে সহায়তা ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি স্তরে সুগম পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করার টার্নঅ্যারাউন্ড টাইম এবং সামগ্রিক পণ্য আনলোডিং-এর দক্ষতা বাড়াতে আরও সহায়তা করেছে।

# অধীরের উপর হামলাকারীকে কংগ্রেসে 'বরণ', তীব্র বিতর্ক মুর্শিদাবাদে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ১১ জুলাই ঃ ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনী প্রচার পর্বে বহরমপুর কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরীর ওপর হামলা চালানোর অভিযোগে গত ৯ মে বহরমপুর থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বহরমপুর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদ্য প্রাক্তন কাউন্সিলর ভীষ্মদেব কর্মকার। শনিবার সেই ভীষ্মদেব কর্মকারকেই বহরমপুরে জাতীয় কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে সংবর্ধনা দিয়ে কংগ্রেসে 'বরণ' করে নেওয়া হলো। ভীষ্মদেব কর্মকারের হাতে জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা তুলে দেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী। সেই সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের একাধিক শীর্ষ নেতা। প্রসঙ্গত গত ৪ এপ্রিল সকাল বেলায় বহরমপুর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের নির্বাচনী প্রচার চালানোর সময় বহরমপুর কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছিল ভীষ্মদেব কর্মকার এবং তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বি টি কলেজ এলাকা একটি গলির ভেতর দিয়ে অধীর চৌধুরী এবং তাঁর সমর্থকরা মিছিল শুরু করতেই ভীষ্মদেব কর্মকারের নেতৃত্বে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা অধীর চৌধুরী এবং কংগ্রেস কর্মীদের ওপর হামলা করেন। অধীর চৌধুরীকে সেই সময়ে ধাক্কাধাক্কি করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ। সেদিন অধীর চৌধুরীর কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা রক্ষীরা কোনওক্রমে তাঁকে ওই এলাকা থেকে বার করে নিয়ে যান। ঌএই ঘটনার পরই অধীর চৌধুরীর তরফ থেকে নির্বাচন কমিশনে ভীষ্মদেব কর্মকার সহ আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই মামলাতেই সম্প্রতি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ভীষ্মদেব কর্মকার। যদিও গ্রেপ্তার হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই তিনি ওই মামলায় জামিন পেয়েছেন। অধীর চৌধুরী আক্রান্ত হওয়ার মাত্র তিন মাসের মধ্যে ওই হামলার মূল অভিযুক্তকে কংগ্রেস দলে যোগদান করানোই বহরমপুর শহরে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। অনেকেই নেতৃত্বের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আড়ালে নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত, রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের জামানায় ভীষ্মদেব কর্মকার বহরমপুর পুরসভার কাউন্সিলর ছাড়াও তৃণমূল দলের বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা যুব সভাপতির পদে ছিলেন। কংগ্রেস যোগ দিয়ে ভীষ্মদেব বলেন, জাতীয় কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প নেই। বহরমপুর শহরে ছাত্র -যুব রাজনীতি করতে, মানুষের কাজ এবং তাঁদের সহযোগিতা করার জন্যই কংগ্রেসে যোগদান করলাম। আগামী ১৩ তারিখ টেক্সটাইল মোড়ে আরও বড় একটি সমাবেশ হচ্ছে। সেদিন জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে অনেক নেতা এবং ছাত্রছাত্রীরা কংগ্রেস দলে যোগদান করবেন। অধীর চৌধুরীর ওপর হামলার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একটি রাজনৈতিক দল করলে কিছু নির্দেশ থাকে। কখনও আইপ্যাক থেকে নির্দেশ এসেছে কখনও বা আমাদের দলের যিনি প্রার্থী ছিলেন তাঁর তরফ থেকে নির্দেশ এসেছে। ঌগোটা ঘটনা প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র জয়ন্ত দাস বলেন, ওই ব্যক্তি যে অধীর চৌধুরীর পথ আটকে কুসিত অঙ্গভঙ্গি করেছিলেন তা তিনি নিজেই পরোক্ষে আজ মঞ্চে স্বীকার করেছেন। বাঙালির মননে 'ক্ষমা' নামক একটি শব্দ রয়েছে। ' তিনি বলেন, রাজীব গান্ধীর হত্যাকারীকেও সোনিয়া গান্ধী ক্ষমা করেছেন। ক্ষমা চেয়ে কেউ দলে এলে সেই দল বড় হয়। ভীষ্মদেব কর্মকারের কংগ্রেসের যোগদান নিয়ে কংগ্রেস কর্মীদের মনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। কিন্তু 'দাদা' তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

# নিজের দুই মেয়েকে ধর্ষণের দায়ে বাবার আমৃত্যু সশ্রম কারাদণ্ড, ঐতিহাসিক রায় তমলুক পকসো আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ১১ জুলাই ঃ নিজের দুই নাবালিকা মেয়েকে দিনের পর দিন ধর্ষণের অভিযোগে এক পাষণ্ড পিতাকে আমৃত্যু সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক জেলা আদালতের বিশেষ পকসো কোর্ট। শুক্রবার বিচারক সুস্মিতা মুখোপাধ্যায় এই ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করেন। আদালত ধৃত ব্যক্তিকে সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পাশাপাশি ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে। একই সঙ্গে, নির্যাতিতা দুই বোনের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে রাজ্য সরকারকে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। আদালত সূত্রে জানা গেছে, নির্যাতিতা দুই নাবালিকার মা মানসিক ভারসাম্যহীন। এই সুযোগ নিয়ে তাদের পিতা দিনের পর দিন দুই মেয়ের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালাত। লোকলজ্জা আর বাবার হুমকির ভয়ে প্রথমে তারা মুখ খোলেনি। কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে, অবশেষে ২০২২ সালের মে মাসে ছোট বোন সাহস জুটিয়ে প্রতিবেশী এক দূর সম্পর্কের মামাকে সব কথা খুলে বলে। এরপর ওই ব্যক্তি নাবালিকাকে সঙ্গে নিয়ে কোলাঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনার বহু বছর আগেও ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ উঠেছিল। সে সময় প্রতিবেশীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সে ভিন রাজ্যে পালিয়ে যায়। প্রায় দুই বছর গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর পরিস্থিতি শান্ত হলে সে আবার বাড়ি ফিরে আসে এবং পুনরায় ছোট মেয়ের ওপর একই অত্যাচার শুরু করে। কোলাঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরপরই পুলিশ তপরতার সঙ্গে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। প্রায় চার বছর ধরে চলা এই মামলার বিচার প্রক্রিয়ায় মোট ১০ জন সাক্ষীর বয়ান নথিভুক্ত করা হয়। পুলিশ আদালতে অকাট্য তথ্য-প্রমাণ পেশ করে। সরকারি আইনজীবী অস্মিতা দাস খাঁড়া এই ঘটনাকে অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে উল্লেখ করেন। রায়ের পর তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানান, তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মামলাটির তদন্ত করেছেন। প্রমাণ সংগ্রহ থেকে শুরু করে সাক্ষীদের আদালতে হাজির করা-প্রতিটি পদক্ষেপে পুলিশের ইতিবাচক ভূমিকার কারণেই এত দ্রুত এই মামলার রায়দান সম্ভব হয়েছে।

# কাঁকসার গ্রামীণ রুটে চালু হল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সরকারি বাস পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১১ জুলাই ঃ গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহের মধ্যে যাত্রীদের স্বস্তি দিতে দুর্গাপুর শহরের পাশাপাশি এবার কাঁকসার গ্রামীণ রুটেও চালু হল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) সরকারি বাস পরিষেবা। শুক্রবার সন্ধ্যায় দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুইয়ের উদ্যোগে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার (এসবিএসটিসি) এই পরিষেবার সূচনা হয়। শনিবার এসবিএসটিসি সূত্রে জানা গেছে, দুর্গাপুরের প্রান্তিকা থেকে বিধাননগর, মুচিপাড়া, রাজবাঁধ, আলাজোড়া, বাবনাবেড়া হয়ে সিলামপুর পর্যন্ত একজোড়া বৈদ্যুতিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসের উদ্বোধন করা হয়। পরিষেবার উদ্বোধন করেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই। এদিন সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, একটি বাস প্রতিদিন ভোর সাড়ে ৫ টায় প্রান্তিকা বাসস্ট্যান্ড থেকে সিটি সেন্টার হয়ে সিলামপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। অপর বাসটি ভোর ৫টা ১৫ মিনিটে সিলামপুর থেকে প্রান্তিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক বলেন, আগামী দিনে কাঁকসার ঐতিহ্যবাহী গড়জঙ্গল, শ্যামারূপা মন্দির এবং দেউল পর্যন্ত এসবিএসটিসির বাস পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি যাত্রীদের সুবিধার্থে তারাপীঠ ও পুরী জগন্নাথ ধামগামী সরকারি বাস পরিষেবাও চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই নতুন পরিষেবা চালু হওয়ায় কাঁকসা ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের পাশাপাশি প্রতিদিনের যাতায়াতকারী যাত্রীরাও উপকৃত হবেন বলে মনে করছে এসবিএসটিসি।

# খাল পরিষ্কারের সময় উদ্ধার পচাগলা দেহ, বারাসাতে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসাত, ১১ জুলাই ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতের বামনগাছি নিত্যানন্দ সরণী এলাকায় একটি খাল থেকে পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় শনিবার ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। খাল পরিষ্কারের কাজ চলাকালীন শ্রমিকদের নজরে আসে দেহটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে বামনগাছি থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই জলনিকাশির সমস্যা রয়েছে। সামান্য বৃষ্টিতেই রেল সংলগ্ন খাল ও আশপাশের এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। সেই সমস্যার সমাধানে পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এদিন জেসিবি মেশিন দিয়ে খাল পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়। সেই সময়ই খালের ভিতরে একটি পচাগলা মৃতদেহ দেখতে পান শ্রমিকরা। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, মৃতদেহটি প্রায় দু'মাস বা তারও বেশি সময় ধরে খালের মধ্যে পড়ে ছিল। দেহটি এতটাই পচে গেছে যে তাৎক্ষণিকভাবে মৃতের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। কীভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এবং কীভাবে দেহটি খালে এল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ও চাঞ্চল্যের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

# কমিশন বৃদ্ধি

কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ কেন্দ্রীয় সরকার রেশন ডিলারদের কমিশন বৃদ্ধি করেছে। কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রক থেকে বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে গত ১ এপ্রিল থেকে এই রাজ্য সহ অন্যান্য রাজ্যের রেশন ডিলাররা কুইন্টাল প্রতি খাদ্য শস্যে ১০ টাকা করে অতিরিক্ত কমিশন পাবেন জানানো হয়েছে বলে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখ্য বর্তমানে রাজ্যের রেশন ডিলাররা কুইন্টাল প্রতি খাদ্যশস্যে ৯৫ টাকা করে কমিশন পান।

# দুর্গাপুরে ডিএসপি কারখানায় স্ল্যাগভর্তি ল্যাডেলে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ঠিকা শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১১ জুলাই ঃ আবারও রাষ্ট্রায়ত্ত স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের (সেইল) দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় (ডিএসপি) মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। স্ল্যাগভর্তি ল্যাডেলে পড়ে দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক ঠিকা শ্রমিকের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রমিক নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠেছে। নিরাপত্তায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন সহকর্মীরা। কারখানার বাইরে বিক্ষোভ দেখিয়ে তাঁরা মৃত শ্রমিকের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ ও চাকরির দাবি জানান। শনিবার কারখানা চত্বরে এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ডিএসপি সূত্রে জানা গেছে, মৃত শ্রমিকের নাম শেখ শহিদুল (২৬)। তিনি দুর্গাপুরের আরতি গ্রামের বাসিন্দা। শুক্রবার রাতের শিফটে ব্লাস্ট ফার্নেস বিভাগে কর্মরত অবস্থায় তিনি দুর্ঘটনার শিকার হন। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, একটি রড ভেঙে যাওয়ায় তিনি গরম স্ল্যাগভর্তি ল্যাডেলের মধ্যে পড়ে যান। গভীর রাতে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই কারখানায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সহকর্মীরা গিয়ে তাঁর ঝলসে যাওয়া দেহ দেখতে পান। তাঁদের দাবি, দেহ এতটাই দগ্ধ হয়েছিল যে সহজে শনাক্ত করা সম্ভব ছিল না। ঘটনার পরই নিরাপত্তা ব্যবস্থার গাফিলতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে সামিল হন শ্রমিকেরা। তাঁদের দাবি, মৃত শ্রমিকের পরিবারের একজন সদস্যকে অবিলম্বে অস্থায়ী চাকরি দিতে হবে, উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে কারখানায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করারও দাবি জানান তাঁরা। মৃতের সহকর্মী বলেন, আমরা দু'জনে একসঙ্গে কাজ করছিলাম। আমি কিছুক্ষণ বাইরে বিশ্রাম নিতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি শহিদুলকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরে জানতে পারি, সে ল্যাডেলের মধ্যে পড়ে মারা গিয়েছে। ঠিক কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, তা আমি দেখিনি। তবে মনে হচ্ছে, কোনও রড ভেঙে যাওয়ায় সে নিচে পড়ে যায়। এই ঘটনার পর দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানাকে কার্যত 'মৃত্যুকূপ' বলে অভিযোগ তুলেছে শ্রমিক মহল। তাঁদের দাবি, গত কয়েক বছরে একের পর এক দুর্ঘটনায় বহু শ্রমিকের প্রাণ গেছে। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ডিএসপির নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০২৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি কারখানার বেসিক অক্সিজেন ফার্নেস (বিওএফ) প্ল্যান্টে কনভার্টার বিস্ফোরণে গলিত লোহা ছিটকে পাঁচ শ্রমিক গুরুতর আহত হন। ২০২৩ সালের ২০ নভেম্বর ব্লাস্ট ফার্নেস থেকে স্ল্যাগ বহনের সময় হট ল্যাডেল উল্টে গরম স্ল্যাগের নিচে চাপা পড়ে এক ঠিকা শ্রমিকের মৃত্যু হয় এবং আরও তিন শ্রমিক আহত হন। একই বছরের ১ মার্চ ল্যাডেল খালি করার সময় তরল স্ল্যাগ ছিটকে তিন ঠিকা শ্রমিক আহত হন। তারও আগে, ১৮ ফেব্রুয়ারি ডিএসপির বেসিক অক্সিজেন ফার্নেস (বিওএফ)-এর রিফ্র্যাক্টরি বিভাগে কাজ করার সময় রহস্যজনকভাবে অসুস্থ হয়ে তিন ঠিকা শ্রমিকের মৃত্যু হয় এবং আহত হন আরও পাঁচ শ্রমিক। পরপর এই দুর্ঘটনার জেরে কারখানার শ্রমিক নিরাপত্তা নিয়ে ফের বড় প্রশ্ন উঠেছে। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকারের স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের নামে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও শ্রমিক অধিকার ছাড়াই বহু কর্মীকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ করার ফলেই এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে। বিএমএস-সমর্থিত ডিএসপি ঠিকা মজদুর সংঘের ডিএসপি ইউনিটের সভাপতি অরূপ রায় বলেন, আমরা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছি। মৃত শ্রমিকের পরিবারের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং কারখানায় শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিও জানিয়েছি। ডিএসপির জনসংযোগ আধিকারিক বেদবন্ধু রায় বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দু ঃখজনক। কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।

# রবিবার বিকাল থেকে গ্রিন লাইন মেট্রো পরিষেবা

কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ রবিবার, অর্থাৎ ১২.০৭.২০২৬ তারিখে 'অটোমেটিক ট্রেন অপারেশন' (ATO) পরীক্ষার বিষয়ে 'কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি' -এর পরিদর্শনের কারণে, গ্রিন লাইন মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক সময় সকাল ৯.০০টার পরিবর্তে বিকেল ৪.৩০ টা থেকে শুরু হবে। ওই দিন টার্মিনাল স্টেশনগুলি থেকে শেষ মেট্রো ছাড়ার সময় অপরিবর্তিত থাকবে।

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

**ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিশ নম্বর: এস/০৯/২০২৬-২৭, তারিখ: ০৮-০৭-২০২৬।** নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

**ক্র.নং: ১; টেন্ডার নম্বর: ৪০/২৬/০৫১৭/ওটি/৫১/২০২৬-২৭;**
**বন্ধের/খোলার তারিখ: ২৩-০৭-২০২৬**

**সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** এলএইচবি কোচের জন্য আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নম্বর আরডিএসও/পিই/স্পেক/এসি/০১৮৩- রেভ ২-২০২৪ অনুযায়ী .৫ কেডব্লিউ আন্ডারস্লাং কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ রেগুলেটেড কাম ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জার। [ওয়ারেন্টি পিরিয়ড: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] ইউভিএএম আইটেম রেফ. (আইটেম আইডি: ৩১০০৫৯৪-4.5 কেডব্লিউ আন্ডারস্লাং কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ, রেগুলেটেড কাম ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জার ফর এলএইচবি কোচেস)। (i) পরিমাণ-৭০.০০টি, এনএফআর (আসাম) দিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপোর জন্য, (ii) পরিমাণ-৫০.০০টি, এনএফআর (আসাম) নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপোর জন্য, (iii) পরিমাণ-১৫.০০টি, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) পান্ডু জিএসডি-র জন্য। পিএল নম্বর-৪৫১৩৯৬৫৯।

**ক্র.নং: ২; টেন্ডার নম্বর: ৩০/২৬/১১৫৬/ওটি/৫২/২০২৬-২৭;**
**বন্ধের/খোলার তারিখ: ১০-০৯-২০২৬**

**সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** এলএইচবি কোচের জন্য মেসার্স নর মার্ক ব্রেমসে পার্ট নম্বর আই.পি.৩০৮৩ (বা) মেসার্স এফটিআরটিআইপিএল পার্ট নম্বর ২এসকে ১০.৬১৭৬এ. (বা) মেসার্স সোনা বিএলডব্লিউ পার্ট নম্বর/ড্রয়িং নম্বর ১জে১১২০১০৫১০ অনুযায়ী এন্ড কানেক্টরসহ ফ্লেক্স বল ক্যাবল ফ্লেক্সিবল রিমোট কন্ট্রোল জি-২১৯৭ মিমি। ম্যাটেরিয়াল স্পেক: আরডিএসও/২০১১/সিজি-০৪ (রেভ-০৪) সর্বশেষ সংশোধনসহ। গ্যারান্টি/ওয়ারেন্টি আরডিএসও/২০১১/সিজি-০৪ (রেভ-০৪)-এর ক্লজ নম্বর ৫ অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টি পিরিয়ড: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩৬ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং: আইটেম: ৩১০০২০৪, এলএইচবি টাইপ বিজি মেইনলাইন কোচের জন্য অ্যাক্সেল মাউন্টেড ডিস্ক ব্রেক ও ইপি অ্যাসিস্ট ব্রেক সিস্টেম, সাব আইটেম: এলএইচবি টাইপ বিজি মেইনলাইন কোচের জন্য অ্যাক্সেল মাউন্টেড ডিস্ক ব্রেক সিস্টেম] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ) সেফটি ফ্ল্যাগ পরিবর্তন: নন-সেফটি থেকে সেফটি। (i) পরিমাণ-৩টি, এনএফআর (আসাম) দিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপোর জন্য, (ii) পরিমাণ-২৩৩টি, এনএফআর পান্ডু জিএসডি-র জন্য, (iii) পরিমাণ-৩টি, এনএফআর (বিহার) কাটিহার জিএসডি-র জন্য, (iv) পরিমাণ-১১টি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি-র জন্য, (iv) পরিমাণ-১০৩টি, এনএফআর (আসাম) নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপোর জন্য। পিএল নম্বর-৩৩৬২৩২৩৫।

**ক্র.নং: ৩; টেন্ডার নম্বর: ৮১/২৬/৪১১০বি/ওটি/৫৩/২০২৬-২৭;**
**বন্ধের/খোলার তারিখ: ১০-০৮-২০২৬**

**সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** বিআইএস স্পেসিফিকেশন নম্বর আইএস: ৩০৮/৮৮ অনুযায়ী গ্যাস অ্যাসিটিলিন ডিজলভড। [ওয়ারেন্টি পিরিয়ড: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ-৩৪৩৭ সিইউএম, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) গুয়াহাটি ফর্মস ডিপোর জন্য, (ii) পরিমাণ-৩৬৮৫৬ সিইউএম, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) দিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপোর জন্য, (iii) পরিমাণ-৪৩৭২ সিইউএম, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ) নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি-র জন্য, (iv) পরিমাণ-৬৩৭৮৪ সিইউএম, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপোর জন্য, (v) পরিমাণ-২০০ সিইউএম, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ) টিডিএইচ (টিনধারিয়া) স্টোর্ড ডিপোর জন্য। পিএল নম্বর-৮১০৪০০১৫।

**ক্র.নং: ৪; টেন্ডার নম্বর: ৫০/২৫/৫৪০৯বি/ওটি/৫৪/২০২৬-২৭;**
**বন্ধের/খোলার তারিখ: ০৩-০৮-২০২৬**

**সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** আরডিএসও এসপিএন/টিসি/১১০/২০২০ (রেভ.০) বা সর্বশেষ অনুযায়ী ৪৮ ফাইবার আর্মার্ড ওএফসি ক্যাবল সরবরাহ। [ওয়ারেন্টি পিরিয়ড: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] ইউভিএএম আইটেম রেফ. (আইটেম আইডি: ৩১০০১৮৭ - ২৪/৪৮ ফাইবার আর্মার্ড অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল)। (i) পরিমাণ-৪০০ কিলোমিটার, এনএফআর (আসাম) এসএসই/টেলি/বঙ্গাইগাঁওয়ের জন্য, (ii) পরিমাণ-২১০ কিলোমিটার, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এসএসই/টেলি/গুয়াহাটির জন্য, (iii) পরিমাণ-১৯০ কিলোমিটার, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এসএসই/টেলি/লামডিংয়ের জন্য, (iv) পরিমাণ-২০০ কিলোমিটার, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এসএসই/টেলি/রঙিয়ার জন্য। পিএল নম্বর-৫০৯০০০৩৯৬৮৯৪।

**ক্র.নং: ৫; টেন্ডার নম্বর: ৭০/২৬/০৮৯১/ওটি/৫৫/২০২৬-২৭;**
**বন্ধের/খোলার তারিখ: ১৫-০৭-২০২৬**

**সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** সেপ্টেম্বর ২০২৩-এর আরডিএসও/২০০৮/সিজি-০৭, রেভ-০১ সর্বশেষ সংশোধনসহ ও আরডিএসও স্যাম্পল নম্বর এএলএনএ সি-০৩ (রঙ নীল) অনুযায়ী ভিনাইল কোটেড ফ্যাব্রিক, ১২৭/১৩২ সেমি প্রস্থ, শেড ও প্যাটার্ন। [ওয়ারেন্টি পিরিয়ড: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৫৪ মাস] ইউভিএএম আইটেম রেফ. (আইটেম আইডি: ২৪০০০৬৯ - ভিনাইল কোটেড আপহোলস্টারি ফ্যাব্রিক (আর্টিফিশিয়াল লেদার) ফর কোচিং স্টক, সাব আইটেম আইডি: ২৪০০০৬৯০০২ - আরডিএসও/২০০৮/সিজি-০৭ রেভ-০১ এএস পার ইএন৪৫৫৪৫ এইচএল৩ অনুযায়ী কোচিং স্টকের জন্য ভিনাইল কোটেড আপহোলস্টারি ফ্যাব্রিক (আর্টিফিশিয়াল লেদার))। (i) পরিমাণ-১২৪৯৬৩.০০ মিটার, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) দিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপোর জন্য, (ii) পরিমাণ-১৪৮.০০ মিটার, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পশ্চিমবঙ্গের ডিইএমইউ-র জন্য, (iii) পরিমাণ-৯০৫.০০ মিটার, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (বিহার) কাটিহার জিএসডি-র জন্য, (iv) পরিমাণ-১২৬৬৮১.০০ মিটার, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপোর জন্য, (v) পরিমাণ-৭৭৩.০০ মিটার, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ) নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি-র জন্য, (vi) পরিমাণ-৮০৭০.০০ মিটার, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) পান্ডু জিএসডি-র জন্য, (vii) পরিমাণ-৪০০.০০ মিটার, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ) টিডিএইচ (টিনধারিয়া) স্টোরস ডিপোর জন্য। পিএল নম্বর-৭৫৪০১৭০৮।

**ক্র.নং: ৬; টেন্ডার নম্বর: ৪০/২৬/০৫৮৮এ/ওটি/৫৬/২০২৬-২৭;**
**বন্ধের/খোলার তারিখ: ৩০-০৭-২০২৬**

**সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** এসি ২৩ ডিউটি ও আইইসি ৬০৯৪৭ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৪৮০ মিমি হ্যান্ডেলসহ স্টেইনলেস স্টিল এসএস৩০৪এল এনক্লোজারে মাউন্টেড, অফ পজিশনে ভারী শুল্ক হ্যান্ডেল ও প্যাড লকিং ব্যবস্থাসহ ২ এনও+২এনসি, ১০০০ভি এসি-তে ১২৫এ অন লোড, ২ ওয়ে, উইদাউট অফ সহ ডিসকানেক্টিং ও আর্থিং ডিভাইস, ৮পোল। ডি অ্যান্ড ই-তে ডিএসও/পিই/স্পেক/এসি/০১৩৮-২০০৯ (রেভ-১) বা সর্বশেষ অনুযায়ী মেটালিক এন্ড-ফিটিংস/পিজি গ্ল্যান্ড সরবরাহ করতে হবে। মেক: আইএস৮১২১০টিটি১৯এল অফ টেকনো ট্রেডস বা মেসার্স এল অ্যান্ড টি/সালজারের কাট নম্বর ৭৪১৬৮এসএলবি৩২এলওজিবিএসএসএন অনুযায়ী আরডিএসও স্পেক নম্বর আরডিএসও/পিই/স্পেক/এসি/০১৮৪-২০১৫ (রেভ-২) অনুযায়ী বিল অফ ম্যাটেরিয়াল। [ওয়ারেন্টি পিরিয়ড: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ-১০০টি, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) দিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপোর জন্য, (ii) পরিমাণ-১১টি, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ) নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি-র জন্য, (iii) পরিমাণ-৩৮টি, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপোর জন্য। পিএল নম্বর-৪৩০১১৯০১।

**ক্র.নং: ৭; টেন্ডার নম্বর: ৪০২৬০৫৪৩/ওটি/৫৭/২০২৬-২৭;**
**বন্ধের/খোলার তারিখ: ০৬-০৮-২০২৬**

**সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নম্বর আরডিএসও/পিই/স্পেক/এসি/০১৭৭ (রেভ.১)-২০১৩ অনুযায়ী ইওজি টাইপ এসি কোচ/পাওয়ার কারের জন্য ৫০০ এম্পিয়ার, ৭৫০ ভি ইন্টার ভেহিকুলার (আইভি) কাপলার ইউনিট। [ওয়ারেন্টি পিরিয়ড: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং: আইটেম: ৩১০০৪৬০, ইন্টার ভেহিকুলার কাপলার হাই ক্যাপাসিটি (৫০০এ ৭৫০ভি)] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ-১৫০টি, এনএফআর (আসাম) দিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপোর জন্য, (ii) পরিমাণ-১৫০টি, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপোর জন্য, (iii) পরিমাণ-৩০টি, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) পান্ডু জিএসডি-র জন্য। পিএল নম্বর-৪৫২১৮৯৪৮।

**দ্রষ্টব্য :-** টেন্ডার নোটিশ এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা ওয়েবসাইট (**www.ireps.gov.in**)-এ লগ অন করতে পারেন। যেসব আগ্রহী দরদাতা উপরোক্ত টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তারা যদি আগে থেকেই **আইআরইপিএস** -এ নিবন্ধিত থাকেন, তবে তাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তাদের দরপত্র জমা দিতে হবে। যদি তারা **আইআরইপিএস**-এ নিবন্ধিত না থাকেন, তবে তাদের ভারত সরকারের আইটি অ্যাক্ট ২০০০-এর অধীনে প্রত্যয়নকারী সংস্থাগুলির কাছ থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে উপরোক্ত টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

**পিসিএমএম, মালিগাঁও**

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

# আধার কার্ডেই ধাক্কা বঙ্গ ক্রিকেটে! বিসিসিআইয়ের কড়া নিয়মে অনিশ্চিত দুই পেসারের ভবিষ্যৎ, চাপে সিএবি

১১ জুলাই ঃ বাংলা ক্রিকেটে নতুন করে তৈরি হয়েছে বড়সড় বিতর্ক। মাঠের পারফরম্যান্স নয়, এবার আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে আধার কার্ডের তথ্য এবং তার আপডেট হিস্ট্রি। ঘরোয়া ক্রিকেটে বয়স জালিয়াতি এবং ভুয়ো ঠিকানা দেখিয়ে অন্য রাজ্যের ক্রিকেটারদের খেলানোর অভিযোগ দীর্ঘদিনের। সেই সমস্যায় লাগাম টানতেই এবার আরও কঠোর অবস্থান নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। আর এই নতুন নিয়মের জেরেই চাপে প।ছে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি)। আধার কার্ডের তথ্য যাচাইয়ে অসঙ্গতি ধরা পড়ায় বাংলা দলের একাধিক ক্রিকেটারের ভবিষ্য এখন অনিশ্চয়তার মুখে। এতদিন ঘরোয়া ক্রিকেটে কোনও ক্রিকেটারের পরিচয় যাচাইয়ের ক্ষেত্রে আধার কার্ডকে অন্যতম প্রধান নথি হিসেবে ধরা হলেও, এখন শুধু আধার কার্ড দেখালেই আর দায়িত্ব শেষ হচ্ছে না। বিসিসিআই নির্দেশ দিয়েছে, প্রত্যেক ক্রিকেটারের আধার কার্ডের সম্পূর্ণ আপডেট হিস্ট্রি খতিয়ে দেখতে হবে। অর্থা, কার্ডে কবে কী পরিবর্তন হয়েছে, জন্মতারিখ বা ঠিকানা সংশোধন করা হয়েছে কি না, সেই সমস্ত তথ্যও যাচাই করা হবে। এই কঠোর পদক্ষেপের উদ্দেশ্য একটাই- বয়স লুকিয়ে খেলা কিংবা অন্য রাজ্যের ক্রিকেটারকে স্থানীয় পরিচয়ে খেলানোর প্রবণতা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা। এই নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার পর থেকেই বাংলার ক্রিকেট মহলে শুরু হয়েছে অস্বস্তি। এর আগেই জানা গিয়েছিল, ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা অনূর্ধ্ব-২৩ দলের পেসার রবি কুমার এবং অনূর্ধ্ব-১৯ দলের স্পিনার রোহিত যাদবের আধার কার্ডের আপডেট হিস্ট্রি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেই বিতর্ক এখনও পুরোপুরি মেটেনি। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে আরও দুই পরিচিত নাম-রাহুল প্রসাদ এবং বিশাল ভাটি। দু'জনেই গত মরশুমে বাংলা সিনিয়র দলের হয়ে খেলেছেন এবং বয়সভিত্তিক ক্রিকেট থেকে উঠে এসে নিয়মিত স্কোয়াডের সদস্য হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু আধার সংক্রান্ত জটিলতার কারণে তাঁদের আগামী মরশুমে বাংলার হয়ে মাঠে নামা নিয়েই এখন প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, সিএবি আয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ 'ভিশন ২০২৮' বোলিং ক্যাম্পেও তাঁদের ডাকা হয়নি। বাংলা ক্রিকেটের ভবিষ্য বোলার তৈরি করার লক্ষ্য নিয়ে প্রাক্তন ক্রিকেটার উপল চট্টোপাধ্যায় এবং অশোক দি ন্দার তত্ত্বাবধানে শুরু হতে চলেছে 'ভিশন ২০২৮' প্রকল্প। সিনিয়র দল ছাড়াও বিভিন্ন

বয়সভিত্তিক দলের প্রতিভাবান বোলারদের নিয়ে এই বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করা হচ্ছে। সম্প্রতি সিএবি এই ক্যাম্পের জন্য ক্রিকেটারদের তালিকা প্রকাশ করেছে। কিন্তু সেই তালিকায় রাহুল প্রসাদ কিংবা বিশাল ভাটির নাম না থাকায় জল্পনা আরও জোরদার হয়। পরে জানা যায়, তাঁদের বাদ পড়ার মূল কারণ পারফরম্যান্স নয়, বরং আধার কার্ড সংক্রান্ত নথির জটিলতা। বিষয়টি দুই ক্রিকেটারই স্বীকার করেছেন। রাহুল প্রসাদ জানিয়েছেন, তাঁর আধার কার্ডে জন্মসাল ভুল ছিল। সেই ভুল সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি নথি জমা দিয়ে তথ্য আপডেট করানো হয়েছে। তাঁর কথায়, আমার জন্মসাল ভুল ছিল। সংশোধনের জন্য যে সমস্ত নথি প্রয়োজন, সবই আমার কাছে রয়েছে। সিএবি যেসব কাগজপত্র চেয়েছিল, সব জমা দিয়েছি। অন্যদিকে, বিশাল ভাটি জানিয়েছেন, তিনি শুধুমাত্র একবার নিজের ঠিকানা পরিবর্তন করেছিলেন। তাঁর দাবি, সেই পরিবর্তন নিয়ম মেনেই করা হয়েছে এবং এর বাইরে কোনও অসঙ্গতি নেই। তবুও বিসিসিআইয়ের নতুন নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি পরিবর্তনের কারণ এবং প্রমাণ যাচাই না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। বিসিসিআইয়ের এই কঠোর অবস্থানের পেছনে রয়েছে ঘরোয়া ক্রিকেটে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য। দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ উঠছিল, অনেক ক্রিকেটার বয়স কম দেখিয়ে জুনিয়র স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন অথবা অন্য রাজ্যে খেলার সুযোগ পেতে ঠিকানা পরিবর্তন করছেন। এসব অভিযোগ রুখতেই এবার শুধু আধার কার্ডের বর্তমান তথ্য নয়, পুরো আপডেট রেকর্ড খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগে কোনও ক্রিকেটারের নাম নথিভুক্ত করার সময় সাধারণত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নথি জমা দিতে হত। এর মধ্যে থাকত ডিজিটাল জন্মসনদ, বাবা বা মায়ের ভোটার পরিচয়পত্র, স্থানীয় ঠিকানার আধার কার্ড এবং স্কুলের নথি। কিন্তু এখন সেই প্রক্রিয়া আরও কঠোর হয়েছে। আধার কার্ডে অতীতে কী কী পরিবর্তন হয়েছে, জন্মস্থান, জন্মতারিখ বা ঠিকানা কখন এবং কেন সংশোধন করা হয়েছে-সব তথ্য খুঁটিয়ে যাচাই করা হচ্ছে। বোর্ডের মতে, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সহজেই বোঝা যাবে কোনও ক্রিকেটার প্রকৃত তথ্য দিয়েছেন কি না এবং তাঁর জমা দেওয়া বয়স বা ঠিকানা নির্ভুল কিনা। ফলে ভবিষ্যতে বয়স জালিয়াতি কিংবা রাজ্য বদলের মাধ্যমে নিয়ম ভাঙার সুযোগ অনেকটাই কমে যাবে। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ব। চ্যালেঞ্জের মুখে প।ছে বাংলা ক্রিকেট। কারণ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারের নাম এই বিতর্কে জ।য়ে যাওয়ায় দল নির্বাচনের ক্ষেত্রেও নতুন করে ভাবতে হচ্ছে সিএবিকে। যদি প্রয়োজনীয় নথি যাচাইয়ের পর কোনও অসঙ্গতি প্রমাণিত হয়, তাহলে শুধু ক্যাম্প নয়, আসন্ন ঘরোয়া মরশুমেও তাঁদের অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে প।তে পারে। সব মিলিয়ে আধার কার্ডকে কেঃদ্র করে যে প্রশাসনিক ক।াক।ি শুরু হয়েছে, তা ভবিষ্যতে শুধু বাংলা নয়, দেশের প্রতিটি রাজ্যের ক্রিকেট সংস্থার ওপরই বড় প্রভাব ফেলতে চলেছে। বিসিসিআই স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে-প্রতিভার পাশাপাশি পরিচয় এবং নথির স্বচ্ছতাও এখন সমান গুরুত্বপূর্ণ। আর সেই কারণেই নতুন মরশুম শুরুর আগেই প্রশাসনিক নিয়মের কঠোর পরীক্ষার মুখে দাঁড়িয়ে বাংলা ক্রিকেট। বাংলা ক্রিকেটে আধার কার্ড সংক্রান্ত এই বিতর্ক শুধু কয়েকজন ক্রিকেটারের ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্ন তুলছে না, বরং ঘরোয়া ক্রিকেটের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকেও নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। দীর্ঘদিন ধরে বয়স জালিয়াতি, ভুয়ো ঠিকানা এবং অন্য রাজ্যের ক্রিকেটারদের স্থানীয় পরিচয়ে খেলানোর অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন রাজ্যে। সেই প্রেক্ষাপটে বিসিসিআইয়ের কঠোর অবস্থান অনেকের কাছে সময়োপযোগী এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বলেই মনে হচ্ছে। ক্রিকেটের মতো প্রতিযোগিতামূলক খেলায় প্রতিভার পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।ম্ভতবে নিয়ম যতই কঠোর হোক, তার প্রয়োগও হওয়া উচিত সমানভাবে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ। যদি কোনও ক্রিকেটারের নথিতে প্রকৃত ভুল থেকে থাকে এবং তিনি আইনসম্মতভাবে তা সংশোধন করে থাকেন, তাহলে শুধুমাত্র আপডেট হিস্ট্রির ভিত্তিতে তাঁকে সংঃ দহের চোখে দেখা উচিত নয়। প্রতিটি ঘটনার সঠিক তদন্ত করে, প্রয়োজনীয় নথি যাচাই করে তবেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি। এতে একদিকে যেমন প্রকৃত প্রতিভারা বঞ্চিত হবেন না, অন্যদিকে অনিয়মের পথও বন্ধ হবে। এই ঘটনার ফলে ক্রিকেটারদের মধ্যেও সচেতনতা বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে বয়স, জন্মতারিখ, ঠিকানা কিংবা অন্যান্য সরকারি নথি সংক্রান্ত তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও হালনাগাদ রাখার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে। একই সঙ্গে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাগুলিকেও নথি যাচাইয়ের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক হতে হবে, যাতে পরে কোনও বিতর্কের মুখে পড়তে না হয়।ম্ভএখন নজর থাকবে বিসিসিআই এবং সিএবির পরবর্তী সিদ্ধান্তের দিকে। রবি কুমার, রোহিত যাদব, রাহুল প্রসাদ ও বিশাল ভাটির মতো ক্রিকেটাররা প্রয়োজনীয় নথি দিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে পারেন কি না, সেটাই দেখার। কারণ এই সিদ্ধান্ত শুধু কয়েকজন ক্রিকেটারের ক্যারিয়ার নয়, ভবিষ্যতে ভারতীয় ঘরোয়া ক্রিকেটে স্বচ্ছতা ও সুশাসনের নতুন মানদণ্ডও নির্ধারণ করতে পারে।

## বিশ্বকাপ ফাইনালের মাঠের ঘাস বিক্রি করবে ফিফা! এক টুকরো স্মৃতির দাম শুনে চমকে যাবেন ফুটবলপ্রেমীরা

বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে ব। আসর শেষ হতে এখনও বাকি কয়েক দিন। কিন্তু ফাইনাল ঘিরে উত্তেজনার পারদ ইতিমধ্যেই তুঙ্গে। আগামী ১৯ জুলাই নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে বহুল প্রতীক্ষিত বিশ্বকাপের ফাইনাল। সেদিন যে দল ট্রফি জিতবে, তাদের নামই ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তবে শুধু চ্যাম্পিয়ন দলই নয়, সেই ঐতিহাসিক ম্যাচের স্মৃতিকে ঘিরেও ব। পরিকল্পনা করেছে বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা ফিফা। এবার ফাইনালের মাঠের আসল ঘাস ছোট ছোট অংশে কেটে বিক্রি করে বিশেষ স্মারক হিসেবে বাজারে আনতে চলেছে তারা। ফিফার এই অভিনব উদ্যোগ ইতিমধ্যেই বিশ্বজু।ে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বহু সমর্থকের কাছে এটি জীবনের অন্যতম স্মরণীয় সংগ্রহ হতে পারে, আবার অনেকে এটিকে নিছক বাণিজ্যিক উদ্যোগ বলেও সমালোচনা করছেন। তবে বিতর্ক যাই থাকুক, বিশ্বকাপ ফাইনালের মাঠের একটি অংশ নিজের সংগ্রহে রাখার সুযোগ যে খুবই বিরল, তা মানছেন প্রায় সকলেই। ফিফার প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ফাইনালের মাঠের প্রাকৃতিক ঘাস বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করে ছোট ছোট টুকরোয় কেটে বিক্রি করা হবে। প্রতিটি ঘাসের অংশ উচ্চমানের স্বচ্ছ অ্যাক্রিলিকের মধ্যে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকবে, যাতে বছরের পর বছর সেটি অক্ষত থাকে। সংস্থার দাবি, এটি শুধু একটি স্মারক নয়, বরং বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসের এক অনন্য মুহূর্তের বাস্তব অংশ, যা সংগ্রাহকদের কাছে বিশেষ মূল্য বহন করবে। তবে এই স্মারক সংগ্রহ করতে গেলে গুনতে হবে মোটা অঙ্কের টাকা। ফিফা জানিয়েছে, প্রতিটি টুকরোর মূল্য ৪৫০ মার্কিন ডলার, যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪৩ হাজার টাকার কাছাকাছি। অর্থা একটি ছোট্ট ঘাসের অংশ কিনতেই খরচ হবে একটি মাঝারি মানের স্মার্টফোনের সমান টাকা। স্বাভাবিকভাবেই দাম প্রকাশ্যে আসার পর অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। কেউ বলছেন, ফুটবল ইতিহাসের একটি অংশ নিজের কাছে রাখার জন্য এই মূল্য খুব বেশি নয়। আবার অনেকের মতে, একটি ঘাসের টুকরোর জন্য এত বড় অঙ্ক ব্যয় করা সাধারণ সমর্থকদের নাগালের বাইরে।আরও একটি বিষয় নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। ফিফা জানিয়েছে, প্রতিটি স্মারকের মাপ হবে ১৭.৫ স ১৭.৫ স ১৭.৭। কিন্তু এই পরিমাপটি ইঞ্চি, সেঃি টমিটার নাকি মিলিমিটার, সে বিষয়ে কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। ফলে ঠিক কতটা ঘাস ক্রেতারা হাতে পাবেন, তা এখনও পরিষ্কার নয়। এই নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অসংখ্য ফুটবলপ্রেমী প্রশ্ন তুললেও এখনও পর্যন্ত ফিফার পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। ফিফার ওয়েবসাইটে স্মারকটির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ ফাইনালের মাঠের একটি খাঁটি অংশের মালিক হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন ফুটবলপ্রেমীরা। প্রতিটি ঘাসের টুকরো উন্নতমানের অ্যাক্রিলিকের মধ্যে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকবে, যা বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ক্রী।া প্রতিযোগিতার একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের স্মৃতি বহন করবে। সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, বিশ্বকাপ ফাইনাল শেষ হওয়ার পরই এই স্মারক প্রস্তুত করে ক্রেতাদের কাছে পাঠানো শুরু হবে। তবে এই বিশেষ সংগ্রহযোগ্য স্মারক কিনতে চাইলে আরেকটি ব। সীমাবদ্ধতার মুখে প।তে হবে। আপাতত শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের বাসিঃদারাই এই পণ্য কেনার সুযোগ পাবেন। বিশ্বের অন্য কোনও দেশে, অন্তত প্রথম পর্যায়ে, এটি পাঠানো হবে না। ফলে এশিয়া, আফ্রিকা কিংবা দক্ষিণ আমেরিকার অসংখ্য ফুটবল সমর্থক এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ফিফার এই সিদ্ধান্ত নিয়েও শুরু হয়েছে সমালোচনা। অনেকের প্রশ্ন, বিশ্বকাপ যেহেতু গোটা বিশ্বের টুর্নামেঃট, তাহলে স্মারক বিক্রির ক্ষেত্রেও কেন এত ব। ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা রাখা হচ্ছে? এই বিতর্কের সঙ্গে আরও একটি প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। যে মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে, সেটি মূলত এনএফএলের নিউ ইয়র্ক জায়ঃটস এবং নিউ ইয়র্ক জেটস দলের ঘরের মাঠ। সাধারণত এই স্টেডিয়ামে কৃত্রিম টার্ফ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বিশ্বকাপের জন্য ফিফার নিয়ম মেনে সেখানে অস্থায়ীভাবে প্রাকৃতিক ঘাস বসানো হয়েছে। তবে সেই ঘাসের মান নিয়ে টুর্নামেঃটের শুরু থেকেই প্রশ্ন উঠেছিল। একাধিক ফুটবলার ও কোচ অভিযোগ করেছিলেন, নতুন করে বসানো ঘাস পর্যাপ্ত স্থিতিশীল নয় এবং খেলোয়া।দের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। ফিফা পরে মাঠের রক্ষণাবেক্ষণে অতিরিক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানালেও বিতর্ক পুরোপুরি থামেনি। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপ ফাইনাল ঘিরে এবার শুধু মাঠের লড়াই নয়, মাঠের ঘাসও হয়ে উঠেছে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। একদিকে কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমীর স্বপ্নের ম্যাচ, অন্যদিকে সেই ম্যাচের স্মৃতিকে বাণিজ্যিকভাবে সংরক্ষণ করার উদ্যোগ-দুই মিলিয়ে নতুন নজির গড়তে চলেছে ফিফা। কেউ এটিকে ইতিহাসের অংশ সংগ্রহের বিরল সুযোগ হিসেবে দেখছেন, আবার কেউ মনে করছেন, আবেগকে পুঁজি করে আরও একবার বড়সড় ব্যবসার পথে হাঁটছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। ফাইনালের পর ট্রফি কার হাতে উঠবে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। তবে ম্যাচ শেষ হওয়ার পর মাঠের সেই ঘাসও যে ইতিহাসের অংশ হয়ে যাবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আর সেই ইতিহাসের এক টুকরো নিজের ঘরে তুলে রাখতে আগ্রহী ফুটবলপ্রেমীদের জন্যই এবার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে ফিফা।

# বিশ্বকাপের আক্ষেপের মাঝেই ইউরো জয়ের স্মৃতিচারণ, রোনাল্ডোর পোস্ট ঘিরে তুমুল বিতর্কে সরগরম নেটদুনিয়া

১১ জুলাই ঃ বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন এবারও অধরাই থেকে গেল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। স্পেনের বিরুদ্ধে নাটকীয় পরাজয়ের পর চোখের জলে ফুটবলের সবচেয়ে বড় মঞ্চকে বিদায় জানিয়েছেন পর্তুগালের কিংবদন্তি। ম্যাচের আবেগ, বিদায়ের বেদনা এবং বিশ্বকাপ না জেতার আক্ষেপ এখনও যখন সমর্থকদের মনে তাজা, ঠিক সেই সময়ই সোশ্যাল মিডিয়ায় রোনাল্ডোর একটি পোস্ট ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। কেউ বলছেন, এটি গৌরবময় অতীতের স্মৃতিচারণ, আবার কারও মতে, বিশ্বকাপের হতাশা কাটতে না কাটতেই এমন পোস্ট করা সময়োপযোগী হয়নি। ফলে নেটদুনিয়া কার্যত দুই ভাগে বিভক্ত। বিশ্বকাপে স্পেনের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগেই রোনাল্ডো স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, এটাই তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। দীর্ঘ দুই দশকের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের ইতি টানতে চলেছেন তিনি। তাই শেষ ম্যাচে নিজের সর্বস্ব উজা। করে দিয়েছিলেন পাঁচবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী এই তারকা। কিন্তু ব্যক্তিগত ল।াই সত্ত্বেও দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দিতে পারেননি। শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর চোখের জল যেন কোটি কোটি সমর্থকের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের পরও রোনাল্ডো নিজের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার নিয়ে গর্ব প্রকাশ করতে ভোলেননি। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, তাঁর আগে পর্তুগাল জাতীয় দলের ট্রফি ক্যাবিনেট প্রায় শূন্য ছিল। তাঁর নেতৃত্ব ও অবদানে দেশ তিনটি বড় প্রতিযোগিতামূলক শিরোপা জিতেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় অবশ্যই ২০১৬ সালের ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ, যেখানে প্রথমবার ইউরোপসেরা

হওয়ার গৌরব অর্জন করে পর্তুগাল। এছা।াও উয়েফা নেশনস লিগ জয়ের মতো সাফল্যও তাঁর কৃতিত্বের তালিকায় রয়েছে। বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই রোনাল্ডো নিজের অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে ২০১৬ সালের ইউরো জয়ের একটি স্মরণীয় ছবি পোস্ট করেন। ছবিতে ট্রফি হাতে তাঁর উদযাপনের মুহূর্ত ধরা পড়ে। ক্যাপশনে তিনি লেখেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের জয়। ইউরো জয়ের দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে করা এই পোস্ট মুহূর্তের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে যায়। তবে প্রশংসার পাশাপাশি শুরু হয় তীব্র সমালোচনাও। সমালোচকদের একাংশের দাবি, বিশ্বকাপের ব্যর্থতার পরপরই অতীতের সাফল্য তুলে ধরা অনেকের কাছে আত্মতুষ্টির প্রকাশ বলে মনে হয়েছে। তাঁদের মতে, এমন আবেগঘন সময়ে বর্তমানের হতাশা না মুছতেই অতীতের গৌরব সামনে আনা ঠিক হয়নি। কেউ কেউ কটাক্ষ করে লিখেছেন, রোনাল্ডো এখনও অতীতের স্মৃতিতেই বেঁচে আছেন। আবার অন্য একজন মন্তব্য করেন, বিশ্বকাপ না জেতার যন্ত্রণা হয়তো কখনওই তাঁকে ছো। যাবে না, তাই ইউরো জয়ের স্মৃতিতে ফিরে যাচ্ছেন। অন্যদিকে, রোনাল্ডোর অসংখ্য সমর্থক তাঁর পাশে দাঁ।িয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, ইউরো ২০১৬ শুধুমাত্র একটি ট্রফি নয়, পর্তুগিজ ফুটবলের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী মুহূর্ত। সেই ঐতিহাসিক সাফল্যের দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্মৃতিচারণ করাটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এর সঙ্গে বিশ্বকাপে ব্যর্থতার কোনও সম্পর্ক খোঁজা অযৌক্তিক বলেই মনে করছেন তাঁরা। রোনাল্ডো নিজেও সম্প্রতি দেওয়া এক সাক্ষাকারে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেন, আমি পর্তুগালকে তিনটি বড় ট্রফি এনে দিয়েছি। আমার আগে পর্তুগাল কোনও ব। আন্তর্জাতিক শিরোপা জেতেনি। ২০১৬ সালের ইউরো জয় আমার কাছে বিশ্বকাপের সমান মর্যাদার। কারণ সেটিই ছিল আমাদের দেশের ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সাফল্য। এই মন্তব্য নিয়েও মতভেদ তৈরি হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, একজন খেলোয়াড় হিসেবে নিজের অবদান তুলে ধরার অধিকার রোনাল্ডোর অবশ্যই রয়েছে। কারণ তাঁর নেতৃত্বেই পর্তুগাল প্রথমবার বড় আন্তর্জাতিক ট্রফির স্বাদ পেয়েছিল। অন্যদিকে, সমালোচকদের মতে, ফুটবল একটি দলগত খেলা। তাই কোনও শিরোপার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব একজনের দাবি করা উচিত নয়।

তবে বিতর্ক যাই থাকুক, একটি বিষয় নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই- ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো আধুনিক ফুটবলের অন্যতম সফল এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। অসংখ্য গোল, রেকর্ড, ব্যক্তিগত পুরস্কার এবং জাতীয় দলের হয়ে একাধিক ঐতিহাসিক সাফল্য তাঁকে কিংবদন্তির আসনে বসিয়েছে। বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে গেলেও তাঁর অবদান পর্তুগিজ ফুটবলের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। রোনাল্ডোর সাম্প্রতিক পোস্ট তাই শুধু একটি স্মৃতিচারণ নয়, বরং তাঁর দীর্ঘ আন্তর্জাতিক যাত্রার এক আবেগঘন অধ্যায়ের প্রতিফলন। কেউ সেটিকে গর্বের প্রকাশ হিসেবে দেখছেন, কেউ আবার আত্মসমালোচনার আড়ালে অতীতকে আঁক।ে থাকার চেষ্টা বলে ব্যাখ্যা করছেন। তবে একথা নিশ্চিত, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে ঘিরে আলোচনা, বিতর্ক এবং আবেগ- সবকিছুই এখনও ফুটবল বিশ্বের অন্যতম ব। আকর্ষণ। তাঁর প্রতিটি বক্তব্য, প্রতিটি পোস্ট এবং প্রতিটি পদক্ষেপ যেমন সমর্থকদের আবেগ নাড়া দেয়, তেমনই নতুন বিতর্কেরও জন্ম দেয়। আর সেই কারণেই মাঠের বাইরেও রোনাল্ডো আজও বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম আলোচিত নাম।

## সাউদাম্পটনের ট্রাফিকে আটকে টিম ইন্ডিয়া! ৪৫ মিনিট দেরিতে টস

ভারত ও ইংল্যান্ডের টি-২০ সিরিজের শেষ ম্যাচ শুরুর আগেই তৈরি হল এক অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি। ম্যাচের উত্তেজনার বদলে আলোচনার কেঃদ্রে উঠে এল সাউদাম্পটনের ভয়াবহ ট্রাফিক ব্যবস্থা। মাত্র তিন থেকে চার কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করতেই ভারতীয় দলের টিম বাসের লেগে গেল এক ঘণ্টারও বেশি সময়। ফলে নির্ধারিত সময়ে স্টেডিয়ামে পৌঁছতে পারেনি টিম ইন্ডিয়া। এর সরাসরি প্রভাব প।ে ম্যাচের সূচিতে। নির্ধারিত সময়ের পরিবর্তে প্রায় ৪৫ মিনিট দেরিতে টস অনুষ্ঠিত হয় এবং ম্যাচ শুরুর সময়ও পিছিয়ে দিতে বাধ্য হন আয়োজকেরা। শনিবার সাউদাম্পটনে অনুষ্ঠিত হয় ভারত ও ইংল্যান্ডের পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজের শেষ ল।াই। ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে টস হওয়ার কথা থাকলেও সেই সময় পর্যন্ত ভারতীয় দলের বাস স্টেডিয়ামে পৌঁছতেই পারেনি। শেষ পর্যন্ত টিম ইন্ডিয়া নির্ধারিত সময়ের প্রায় ১৫ মিনিট পরে মাঠে পৌঁছায়। পরিস্থিতি বিবেচনা করে ম্যাচ রেফারি টসের সময় পিছিয়ে দেন এবং ম্যাচ শুরু করার নতুন সময় নির্ধারণ করা হয় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সপ্তাহান্ত হওয়ায় সকাল থেকেই সাউদাম্পটনের বিভিন্ন রাস্তায় ব্যাপক যানজট তৈরি হয়েছিল। বিশেষ করে স্টেডিয়ামের আশপাশের এলাকায় গা।ির চাপ এতটাই বো।ে যায় যে মাত্র কয়েক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতেও এক ঘণ্টার বেশি সময় লেগে যায়। আয়োজকদের পরিকল্পনা থাকলেও বাস্তবে সেই ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে আন্তর্জাতিক ম্যাচের মতো ব। আয়োজনেও সূচি বদলাতে বাধ্য হতে হয়। এই ঘটনাকে ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে ইংল্যান্ডের ম্যাচ পরিচালনা এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে। কারণ, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দলগুলির যাতায়াতের জন্য সাধারণত বিশেষ নিরাপত্তা ও ট্রাফিক করিডর তৈরি করা হয়। কিন্তু সাউদাম্পটনে সেই ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে।

এটি অবশ্য ইংল্যান্ডে প্রথম এমন ঘটনা নয়। গত দুই বছরের মধ্যে এটি দ্বিতীয়বার, যখন ট্রাফিক সমস্যার কারণে আন্তর্জাতিক ম্যাচের সূচি বদলাতে হয়েছে। গত বছর দ্য ওভালে ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের একদিনের ম্যাচও একই কারণে প্রায় আধ ঘণ্টা পিছিয়ে শুরু হয়েছিল। ফলে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে ব। ক্রী।া ইভেঃটের সময় যান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। টস শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হলে ভারতীয় অধিনায়ক টসে জিতে প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেন। তবে টসের চেয়েও বেশি চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে ভারতের প্রথম একাদশে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। দল থেকে বাদ দেওয়া হয় তরুণ ব্যাটার বৈভব সূর্যবংশীকে।ভারতের হয়ে টি-২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে কম বয়সে অভিষেক করা বৈভবকে ঘিরে শুরু থেকেই ছিল প্রবল উসাহ। অল্প বয়সেই জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়া এই প্রতিভাবান ক্রিকেটারের ওপর নজর ছিল ক্রিকেটপ্রেমীদের। অভিষেকের পর টানা তিনটি ম্যাচে তাঁকে সুযোগও দেওয়া হয়।

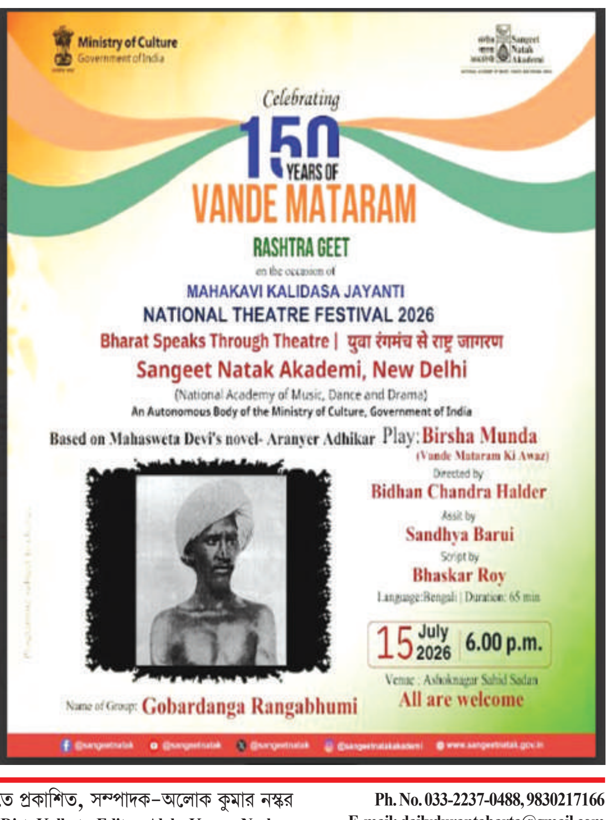


দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com